সাপ্তাহিক

weeklybangladeshusa.com

পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে

বাংলাদেশ

WEEKLY BANGLADESH

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি ওপেন : আমেরিকান রাষ্ট্রদূত

ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পাদিত *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

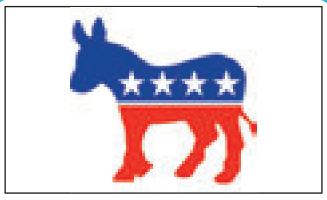

মধ্যবর্তী নির্বাচনি জরিপে এগিয়ে ডেমোক্রেটরা

বাংলাদেশ ডেস্ক : আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নির্বাচনকে *(বাকি অংশ ৩৫ পাতায়)*

|| Weekly Bangladesh || New York, Vol. 28 • Issue 47 • Thursday, 30 April 2026 • ১৭ বৈশাখ ১৪৩৩, ১৩ জিলক্বদ ১৪৪৭

যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাসাইলাম, ডিপোর্টেশন, ভিসা, গ্রিনকার্ড, নাগরিকত্বে আনা হচ্ছে নতুন বিধি

কঠোর আইনের গ্যাঁড়াকলে অভিবাসীরা

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে ইমিগ্রেশন আইনে ব্যাপক পরিবর্তন আসছে। অ্যাসাইলাম, ডিপোর্টেশন, ভিসা, গ্রিনকার্ড এমন কি নাগরিকত্ব আইনে আনা হচ্ছে নতুন নতুন বিধি-নিষেধ। ফলে যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী অভিবাসী এবং যারা বিশ্বের *(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)*

রাজনৈতিক মত প্রকাশের কারণে বাতিল হতে পারে গ্রিনকার্ড

বাংলাদেশ রিপোর্ট : যেসব ইমিগ্রান্টের যুক্তরাষ্ট্রের গ্রিনকার্ড রয়েছে, তাদের রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ, যার মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসরায়েল নিয়ে কিছু পোস্ট করাও *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবন

ডা. ওয়াজেদ খান

জীবনের ঝুঁকিতে থাকেন সবদেশের সরকার ও রাষ্ট্র প্রধানগণই। আমেরিকারপ্রেসিডেন্ট বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তি। তার *(বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)*

সংস্কারগুলোকে কী হত্যা করছে বাংলাদেশ!

আল-জাজিরা : বাংলাদেশের নতুন সংসদ হাসিনার *(বাকি অংশ ৩২ পাতায়)*

জাতীয় সংসদে বিতণ্ডা

ঢাকা : জাতীয় সংসদ অধিবেশনে কিশোরগঞ্জ-৪ আসনের সরকারি দলের সদস্য অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের দেয়া বক্তব্যকে কেন্দ্র করে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে তুমুল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বিরোধী দলের সদস্যদের বক্তব্যের *(বাকি অংশ ২৮ পাতায়)*

ওয়াশিংটনে নৈশভোজে ট্রাম্পের উপর বন্দুক হামলার চেষ্টা

বাংলাদেশ ডেস্ক : অভিজাত পোশাক, কালো টাই, বল গাউন আর ঝলমলে আলো। ওয়াশিংটনের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠান- *(বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)*

এবার নিজের ছবিসংবলিত পাসপোর্ট বের করছেন ট্রাম্প

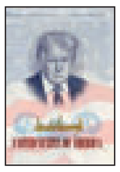

বাংলাদেশ ডেস্ক : এবার মার্কিন পাসপোর্টে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ছবি যুক্ত করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসন। তবে সীমিতসংখ্যায় এই পাসপোর্ট *(বাকি অংশ ৩১ পাতায়)*

QUEENS SOCIAL ADULT DAY CARE CENTER INC.
OUR PERSONAL CARE PLAN
Bangla, Urdu, Hindi, Arabic
Fields Trips (Pick-up & Drop-off)
Halal Breakfast & Lunch
Diabetes Prevention Program
Help to apply for Medicaid/Food Stamp
ESL & Computer Class
Mahfuzul Haque
President & CEO
আমরা বাংলায় কথা বলি
148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435
Open 7 Days 9am-9pm
Phone: 718-647-4444, 646-591-6782
Fax: 347-694-8854 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

MORTGAGE MORTGAGE MORTGAGE
PURCHASE OR REFINANCE
Call Nasir Today
TO SEE IF YOU CAN GET PRE APPROVED
917-400-5728
Nasiruddin M Laskar
NMLS ID 1312055

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার
7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেভ $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

FRESH FRESH FRESH FRESH
MADE WITH ONLY FRESH MILK
PACKED FRESH
VACUUM SEALED
REACHES YOU
VERY FRESH
FRESH FRESH FRESH FRESH
Red Cow
FULL CREAM MILK POWDER

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens • Charge Offs • Inquiries • Collections
Garnishment • Bankruptcy • Late Payments
Call us: 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

ALL COUNTY
হোম কেয়ার
NYS Licensed Home Care Agency
সকল সার্ভিস একই অফিসে
718-587-2266
LHSCA
PCA Training
Day Care
JAMAICA
JACKSON HEIGHTS
BROOKLYN
BRONX
LONG ISLAND

নিউইয়র্ক ও লংআইল্যান্ডে স্টেটের অনুদানে বাসায় অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান?
সম্মানিত বাড়ির মালিকগণ
আমরা নিউইয়র্ক স্টেটের
বিশেষ অনুদানে
(৭০% পর্যন্ত)
আপনার বাড়িতে অত্যাধুনিক
হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন
লাগিয়ে নিতে চাই
Gree Mechanical Yonkers
GREE MECHANICAL YONKERS
914-222-9477, 914-989-0089
1900 Central Park Ave, Yonkers NY 10710
তোফায়েল চৌধুরী

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Looking to Purchase or Refinance?

UIF can help with your Islamic financing needs.

Quick & Easy Pre-Qualification | Home, Masjid & Commercial Financing | 5 Star Customer Service

UIF For Islamic Shariah Based Home Financing or Refinance Call Now!
ইসলামিক শরিয়াহ ভিত্তিক হোম লোন বা রিফাইন্যান্স এর জন্য এখনই কল করুন

Mohammed Alam
Area Manager
NMLS ID# 183916

Direct: (609) 757-8186
Cell: (215) 791-1291
Email: malam@myUIF.com
Apply online: www.myUIF.com/malam

Celebrating 20 Years of Serving the Community

UIF Corporation (UIF is a trademark of UIF Corporation) – Equal Housing Opportunity - NMLS 93480 (www.nmlsconsumeraccess.org) is a Faith Based subsidiary of University Bank (NMLS 715695), Member FDIC, that operates in various states. For a complete list of the states UIF Corporation is able to provide financing in, please visit www.myuif.com/license-registration. UIF Corporation is not affiliated with any government agency. This is not a commitment to lend or an offer for a rate lock agreement, a pre-qualification is based on a preliminary review of information provided and limited credit information. All home financing transactions are subject to verification of application information, satisfying all underwriting conditions and requirements, and property eligibility, including appraisal and title report. You must carry insurance on the property that secures the transaction, and flood insurance may be required. Any taxes or additional conditions imposed by the city, county or state that the subject property is located in will be the obligor's responsibility.

GEHI & ASSOCIATES

Attorneys and Counselors at Law

জ্যাকসন হাইটস অফিস: 74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372

Tel: 718-263-5999

Naresh Gehi, Esq.

আমরা বাংলায় কথা বলি

Ms. Suryia Rahman

ফ্রি কনসালটেশন

তুলনামূলকভাবে কম ফি
সন্ধ্যা এবং সপ্তাহান্তে
এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

ইমিগ্রেশন

* পলিটিক্যাল এসাইলাম * ডিপোর্টেশন * কনস্যুলার প্রসেসিং * ফ্রড ওয়েভার * ফিয়ানসে ভিসা * বেটারড স্পাউজ * ম্যারিজ বেইজড ইমিগ্রেশন * ইমিগ্রেশন বন্ড এবং ডিটেনশন * এমপ্লয়মেন্ট বেইজড ইমিগ্রেশন * সিটিজেনশিপ * চাইল্ড কাস্টডি * চাইল্ড সাপোর্ট

ব্যাংক্রাপসি

* ঋণ নিয়ে সমস্যায় পড়া ক্লায়েন্টদের অনেক ক্ষেত্রে ঋণদাতাদের কোনো অর্থ পরিশোধ না করেই আমরা তাদেরকে সমস্যা থেকে বের করে এনেছি।
* ব্যাংক্রাপসি ফাইল করে আপনার ঋণভার থেকে মুক্ত হোন
* ক্রেডিট কার্ড সংক্রান্ত সমস্যা
* কর্মক্ষেত্রে মজুরি ও ঘন্টার দাবী

পূর্বের ফলাফল ভবিষ্যৎ ফলাফলের নিশ্চয়তা নয়।

Call :
718-263-5999

* আপনি কি গ্রীন কার্ডের জন্য আবেদন করতে চান?
* আপনি কি ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে আছেন?
* আপনি কি ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঝামেলায় পড়েছেন?
* আপনি কি আপনার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ?
* আপনার ব্যাংক একাউন্ট নিয়ে কি সমস্যা হয়েছে?
* ঋণদাতারা কি আপনাকে হয়রানি করছে?

E-Mail: info@gehilaw.com
web : www.gehilaw.com

74-09 37th Ave. Suite: 205, Jackson Heights, NY-11372, Tel: 718-263-5999
173-29 Jamaica Ave, Jamaica, NY 11432, Tel : 718-764-6911
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY 11417 Tel: 718-577-0711

IZNA MEDICAL CARE PC

মেডিকেল অফিস

ডাঃ ইশতিয়াক হোসেন এম, ডি

ফ্যামেলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড

ATTENDING PHYSICIAN, NORTHWELL HEALTH

আমাদের সেবা সমূহ ঃ

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের কাছে

* শারীরিক চেক আপ
* শিশুরোগ চিকিৎসা
* সর্দি,জ্বর, ফ্লু চিকিৎসা
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* দুঃচিন্তা ও বিষন্নতার চিকিৎসা

* উচ্চ রক্ত চাপ
* ডায়াবেটিস
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* ল্যাব ও ভ্যাকসিন

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

718-880-2186

সোমবার থেকে শুক্রবার: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা।
শনিবার: দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টা।

87-02, 167th Street, Jamaica NY 11432
Email: iznamedicalcarepc@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ পাঠক প্রিয়তার শীর্ষে
WEEKLY BANGLADESH

Dr. Mohammed Wazed A. Khan
President & Editor

Anwar Hossain Manju
Advisor, Editorial Board

Published by News Bangladesh Inc.

Vice-President
Mohammed Dinaj Khan
Florida Office
1610 NW 3rd Street,
Deerfield Beach, Fl. 33442
Corporate Office
86-47 164th Street, # BH
Jamaica, NY 11432,
Tel: 718-523-6299, 917-304-3912
weeklybangladesh@yahoo.com

WEEKLY BANGLADESH
86-47 164th Street, # BH, Jamaica, NY 11432
Phone:718-523-6299, 917-304-3912
Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

Jackson Heights Office
37-55 72 Street, Jackson Heights,
NY-11372, Tel : 646-645-6904

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্র যদি অপরাধের বিচার না করে তখন আইনের শাসন ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। সরকারি বাহিনীগুলো যদি দলীয় সরকারের আজ্ঞাবহ হিসেবে কাজ করে, তখন দলীয় নেতাকর্মীদের নিপীড়ন, চাঁদাবাজি ও জবরদখলে অতীষ্ঠ সাধারণ মানুষের তাদের অভিযোগ দাখিল করার জন্য আইন প্রয়োগকারী মহলের কাছে গিয়ে ন্যায় লাখের আশা অথবা নিপীড়কের বিরুদ্ধে ব্রবস্থা গ্রহণের আশা করতে পারে না। অতএব, 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতিই সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। সমাজে ও রাষ্ট্রে স্থান করে নেয় ভীতি, প্রতিশোধস্পৃহা। মানুষ আইনের ওপর আস্থা হারিয়ে নিজেরাই ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, যা শেষ পর্যন্ত আরও সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলার জন্ম দেয়। এই প্রক্রিয়াটি একটি সমাজকে ধীরে ধীরে নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ঠেলে দেয়, যেখানে অন্যায় আর ব্যতিক্রম নয়; বরং এক ধরনের স্বাভাবিকতায় পরিণত হয়। বাংলাদেশে যুগের পর যুগ ধরে সেই চর্চাই হয়ে আসছে। ১৯৭৫ হোক, ১৯৯০ হোক, ২০২৪ হোক, কোনো ঘটনা থেকেই শাসককূলের কোনো শিক্ষা হয়নি। জনগণও ধরে নিয়েছে যে, কিছুকাল পর পর তাদেরকে অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য আইন নিজেদের হাতে তুলে নিতে হবে। কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু ঘটছে না, তখন সমাজকাঠামোতে কোনো ইতিবাচক পরিবর্তনের কোনো আশা করা যায় না। তবে দেশে দেশে এর ব্যতিক্রমও আছে। ইতিহাস সাক্ষী, যে সমাজ অতীতের অন্যায়কে স্বীকার করে অন্যায়ের বিচার নিশ্চিত করতে সচেষ্ট হয়, সেই সমাজই টেকসই শান্তি ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। অন্যদিকে, বাংলাদেশের মতো একটি রাষ্ট্রে বিচা-রহীনতা যতদিন বহাল রয়েছে এবং একমাত্র সে কারণেই সমাজে প্রতিশোধপরায়ণতা, বিশৃঙ্খলা এবং স্বেচ্ছাচারিতা নতুন নতুন রূপে ফিরে ফিরে আসছে। কেউ এটুকু উপলব্ধি করতেও চায় না যে, ন্যায়বিচার কেবল একটি আইনি প্রক্রিয়া নয়; এটি একটি জাতির নৈতিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। তবে মনে রাখতে হবে, কেবল বিচা-রহীনতাই নয়, আমাদের সমাজকে গ্রাস করেছে আরও দুটি গভীর ও বিপজ্জনক প্রবণতা: পক্ষপাতিত্ব এবং 'পানি ঘোলা করার সংস্কৃতি'। পক্ষপাতিত্বের এই প্রবণতা আমাদের নৈতিক মেরুদণ্ডকে ক্রমাগত দুর্বল করে দিয়েছে। আমরা নিজের ক্ষতি হলে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করি, কিন্তু অন্যের ক্ষতির ক্ষেত্রে নীরব থাকি, আমাদের ন্যায়বোধও যেন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীভেদে ভিন্ন হয়ে যায়। ফলে অন্যায়কে আমরা বিচার করি না ন্যায়ড়অন্যায়ের সার্বজনীন মানদণ্ডে; বরং বিচার করি ব্যক্তি, পরিবার, দল, শ্রেণী কিংবা সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে। অথচ নৈতিক দর্শনের একেবারে মৌলিক সত্য হলো, অন্যায়, যেড়ই করুক, অন্যায়ই থাকে। এই সত্যকে অস্বীকার করা মানে ন্যায়ের ধারণাকেই আপেক্ষিক করে তোলা, যা শেষ পর্যন্ত সমাজের সব স্তরে অন্যায়ের স্বাভাবিকীকরণ ঘটায়। বাংলাদেশে একটি নির্বাচিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এখনো যেভাবে মব সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, হত্যাকান্ডের ঘটনা ঘটে চলেছে। সরকার এ ধরনের প্রবণতা প্রতিরোধে কোনো মনোযোগ দিচ্ছে বলে দৃশ্যত মনে হচ্ছে না। একটির পর একটি ঘটনা ঘটে চলেছে রাজধানী ঢাকা থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত। সরকারের আইনশৃঙ্খলা প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ যদি এসব নিয়ন্ত্রণে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে সরকারের পরিণতিও অতীত সরকারগুলোর মতো হতে বাধ্য।

৩০ এপ্রিল-০৬ মে ২০২৬ নামাজের সময়সূচি ১৩-১৯ জিলক্বদ ১৪৪৭

তারিখ	ফজর	সূর্যোদয়	জোহর	আছর	মাগরিব	এশা
৩০ এপ্রিল	৪.৩১	৫.৫৬	১২.৫৩	৫.৪৪	৭.৫১	৯.১৬
০১ মে	৪.২৯	৫.৫৪	১২.৫৩	৫.৪৪	৭.৫২	৯.১৮
০২ মে	৪.২৮	৫.৫৩	১২.৫৩	৫.৪৫	৭.৫৩	৯.১৯
০৩ মে	৪.২৬	৫.৫২	১২.৫৩	৫.৪৫	৭.৫৪	৯.২০
০৪ মে	৪.২৪	৫.৫১	১২.৫৩	৫.৪৫	৭.৫৫	৯.২২
০৫ মে	৪.২৩	৫.৪৯	১২.৫৩	৫.৪৫	৭.৫৬	৯.২৩
০৬ মে	৪.২১	৫.৪৮	১২.৫৩	৫.৪৬	৭.৫৭	৯.২৫

উপসম্পাদকীয়

স্থানীয় সরকারে 'এমপি রাজ' সৃষ্টির উদ্যোগ কেন

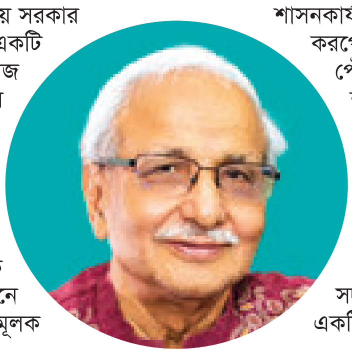

বদিউল আলম মজুমদার

২১ এপ্রিল জাতীয় সংসদ অধিবেশনে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী শাহে আলম সংসদ সদস্যদের একটি 'সুখবর' দেন। সেটি হলো প্রত্যেকের নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় তাঁদের জন্য সরকার একটি 'বসার জায়গা' করে দেবে। শুধু সরকারি দল নয়, বিরোধী দলের সদস্যরাও সরকারের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। কোনো কোনো সদস্য এর সঙ্গে গাড়ির ব্যবস্থা করারও দাবি জানান। এ বিষয়ে একই দিনে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে একটি প্রজ্ঞাপনও জারি করা হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, 'উপজেলাসমূহে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য উপজেলা পরিষদের পুরোনো কমপ্লেক্স ভবনে (দ্বিতীয় তলায়) উন্নত মানের আসবাব সজ্জিত একটি "পরিদর্শন কক্ষ" (ওয়াশ রুমসহ) স্থাপন করতে হবে। নতুন উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপিতে প্ল্যান ডিজাইনসহ পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপ্লেক্স ভবনের দ্বিতীয় তলায় একটি নির্ধারিত কক্ষের সংস্থান রাখার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।' এটি একটি ভয়ানক সিদ্ধান্ত, যার মাধ্যমে আমাদের স্থানীয় সরকারব্যবস্থাই ধ্বংস হয়ে যাবে বলে আমাদের আশঙ্কা। কারণ, এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারব্যবস্থা পুরোপুরি সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে পড়বে। এমনকি ১৯৯১ সালের মতো উপজেলা পরিষদ বাতিল হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দেবে। সর্বোপরি অতীতের মতো স্থানীয় পর্যায়ে 'এমপি রাজ' সৃষ্টির সুযোগ তৈরি হবে।

শাসনকার্য পরিচালনা করবে। একইভাবে সিটি করপোরেশনে নির্বাচিত সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভায় নির্বাচিত পৌর সরকার প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনা করবেন।

সিদ্ধান্তটি আমাদের উচ্চ আদালতের রায়েরও পরিপন্থী। অনেকেরই হয়তো জানা নেই যে জোট সরকারের আমলে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জেলা মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। সরকারের এ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন মাননীয় সংসদ সদস্য আনোয়ার হোসেন মঞ্জু উচ্চ আদালতে একটি রিট দায়ের করেন। তিনি দাবি করেন, জেলা মন্ত্রীর কারণে তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকায় স্থানীয় উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছেন না।

এই রিটের পরিপ্রেক্ষিতে আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ [১৬ বিএলটি (এইচসিডি) (২০০৮)] মামলার রায়ে মাননীয় হাইকোর্ট প্রজ্ঞাপনটি অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে রায় দেন, মন্ত্রী, হুইপ, সংসদ সদস্য প্রমুখের স্থানীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত হওয়াটা অসাংবিধানিক।

সর্বোপরি সরকারের এ সিদ্ধান্ত বিএনপির বহু আলোচিত ৩১ দফার এবং ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে প্রকাশিত বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারের সঙ্গেও সাংঘর্ষিক।

বিএনপির ৩১ দফার ২০ দফায় বলা হয়েছে, 'স্থানীয় সরকার হলো গণতন্ত্র ও উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র।...ক্ষমতার ব্যাপক বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোকে অধিকতর স্বাধীন, শক্তিশালী ও ক্ষমতাবান করা হবে। এসব প্রতিষ্ঠানকে এমনভাবে জবাবদিহির আওতায় আনা হবে, যেন

সরকারের এ সিদ্ধান্ত আমাদের সংবিধানের ওপর একটি নগ্ন হস্তক্ষেপ। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৬(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'জাতীয় সংসদ নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানাবলি-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত হইবে।' অর্থাৎ 'হাউস অব দ্য পিপল' বা জাতীয় সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব হলো মোটাদাগে আইন তৈরি-সংশোধন-বাতিল করা, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা, বাজেট অনুমোদন করা এবং নীতিনির্ধারণী বিষয়ে ভূমিকা রাখা। তাই তাঁদের কর্মস্থল হলো লুই কানের তৈরি পৃথিবীবিখ্যাত 'আর্কিটেকচারাল মনুমেন্ট' বা স্থাপত্যগত সৌধ জাতীয় সংসদ ভবন। এ কারণে তাঁদের জন্য ন্যাম ভবনে অফিস ও আবাসনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

এ ছাড়া সিদ্ধান্তটি সংবিধানের ৫৯(১) অনুচ্ছেদের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। অনুচ্ছেদে বলা আছে, 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের ওপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।' অর্থাৎ স্থানীয় সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের সমান্তরাল একটি স্বায়ত্তশাসিত সরকার।

ফলে জেলায় নির্বাচিত জেলা পরিষদ, উপজেলায় নির্বাচিত উপজেলা পরিষদ এবং ইউনিয়নে নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদ

তারা শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান ও উন্নয়ন কার্যক্রমে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। স্থানীয় প্রশাসন ও অন্য কোনো জনপ্রতিনিধির খবরদারিমুক্ত স্বাধীন স্থানীয় সরকার নিশ্চিত করা হইবে। মৃত্যুজনিত কারণ কিংবা আদালতের আদেশে পদ শূন্য না হইলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সরকারি প্রশাসক নিয়োগ করা হবে না। আদালত কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্বাহী আদেশবলে সাসপেন্ড/বরখাস্ত/অপসারণ করা হবে না।'

একই সঙ্গে ক্ষমতাসীন দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে স্থানীয় সরকারকে উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করার অঙ্গীকার করে।

সরকারের সিদ্ধান্তটি একটি 'কালারেবল' বা রঙিন পদক্ষেপও। যেটি প্রত্যক্ষভাবে করা যায় না তা পরোক্ষভাবে করলে সেটি 'কালারেবিলিটি' সমস্যায় ভোগে। বিদ্যমান আইনে সংসদ সদস্যদের উপজেলা পরিষদের উপদেষ্টা করা হয়েছে। পাশাপাশি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের প্রধান নির্বাহী হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। সংসদ সদস্যদের উপদেষ্টার পদ প্রদান কালারেবিলিটি সমস্যার সৃষ্টি করেছে। তাঁদের উপজেলা পরিষদে অফিসের ব্যবস্থা করা এ সমস্যাকে আরও ভয়াবহ রূপ দেবে।

বিদ্যমান ব্যবস্থায় উপজেলা চেয়ারম্যানদের সঙ্গে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

বাংলাদেশে টিটিপি জঙ্গির উদয় হলো কোথা থেকে

মাহমুদুর রহমান

কদিন ধরে টিটিপি নামধারী জঙ্গিদের গল্প বাংলাদেশের বিভিন্ন মিডিয়ায় শোনা যাচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর অতিগোপনীয় এক চিঠি ফাঁস হয়ে যাওয়ার ফলেই বাংলাদেশে টিটিপির হঠাৎ উপস্থিতি এভাবে প্রকাশ পেয়ে গেছে। এর আগে গত বছর সেপ্টেম্বরে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া অঞ্চলে টিটিপির হয়ে লড়াই করতে গিয়ে সে দেশের নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে বাংলাদেশি নাগরিক নিহত হওয়ার কথা মিডিয়ায় এসেছিল।

নিহতদের মধ্যে মাদারীপুরের ফয়সাল, গোপালগঞ্জের রতন ঢালি এবং সাভারের জুবায়েরের পরিচয় জানা গিয়েছিল। তাছাড়া মালয়েশিয়ায় কাজ করতে গিয়েও কয়েকজন বাংলাদেশি তরুণের টিটিপি জঙ্গিগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের খবর সংবাদপত্রে পড়েছিলাম। এসব অভিযোগের সবগুলোর সত্যতা অবশ্য প্রমাণিত হয়নি।

এদের সবাই নাকি উগ্র অনলাইন প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে পাকিস্তানি সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়েছিল। সম্প্রতি পুলিশের নথি ফাঁসের মাধ্যমে দেশের মধ্যে টিটিপির উত্থানের যে খবর মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়েছে তা সত্যি হলে অনেক বেশি বিপদের কথা। বলা হচ্ছে, টিটিপি নাকি বিমান বাহিনীতে পর্যন্ত অনুপ্রবেশ করে ফেলেছে। এ তো ভয়ংকর সংবাদ! এসব খবর বিশ্বাস করব কি না বুঝতে পারছি না।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, শেখ হাসিনা তার শাসনকালে কোনো বড় ধরনের রাজনৈতিক কিংবা অর্থনৈতিক ঝামেলায় পড়লেই দেশের জনগণ ও আন্তর্জাতিক মহলকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে আজ্ঞাবহ আওয়ামী পুলিশ নানান কিসিমের জঙ্গি নাটক নিয়ে হাজির হতো। ফ্যাসিস্ট শাসনের ন্যায্যতা উৎপাদনের জন্য সে সময় গ্রামের দরিদ্র মানুষজন ধরে এনে ইসলামি জঙ্গি আখ্যা দিয়ে তাদের চাঞ্চল্যকর 'জাহাজবাড়ি' অপারেশনের মতো এনকাউন্টারে হত্যা করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান ক্ষমতাসীন নির্বাচিত সরকারের তো সাবেক আমলের মতো জঙ্গিবাদের প্রোপাগান্ডার কোনো প্রয়োজন দেখি না। সুতরাং, এই আমলের গোয়েন্দা তথ্য আমাদের যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। তবে প্রশ্ন হলো, জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ের নথি ফাঁস কীভাবে ও কাদের দ্বারা হলো, তারও একটি বিশদ তদন্ত হওয়া আবশ্যক। কোনো দেশি বা বিদেশি সংস্থা বাংলাদেশের ভাবমূর্তির ক্ষতি করার জন্য এ-জাতীয় খবর ছড়াচ্ছে কি না, সেটাও জানা দরকার।

> **দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতি নাটকীয়ভাবে পাল্টে গিয়ে 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু' নীতি অনুযায়ী, ভারতের হিন্দু কট্টরপন্থি সরকার আফগানিস্তানের কট্টর ইসলামপন্থি তালেবানদের মিত্রে পরিণত হয়েছে। কট্টর হিন্দু এবং কট্টর ইসলামপন্থিরা তাদের উভয়ের শত্রু পাকিস্তানকে যৌথভাবে মোকাবিলা করার লক্ষ্যেই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের এই নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে।**

এবার পাঠকদের টিটিপি সম্পর্কে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য দিচ্ছি। উগ্রবাদী পশতুন নেতা বাইতুল্লাহ মেহসুদ ২০০৭ সালে তেহরিক-এ-তালিবান পাকিস্তান নামে জঙ্গিগোষ্ঠীটি প্রতিষ্ঠা করেন। দলের প্রতিষ্ঠা থেকেই টিটিপি আফগান জঙ্গিদের সঙ্গে মিলে পাকিস্তানে শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠার জন্য সুইসাইড হামলাসহ ভয়াবহ সব সন্ত্রাসী অপারেশন অব্যাহত রেখেছে। তারা নিজেদের দেওবন্দি তরিকার অনুসারী বলে দাবি করে থাকে। ২০১২ সালে মালালা ইউসুফজাইয়ের ওপর হামলা এবং ২০১৪ সালে পেশোয়ারের স্কুলে হামলা চালিয়ে ৮ থেকে ১৮ বছরের ১৩২ ছাত্রছাত্রীকে নির্মমভাবে হত্যার জন্য টিটিপিকেই দায়ী করা হয়। এ ছাড়া পাকিস্তানে অসংখ্য সন্ত্রাসী ঘটনার দায় টিটিপি বিভিন্ন সময় স্বীকার করেছে।

২০২১ সালে আফগানিস্তানে তালেবানরা ক্ষমতায় আসার পর থেকে পাকিস্তানে টিটিপির জঙ্গি তৎপরতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জঙ্গিদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে কেন্দ্র করেই সাম্প্রতিক সময়ে পাকিস্তানের সঙ্গে আফগানিস্তানের যুদ্ধ বেধেছে। আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে টিটিপির প্রধান ঘাঁটি অবস্থিত। জঙ্গি সংগঠনটির বর্তমান নেতার নাম নুর ওয়ালি মাসুদ। এর আগের তিন শীর্ষ নেতা বাইতুল্লাহ মেহসুদ, হাকিমুল্লাহ মেহসুদ এবং মোল্লাহ ফাজলুল্লাহ যথাক্রমে ২০০৯, ২০১৩ এবং ২০১৮ সালে মার্কিন মি-সাইল হামলায় নিহত হয়েছিলেন। আফগান তালেবানদের সঙ্গে পাকিস্তানের একসময় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও সাম্প্রতিক সময়ে আঞ্চলিক ভূরাজনীতিতে চমকপ্রদ পরিবর্তন ঘটেছে। এখন পাকিস্তানের জায়গায় ভারত তালেবান সরকারের মিত্রের স্থান দখল করে নিয়েছে। ঘটনার নাটকীয়তা বোঝানোর জন্য খানিকটা পুরোনো ইতিহাস বর্ণনা করা দরকার।

১৯৭৯ সালে তৎকালীন সোভিয়েত বাহিনী কাবুল দখল করে নিলে পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় আফগানরা 'মুজাহিদিন' বাহিনী গঠন করে এবং দখলদার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে এক দশকব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ১৯৮৯ সালে সোভিয়েত সেনাবাহিনী বিপুল ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে আফগানিস্তান ত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং পরবর্তী দুই বছরের মধ্যে পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নেরই পতন ঘটে যায়।

অপরদিকে দখলদার বাহিনীমুক্ত কাবুলে ক্ষমতার লড়াই শুরু হলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ১৯৯৬ সালে তালেবান নেতা মোল্লাহ ওমর ক্ষমতাসীন হন। ২০০১ সালে মার্কিন নেতৃত্বাধীন ন্যাটো বাহিনী আফগানিস্তান দখলের পর হামিদ কারজাইকে আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত করে। ২০২১ সালে মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তান ছেড়ে চলে গেলে দুই দশক পর তালেবানরা ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করতে সক্ষম হয়। দখলদার সোভিয়েত বাহিনী ১৯৮৯ সালে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কাবুল ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত, এই দীর্ঘ ৩২ বছর ভারত আফগানিস্তানে তালেবানবিরোধী 'নর্দার্ন অ্যালায়েন্স'কে সর্বাত্মক সমর্থন দিয়েছে। হামিদ কারজাই এবং পরবর্তী আফগান প্রেসিডেন্ট আশরাফ গনির সঙ্গে ভারত সুসম্পর্ক বজায় রেখেছিল। অপরদিকে দিল্লি নর্দার্ন অ্যালায়েন্সের প্রতিপক্ষ তালেবানকে সবসময় সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে গণ্য করেছে। এখন পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন।

দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতি নাটকীয়ভাবে পাল্টে গিয়ে 'শত্রুর শত্রু আমার বন্ধু' নীতি অনুযায়ী, ভারতের হিন্দু কট্টরপন্থি সরকার আফগানিস্তানের কট্টর ইসলামপন্থি তালেবানদের মিত্রে পরিণত হয়েছে। কট্টর হিন্দু এবং কট্টর ইসলামপন্থিরা তাদের উভয়ের শত্রু পাকিস্তানকে যৌথভাবে মোকাবিলা করার লক্ষ্যেই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের এই নাটকীয় পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এই পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে পাকিস্তানে টিটিপির সন্ত্রাসী কার্যকলাপের উদ্বেগজনক বৃদ্ধির পেছনে সংগত কারণেই ইসলামাবাদ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর কানেকশনের অভিযোগ জোরেশোরে উত্থাপন করেছে।

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া এবং বেলুচিস্তান প্রদেশে যথাক্রমে টিটিপি এবং বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মি যে সন্ত্রাসী আন্দোলন চালাচ্ছে, তার পেছনে আফ-গানিস্তান এবং ভারতের সক্রিয় সমর্থন প্রদানের প্রবল সম্ভাবনার কথা অধিকাংশ রাজনৈতিক বিশ্লেষক তাদের লেখা ও বক্তব্যে উল্লেখ করছেন। পাকিস্তান এবং আফ-গানিস্তানের মধ্যে ২৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত থাকায় পাকিস্তানের সন্ত্রাসীদের খুব সহজেই সীমান্তের ওপার থেকে সব ধরনের সরবরাহ প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া পাকিস্তানে যেকোনো সন্ত্রাসবাদী অপারেশন শেষ করে অপরাধীরা সীমান্তের ওপারে নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে। এসব ক্ষেত্রেও ভারতীয় এবং আফগান গোয়েন্দাদের ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সীমান্ত অঞ্চলে 'র'-এর এজেন্টদের ঘাঁটি গাড়ার অভিযোগ ইসলামাবাদ প্রায়ই উত্থাপন করে থাকে।

পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশের দিকে নজর ফেরানো যাক। পাকিস্তানি তালেবান নামে পরিচিত টিটিপির সঙ্গে বাংলাদেশের টিটিপির সম্পর্কের বিষয়টি এখনো ঠিকমতো পরিষ্কার *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় বাংলাদেশী ডাক্তার অফিস

Multi Medical Care,PC

আমাদের সেবাসমূহ
* শারীরিক চেকআপ
* ডায়বেটিস
* হাই ব্লাড প্রেশার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথ্রাইটিস
* ইকেজি
* ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি টেস্ট
* ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* Pap Smear পরীক্ষা
* WIC ফর্ম
* স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
* ড্রাগ টেস্ট * ভ্যাক্সিন প্রদান
* হজ্ব ও ওমরাহ টিকা

ডা. ফেরদৌসী হাসান, এম. ডি.
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বোর্ড সার্টিফাইড
আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
Ferdausi Hassan,MD
মাল্টি মেডিকেল কেয়ার, পিসি

আমরা সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি
All Insurances Accepted but call to confirm

আমরা প্লেন মেডিকেড গ্রহণ করি।
আমরা হোম কেয়ার গ্রহীতাদের সহযোগিতা করছি।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন

Jackson Heights Office
37-31 76th Street
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718 779 8963 Cell: 718 801 2704
Fax:718 779 8970
সোমবার ও বৃহস্পতিবার-সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : বিকাল ৩টা-সন্ধ্যা-৬টা

Jamaica New Office
170 56 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
Ph: 718 523 0023
Fax: 718 779 8970
মঙ্গলবার ও বুধবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৫টা
শনিবার : সকাল ৯ টা থেকে বিকাল ৩টা

জ্যামাইকায় নতুন অফিস

জনগণ হারবে সেটাই নিয়ম

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত ক্ষুদ্র আমাদের এই দেশ। এখানে আমরা দীর্ঘকাল ধরে লড়াই করেছি স্বাধীনতা এবং মুক্তির জন্য। পরিণামে যা পেয়েছি সেটা পুঁজিবাদীদের ব্যবস্থাই। আমাদের জন্যও উন্নত মানে ওই ব্যবস্থার ভিতরে বন্দি অবস্থায় উন্নত হওয়া। আমাদের দেশে নির্বাচন হয়; কিন্তু তাতে জেতে কারা? হারই বা কাদের? প্রতিটি নির্বাচনেই কারা যে হারবে সেটা পূর্বনির্দিষ্ট থাকে। জানা থাকে যে যারাই জিতুক হারবে জনসাধারণ। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সেটাই নিয়ম। আমেরিকায় যা ঘটে বাংলাদেশেও সেটাই ঘটে থাক। জয়ী হয় টাকাওয়ালারা। তাদের নাম ভিন্ন, কিন্তু পরিচয় অভিন্ন। তারা বিত্তবান ও সুবিধাভোগী। আমাদের দেশটা গরিব হলেও দেশের শাসনকর্তারা গরিব নন; তাঁরা গরিব দেশের ধনী বুর্জোয়া। পরপর তিনটি নির্বাচনে নানা রকম কারসাজির আশ্রয় নিয়ে বুর্জোয়াদের যে দলটি ধারাবাহিকভাবে বিজয়ী হয়েছিল তারা ধাপে ধাপে নিজেদের সুবিধার বৃদ্ধিকরণ এবং বঞ্চিত মানুষের বঞ্চনাকে দুঃসহ করে তোলার কাজে হৃদয়হীনভাবে তৎপর ছিল।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শাসক শ্রেণির যে অংশের শাসনের পতন ঘটেছে; সে অভ্যুত্থানের সূত্রপাত ঘটিয়েছে ছাত্ররা। যাদের দাবি ছিল সরকারি চাকরিতে নিয়োগের ব্যাপারে যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হচ্ছিল, তার অবসান ঘটানোর। ফ্যাসিবাদী সরকার কোনো আন্দোলনই সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। ছাত্রদের আন্দোলন যখন প্রবল হয়ে উঠল, তখন তাকে দমনে সরকার যে ধরনের নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নেয়, তাতে আন্দোলন আরও ব্যাপক আকার ধারণ করে। বঞ্চিত মানুষের বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত ছিল, সেটি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়। সংস্কৃতিকর্মীরাও যোগ দেন। দ্রোহযাত্রায় অসংখ্য মানুষ অংশ নেয়।

ফলে আমাদের ইতিহাসে যেটা কখনো ঘটেনি, সেটাই ঘটে গেছে, প্রধানমন্ত্রী দেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছেন। তাঁর সাঙ্গপাঙ্গ ও চ্যালাচামুণ্ডাদের অনেকেই প্রথমে গা-ঢাকা দিয়ে পরে সীমান্ত পার হয়ে বিভিন্ন দেশে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। নিয়ম এটাই যে, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর নির্যাতন ও হুমকিধমকির মুখে সমাজবিপ্লবীরা হয় আত্মগোপন করবেন, নয়তো কারাবন্দি হবেন। এবার দেখা গেল উল্টো ঘটনা। রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্ব নিজ হাতে তুলে নেওয়া প্রধানমন্ত্রীই পলায়ন করেছেন, জনতার ভয়ে। তবে তাতে বিদ্যমান রাষ্ট্রব্যবস্থার যে পরিবর্তন অত্যাবশ্যকীয় ছিল, সেটা যে ঘটেছে তা নয়।

১৬-১৭ বছর ধরে আওয়ামী লীগ সরকারের স্বৈরাচারী তৎপরতা কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল তার একটা আভাস পাওয়া যায় রাষ্ট্রীয় বাহিনীর হাতে গুম ও খুন হওয়ার ঘটনাগুলো থেকে। যাঁরা খুন হয়েছেন, তাঁদের খবর তো পাওয়াই যায়নি, গুম হওয়ার পরে প্রাণ হাতে নিয়ে যাঁরা ফিরে এসেছেন, তাঁদের মনেও পুনরায় অপহৃত হওয়ার ভীতি এমন প্রবল করে দেওয়া হয়েছিল যে তাঁদের কেউই মুখ খোলার সাহস পাননি। কেউ কেউ তো প্রকাশ্যে আসাকেও নিরাপদবোধ করেননি। অভিযোগ উঠেছে যে নির্যাতনের ঘটনাগুলো যারা ঘটাত তারা ছিল প্রধানমন্ত্রীর খাস নিয়ন্ত্রণে। সরকার-পরিবর্তনটা নির্বাচনের মাধ্যমে বিনা রক্তপাতেই ঘটতে পারত, কিন্তু শেখ হাসিনা সেটা হতে দেননি। প্রাণহানি ঘটেছে অকল্পনীয় মাত্রায়। শিশু ও নারীরাও বাদ পড়েনি। এমনও বলাবলি হচ্ছে যে ডোনাল্ড ট্রাম্প হত্যা করেছেন ভিন দেশের মানুষকে, আর শেখ হাসিনার লক্ষ্যবস্তু ছিল তাঁর নিজের দেশের মানুষ। ভোট দিয়ে যাঁরা তাঁকে শাসনক্ষমতায় বসিয়েছেন বলে বরাবর ছিল তাঁর দাবি। এর বাইরে, নিষ্ঠুরতার বেলাতে, ট্রাম্পে-হাসিনাতে পার্থক্য করা সহজসাধ্য নয়।

চব্বিশের জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থানটি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। প্রত্যক্ষে সুসংগঠিত কোনো নেতৃত্ব ছিল না। প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করার পরে অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস একজন ছাত্রনেতাকে যে 'মাস্টার মাইন্ড' বলে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন-সেটি হয়তো ভ্রমবশতই ঘটেছে। কেননা অভ্যুত্থানের পেছনে অমন কোনো 'মাইন্ড' যে কাজ করেনি সেটা জ্ঞাত সত্য। মাস্টার মাইন্ড তো স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনে প্রয়োজন হয় না, দরকার পড়ে ষড়যন্ত্রে। জুলাই-আগস্টের অভ্যুত্থান কোনো ষড়যন্ত্রের ফসল কি? প্রত্যক্ষে ছিল স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের পরিণতি। তবে যাঁরা নেতৃত্বে ছিলেন, তাঁদের তিনজন অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রীর পদমর্যাদায় উপদেষ্টা হওয়া এবং অন্যদের হাতেও অপ্রত্যাশিত পরিমাণ ক্ষমতা চলে আসায়, নেতৃত্বদানকারীদের ভিতর রাজনৈতিক দল গঠন করে প্রাপ্ত ক্ষমতা দীর্ঘস্থায়ী করার ইচ্ছাটা যে জেগে উঠবে-এটা ছিল খুবই স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত নেতাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার বিষয়টাও হয়তো বিবেচনায় চলে এসেছিল; নিরাপত্তার জন্য রাজনৈতিক দল গঠনটাই কৌশলগত উত্তম পন্থা বৈকি।

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) নামে রাজনৈতিক দল গঠন করার সময় নেতাদের মধ্যে উচ্চমাত্রায় আত্মবিশ্বাস দেখা দিয়েছিল। নইলে একনিঃশ্বাসে এমন ঘোষণা তাঁরা জারি করেন কী করে যে তাঁদের পার্টি তিন শ আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। পরে বাস্তব অবস্থা তাঁদের সংযত করেছে এবং শিখিয়েছে যে আলাদাভাবে না দাঁড়িয়ে বড় দুই দলের একটির সঙ্গে আসন সমঝোতায় আসাটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। তখন তাঁরা সে উদ্যোগই নিয়েছেন। বড় দল তো দুটি-বিএনপি এবং তার বিপরীতে জামায়াতে ইসলামী। ছাত্রনেতারা উভয় দলের সঙ্গেই দরকষাকষি করেছেন। বিএনপি প্রকাশ্যে আন্দোলন করা, জুলুম নির্যাতন, কারাভোগ, গুম, খুন সহ্য করা পুরোনো দল। নির্বাচন হলে তারাই সরকার গঠন করবে, এমন আত্মবিশ্বাস বিএনপির ছিল।

তদুপরি ইতোমধ্যেই তাদের সঙ্গে একসময়ের বামপন্থি কয়েকটি দল জোটবদ্ধ হয়, যাদের অল্প হলেও কিছু আসন ছেড়ে দিতে হবে। সে ক্ষেত্রে নবগঠিত একটি দলের জন্য প্রশস্ত অবস্থানের ব্যবস্থা করা তাদের পক্ষে মোটেই সম্ভব ছিল না। ছাত্রনেতাদের সদ্য গঠিত দল তখন জামায়াতের দ্বারস্থ *(বাকি অংশ ২০ পাতায়)*

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে রেমিট্যান্সের গুরুত্ব নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী করা থেকে শুরু করে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল রাখা-সব ক্ষেত্রেই প্রবাসী আয়ের ভূমিকা অপরিসীম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সরকার অভিবাসন বাড়ানো এবং রেমিট্যান্স প্রবাহ আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে কার্যকর নীতিনির্ধারণের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায়-গন্তব্য দেশের নীতি ও কাঠামো কীভাবে অভিবাসীদের আয় ও রেমিট্যান্স আচরণকে প্রভাবিত করে।

আমার গবেষণা ''Impact of the destination state on migrants' remittances" এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে। এখানে আমি দেখিয়েছি, রেমিট্যান্স কেবল অভিবাসীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত বা পারিবারিক দায়বদ্ধতার ফল নয়; বরং গন্তব্য দেশের আইন, শ্রমবাজার ও অভিবাসন নীতির মাধ্যমে এটি কাঠামোগতভাবে গঠিত হয়। এ উপলব্ধি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে বোঝা যায় কোন দেশে, কী ধরনের কাজের জন্য, কীভাবে মানুষ পাঠানো হচ্ছে। এসব সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত রেমিট্যান্সের পরিমাণ নির্ধারণ করে।

অভিবাসন কৌশলের পুনর্বিবেচনা : প্রথমত, আমাদের অভিবাসন কৌশল নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে হবে। এতদিন আমরা মূলত কতজন মানুষ বিদেশে যাচ্ছে, সেটিকে সাফল্যের মাপকাঠি হিসাবে দেখেছি। কিন্তু আমার গবেষণা দেখায়, সব অভিবাসন সমান নয়। যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে যারা স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পায়, তারা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রেমিট্যান্স কম পাঠায়। কারণ তাদের পরিবারও ধীরে ধীরে সেই দেশে চলে যায় এবং তাদের আর্থিক দায়বদ্ধতা স্থানীয় হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের মতো দেশে অস্থায়ী শ্রমিকরা, যারা পরিবার নিয়ে যেতে পারে না এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হয়, তারা তাদের আয়ের বড় অংশ দেশে পাঠায়। আবার জাপানের মতো দেশে, যেখানে অভিবাসীরা এক ধরনের অনিশ্চিত আইনি অবস্থানে থাকে, সেখানে তারা আরও বেশি ও দ্রুত রেমিট্যান্স পাঠাতে পারে। এ বাস্তবতা আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়-অভিবাসনের ধরন ও গন্তব্য দেশের নীতি অনুযায়ী রেমিট্যান্সের ধরন পরিবর্তিত হয়।

গন্তব্য দেশ নির্বাচনে কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি : এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশকে সম্ভাব্য গন্তব্য দেশ নির্বাচন করতে হবে অত্যন্ত কৌশলগতভাবে। এমন দেশগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যেখানে অভিবাসন মূলত অস্থায়ী, পরিবার নিয়ে যাওয়ার সুযোগ সীমিত এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর দেশে ফিরে আসতে হয়। এ ধরনের নীতিমালা অভিবাসীদের তাদের আয়ের বড় অংশ দেশে পাঠাতে উৎসাহিত করে। জিসিসি দেশগুলো-যেমন সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব ও কাতার এ মডেলের একটি স্পষ্ট উদাহরণ। তবে শুধু এ অঞ্চলের ওপর নির্ভর করে থাকা ঝুঁকিপূর্ণ। তাই পূর্ব এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপের কিছু উদীয়মান শ্রমবাজারেও আমাদের নজর দিতে হবে, যেখানে একই ধরনের অস্থায়ী শ্রম অভিবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। একইসঙ্গে এমন দেশ খুঁজে বের করতে হবে, যেখানে আয়ের সুযোগ বেশি; কিন্তু অবস্থান সীমিত। জাপানের ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায়, অভিবাসীরা স্বল্প সময়ে উচ্চ আয় করতে পারে এবং সেই আয়ের বড় অংশ দেশে পাঠায়। তাই শুধু শ্রমের চাহিদা নয়, বরং মজুরি কাঠামো, আইনি সীমাবদ্ধতা এবং অবস্থানের সময়সীমা-এ তিনটি বিষয় একসঙ্গে বিবেচনা করে গন্তব্য দেশ নির্বাচন করতে হবে। এজন্য বাংলাদেশ সরকারের একটি প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন কাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন, যেখানে প্রতিটি দেশের অভিবাসন নীতি, শ্রমবাজারের সুযোগ এবং আইন প্রয়োগের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করা হবে।

উপযুক্ত কাজ নির্বাচন ও শ্রমবাজার কৌশল : গন্তব্য দেশ নির্বাচনের পাশাপাশি কোন ধরনের কাজের জন্য শ্রমিক পাঠানো হচ্ছে, সেটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার গবেষণায় দেখা গেছে, নিম্ন দক্ষতার শ্রমিকরা, বিশেষ করে যারা কঠিন ও অনিরাপদ পরিবেশে কাজ করে, তারা প্রায়ই তাদের আয়ের বড় অংশ দেশে পাঠায়, কারণ তাদের খরচ কম এবং পরিবারের ওপর নির্ভরতা বেশি। তবে এর অর্থ এই নয় যে, আমাদের শুধু নিম্ন দক্ষতার শ্রমিক পাঠানো উচিত। বরং এ খাতে বিদ্যমান সমস্যাগুলো-যেমন কম *(বাকি অংশ ২১ পাতায়)*

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পিছনে
RiteCare
RiteCare Medical Office P.C.

Mohd Hossain, MD (Imran)
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ও বয়স্ক মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Board Certified
Attending Physician LIJMC (Long Island Jewish Medical Center)
Tahmina Ahmed, NP
Sunita K. Bhagat, NP
Deepa Shrestha, NP
Mohammad Rahman, FNP
• যাদের হেলথ ইন্স্যুরেন্স নাই তাদেরকে বিনামূল্যে ফ্লু ভেকসিন দেয়া হয়
• হজ্ব ভেকসিন দেওয়া হয়
We are Open 6 Days a week
Mon : 9 AM to 5 PM, Tue: 9 AM to 5 PM, Wed : 9 AM to 7 PM
Thursday: 9 AM to 5 PM, Fri: 9 AM to 7 PM, Sat: 9 AM to 6 PM
TELEMEDICINE available for all patients
Tel: 347-390-0612
Fax : 718-480-6652
E-mail: drhossain2014@gmail.com, Web : ritecaremedicalofficepc.com
Hillside Office: 87-04 168th Pl, Jamaica, NY 11432
Jamaica Office: 176-02 Jamaica Ave. Jamaica, NY 11432
Hollis Office: 196-22 Hillside Ave., Hollis, NY 11423

বাংলাদেশের গ্রামে রাস্তা-ঘাট, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসা, মসজিদ, হাটবাজার এসবের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। প্রাচুর্য ও লক্ষণীয়ভাবে স্ফীত হচ্ছে দিনদিন। দালানকোঠা নেই এমন গ্রাম বিরল। মূলত দু'টো কারণে এমন দৃষ্টিনন্দন অবস্থা। জমি কেনাবেচার সাথে জড়িত ফড়িয়া, দালাল গোষ্ঠী (এরা এখন নাকি সিন্ডিকেট গড়ে তোলে এ কাজ করে), এবং বিদেশে কাজ করছে এমন সদস্য-সদস্যাদের পরিবার। এ ব্যবস্থার অভ্যন্তরে কলহ-বিবাদ, মারামারি, মামলা-মোকদ্দমা, সংসারে অশান্তি, এমনকি ভাঙন এসবও চলছে। বিভিন্ন ধরনের অপকর্ম, আসক্তি, অনৈতিক, অন্যায় কাজ ঘটছে প্রতিনিয়ত। বিদেশে যারা অমানুষিক পরিশ্রম করে রোজগার করে তারা অনেক ক্ষেত্রেই সুখ ভোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। শিক্ষার মান এবং হার এমন পরিবারে পরিস্থিতির কারণে নিম্নগামী। যাদের বুদ্ধি-বিবেচনা শিক্ষার কারণে, পারিবারিক ঐতিহ্যে তুলনামূলকভাবে পরিস্ফুট তারা আশেপাশের শহরে চলে যান ছেলেমেয়েদের কলুষিত গ্রামীণ বাস্তব অবস্থা থেকে দূরে রেখে শিক্ষার সুযোগ দিতে। সবসময় সফল নাহলেও ফলাফল প্রায়ই আশাব্যঞ্জক।

গ্রাম এখন আর শান্তির নীড় নেই। পরিবেশ দিনদিন অস্থিতিশীল, অস্বস্তিকর হয়ে যাচ্ছে। দালানকোঠা, মসজিদ-মাদ্রাসার পাশেই উন্মুক্ত নালা, কাঁচা নর্দমা। এগুলো পরিষ্কার রাখতে যে মানসিকতা, শিক্ষা, উপলব্ধি তা তেমন দেখা যায় না। সময়ে অসময়ে বাজারে আড্ডা, জুয়ার আসর, নেশাবস্তু সেবন চোখে পড়ে। গ্রামের জনগোষ্ঠীর মধ্যে শান্তি, সংহতি, সম্প্রীতি রক্ষার যে অলিখিত বিধান তা নির্মূল না হলে অনেকাংশেই অনুপস্থিত। গ্রামে যে একটি অনানুষ্ঠানিক সামাজিক সালিশ কাঠামো তা যেন এখন আর তেমনভাবে নেই। এ কারণে সব দায়-দায়িত্ব পড়ে আনুষ্ঠানিক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার উপর। এমন পরিস্থিতিতে এ প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর চাপ পড়ে অনেক বেশি। মধ্যস্থতা, নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। সর্বোপরি, স্বাবলম্বী হওয়ার যে প্রক্রিয়া, অনুশীলন তা ব্যাহত হয়। পরনির্ভরশীল হওয়াটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক নয়। 'দশে মিলে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ' এই যে শাশ্বত সার্বজনীন প্রবাদ তা বিতাড়ন সুখকর হয় না।

অথচ, গ্রামে সুযোগ-সুবিধা এখন অনেক বেশি। স্কুল, পর্যাপ্ত সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা, পরিদর্শন, খেলার ব্যবস্থা, স্কুলে টিফিন সরবরাহ সবই বৃদ্ধি পেয়েছে। যা পর্যাপ্তভাবে হচ্ছে না তা হলো সুনৈতিকতা, সৃজনশীলতা আর দেশপ্রেম সৃষ্টি ও এসব মূল্যবোধের লালন-পালন। গ্রামের যুবসমাজকে গ্রামপ্রীতিবোধে উদ্বুদ্ধ করে কাজে লাগানোর সুপরিকল্পিত উদ্যোগ এখন সময়ের প্রয়োজন। বিপথগামী যুবসমাজ যেমন গ্রাম, পরিবার, সম্প্রদায়, সমাজ, দেশ এবং জাতিকে উচ্ছন্নে নিয়ে যেতে পারে তেমনি উপযুক্ত মূল্যবোধে বলীয়ান যুবসমাজ সুখকর পরিবার, কল্যাণময় গ্রাম এবং এ পরম্পরায় সমাজ ও দেশ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা ও অবদান রাখতে পারে।

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)
OBSTETRICS & GYNECLOGICAL
ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী
Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obstetrics & Gynecology) Board Certified
Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital
Dr. Maria Chattha, MD. FACOG.
Board Certified Obstetrics & Gynecology
Board Certified Obesity Medicine.
New Office
87-44 168th Place (1St Fl.), Jamica, NY 11432
91-12, 175th St,. Suite-1B, Jamaica, NY 11432
Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশী ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
নতুন লোকেশনে
মেডিকেল অফিস
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica, NY 11432
Fax : 718-297-3232
PHONE
৭১৮-২৯৭-৩২২০
৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220
718-297-3226

ডাঃ নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়ঃ সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী
বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

ডাঃ মোঃ ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়ঃ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা; শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম. ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

ডা: মোহাম্মদ ইসলাম এম. ডি
স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ (Neurologist)

WE OFFER QUALITY HEALTH CARE
আমাদের সেবা সমূহঃ
• শারীরিক চেক আপ
• টি. এল. সি টেস্ট
• ডায়াবেটিস
• উচ্চ রক্তচাপ
• হাই কোলেস্টেরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications.
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি
All kinds of medical managenents.
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সব ধরণের শারীরিক চেক আপ, রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট, যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সব ধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা আর কতকাল মিসকিন থাকব?

মহিউদ্দিন আহমদ

এলডিসি বলতে আমরা একসময় বুঝতাম লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক। আমাদের অফিস-আদালতে তাদের পরিচয় ছিল 'নিম্নমান সহকারী' নামে। আমরা জানি, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) হিসেবে পরিচিত। বলা যেতে পারে 'কুখ্যাত'। এই স্তরের দেশগুলো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সবার নিচে। আমরা নিজেদের বাংলা ভাষায় 'অনুন্নত' বলতে চাই না। আদর করে বলি 'স্বল্পোন্নত'। স্বল্পোন্নত বলার মধ্যে একধরনের শ্লাঘাবোধ আছে। মানে, আমরাও উন্নত, তবে একটু কম।দেশগুলোকে তিন স্তরে ভাগ করা হয়ড় স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল ও উন্নত। উন্নয়নশীল দেশগুলোকে অনেক সময় মধ্য আয়ের দেশও বলা হয়। আসলে এলডিসির নিচে আর কোনো স্তর নেই। জাতিসংঘের দেওয়া সংজ্ঞা অনুযায়ী, এগুলো এমন দেশ, যা আর্থসামাজিক ও মানব উন্নয়ন সূচকে সবার নিচে অবস্থান করে। এক অর্থে এসব দেশকে দরিদ্রতম বলা যেতে পারে।

গরিবের আবার মানমর্যাদাবোধ টনটনে। হাবভাব, কথাবার্তা, চালচলনে সে বোঝানোর চেষ্টা করে, সে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক। আমাদের শীর্ষ নেতারা এবং তাঁদের পারিষদ প্রায়ই দাবি করেন, আমাদের নেতা বিশ্বনেতা। কিছুদিন আগে দুটি বই নজরে এসেছিল। একটির নাম বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু। আরেকটির নাম দেশরত্ন থেকে বিশ্বরত্ন। আদিখ্যেতা দেখাতে আমরা যে বিশ্বসেরা, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ এবং অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত ভঙ্গুরতাড়এ তিন সূচকের ভিত্তিতে এলডিসি নির্ধারণ করা হয়। জাতিসংঘের একটি সংস্থা এটি নির্ধারণ ও পর্যালোচনা করে। সংস্থাটির নাম 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ' (ইকোসোক)। এই সংস্থার অধীন আছে একটি 'উন্নয়ন নীতিমালাবিষয়ক কমিটি' (কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি, সংক্ষেপে সিডিপি)। এটি প্রতি তিন বছর পরপর এলডিসিভুক্ত দেশগুলোকে ওপরে উল্লেখিত তিনটি সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে। একটি এলডিসি সূচক পেরিয়ে গেলে সিডিপির সুপারিশের ভিত্তিতে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ এলডিসি থেকে তার উত্তরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ২০২৬ সালের ২৪ নভেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে এলডিসির তালিকা থেকে বেরিয়ে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পাবে বলে নির্ধারিত রয়েছে।এলডিসি হতে হলে একটি দেশের যেসব দোষ বা গুণ থাকা দরকার, তার একটি হলো জনসম্পদ। নিয়ম হলো, যেসব দেশের জনসংখ্যা ৭৫ মিলিয়ন বা সাড়ে সাত কোটিতে পৌঁছেছে বা ছাড়িয়ে গেছে, তারা এলডিসি হতে পারবে না। এ সূচক অনুযায়ী বাংলাদেশের এলডিসির তালিকায় থাকার কথা নয়। কারণটি যথার্থ।

একটি দেশের প্রধান সম্পদ হচ্ছে তার জনগণ। তামাম দুনিয়ায় এটি স্বীকৃত। কিন্তু আমাদের নেতারা জনগণকে সম্পদ মনে করেন না। তাঁদের কাছে মানুষ হচ্ছে বোঝা। তাই ১৯৭৫ সালে আমাদের সরকার রীতিমতো দরখাস্ত দিয়ে এলডিসির তালিকায় যুক্ত হওয়ার আবেদন জানিয়েছিল। বাংলাদেশ তখন সদ্য স্বাধীন। একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি থেকে দেশ উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে।

এ দেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহানুভূতি প্রবল। জনসংখ্যার সূচকটিকে তখন নমনীয়ভাবে দেখার চেষ্টা হয়েছে। সেই সুযোগে আমরা হয়ে যাই এলডিসি। সত্তরের দশকে আমাদের চেয়েও গরিব দেশ ছিল ভিয়েতনাম। ভিয়েতনাম কিন্তু এলডিসি নয়। দেশের মান-ইজ্জত খুইয়ে কপালে 'আন্তর্জাতিক ভিখিরি'র তকমা লাগানোর ইচ্ছা তাদের ছিল না। এই আত্মমর্যাদাবোধ তাদের অনেক উঁচুতে নিয়ে গেছে, সেটি ফুটবল হোক কিংবা কৃষি বা শিল্প। বাংলাদেশ এখনো পড়ে আছে পেছনে।

আমাদের স্বল্পশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত নেতারা না জেনে না বুঝে অনেকে কিছু বলেন। জানার আগ্রহটুকুও নেই তাঁদের। অথবা তাঁরা ধরে নেন, তাঁরা সবজান্তা। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটি কথা প্রায়ই বলতেন, 'বাংলাদেশ ছিল অনুন্নত। আমার বাবা দেশকে এলডিসিতে উন্নীত করেছিলেন। আমি এটিকে মধ্য আয়ের দেশ বানিয়েছি।' তিনি ভেবেছিলেন, এলডিসি বোধ হয় উন্নয়নের একটি সনদ বা সোপান। এর নিচে যে আর কিছু নেই, এটি তাঁর মাথায় ঢোকেনি।

এলডিসি হওয়ার সুবাদে আমরা অনেক দয়াদাক্ষিণ্য পাই। যেমন আন্তর্জাতিক সংস্থা থেকে 'সফট লোন'। বিশ্বব্যাংক বা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক থেকে আমরা যে ঋণ পাই, তার সার্ভিস চার্জ সর্বোচ্চ ১ শতাংশ। ঋণ শোধ দিতে হয় ৪০ বছরের মধ্যে। প্রথম ১০ বছর রেয়াত পাওয়া যায়, অর্থাৎ ঋণের কোনো কিস্তি শোধ দিতে হয় না। ৪০ বছর পর টাকার মান কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে, তা আমরা আন্দাজ করতে পারি। এক অর্থে বলা যায়, এই ঋণ অনেকটা অনুদানের মতোই।

এ ছাড়া স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য আছে নানান সুবিধা। অনেক শিল্পোন্নত দেশে আমরা সুবিধাজনক শর্তে পণ্য রপ্তানি করতে পারি। শিল্পোন্নত দেশগুলো থেকে যে দ্বিপক্ষীয় সাহায্য আমরা পাই, বিশেষ করে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা আর অস্ট্রেলিয়া থেকে, তার সবটাই অনুদান। বিদেশে পেটেন্ট করা সব ওষুধ আমরা কম দামে পাই। আমাদের কোনো রয়্যালটি দিতে হয় না। আমাদের দেশের অনেকেই চিকিৎসার জন্য ব্যাংকক-সিঙ্গাপুরে যাই। সেখানে ওষুধের দাম বেশি। এর কারণ হলো রয়্যালটি। এলডিসি না হলে আমরা এসব সুবিধা পেতাম না।

জাতিসংঘের সদস্যসংখ্যা ১৯৩, তার মধ্যে এলডিসি ৪৬টি। বেশির ভাগই আফ্রিকায়, ৩৩টি। এশিয়ায় ৯টি, আরব অঞ্চলে আছে শুধু ইয়েমেন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আছে তিনটি। লাতিন আমেরিকায় আছে কেবল হাইতি। এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলে বেশ কয়েকটি দেশের মাথাপিছু আয় এবং জীবনযাত্রার মান আমাদের চেয়ে ভালো হওয়া সত্ত্বেও তারা এখনো এলডিসি। এদের জন্য প্রযোজ্য সূচক হলো 'পরিবেশগত ভঙ্গুরতা'। এরা অনেকেই ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্র, কেউবা 'ল্যান্ডলকড' (অনেকগুলো দেশের মাঝখানে অবস্থিত, যার সঙ্গে সমুদ্রের সংযোগ নেই)।

বাংলাদেশ সব সূচকেই এলডিসির মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এলডিসি থেকে বেরিয়ে গেলে যেসব সুবিধা আর পাওয়া যাবে না, তা নিয়ে চলছে আহাজারি। দেশের জি-ডিপি যতই বাড়ুক, বেশির ভাগ মানুষ তো গরিব। তাদের কী হবে? এ অজুহাত তুলে এলডিসি থেকে উত্তরণের সময়সীমা আরও বাড়ানোর জন্য চলছে আবেদন-নিবেদন আর তদবির। এই কাফেলার সামনের কাতারে আছেন একদল ব্যবসায়ী আর তাঁদের সহযোগী বুদ্ধিজীবী। তাঁরা দেশটাকে গরিবই রেখে দিতে যান। যাঁরা তৈরি পোশাক রপ্তানি করেন, তাঁরা বলছেন, এর ফলে তাঁরা অন্যান্য রপ্তানিকারক দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এঁটে উঠবেন না। আসলে কি তুাই? ভিয়েতনাম পারলে আমরা কেন পারি না?

একবার এলডিসি হলে সেই চক্কর থেকে বেরিয়ে আসা খুব কঠিন। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর প্রধান অনুষঙ্গ হলো স্বৈরাচার ও দুর্নীতি। তারা ঋণ করে ঘি খায়। একটি শ্রেণির হাতে অঢেল সম্পদ। বাকিরা তলানিতে। কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে দেশকে স্বয়ম্ভর করে তোলার চেয়ে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঘোরাফেরা করার মানসিকতা প্রবল। দেশ গোল্লায় যাক, আমি তো বেশ আছিড়এই মন্ত্রে বুঁদ হয়ে আছেন আমাদের নেতারা আর 'বিশিষ্ট' নাগরিকেরা। আমাদের নেতা আর কর্মকর্তাদের শানশওকত দেখলে কে বলবে যে আমরা গরিব? জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে আমরা প্রতিবছর ঘটা করে পাত্র-মিত্র-অমাত্যের বহর নিয়ে নিউইয়র্কে যাই। আমরা লিফট কেনার আগে সেটি দেখতে জার্মানি-ইতালি যাই। নিচ থেকে পাঁচতলায় একটা বালিশ তুলতে মুটে খরচের বিল বানাই ছয় হাজার টাকার। ৫০ হাজার টাকার ল্যাপটপ কিনি ৩ লাখ টাকায়। প্রচণ্ড গরমে দরজা-জানালা বন্ধ করে স্যুট-টাই পরে এসি চালিয়ে আর বাতি জ্বালিয়ে বসে থাকি।

তারপরও আমরা এলডিসি থেকে যেতে চাই। যথেষ্ট সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা প্রচণ্ড রকমের একটা অপচয়ের অর্থনীতি বয়ে বেড়াচ্ছি আর দুনিয়াজুড়ে ভিক্ষুকের মতো হাত পাতছি। সাধে তো লোকে আমাদের 'মিসকিন' বলে না! প্রশ্ন হলো, এলডিসি হিসেবে আমরা তো ৫০ বছর পার করলাম। আর কত? আর কতকাল মিসকিন থাকব? কবে আমরা সাবালক হব?

মহিউদ্দিন আহমদ, লেখক ও গবেষক।

ড. মাহরুফ চৌধুরী

ভাষা-প্রকৌশল ও কালচারাল হেজিমনি

দুনিয়ার তাবৎ ভাষাই নদীর মতো; তার নিজস্ব উৎস, গতিপথ ও মোহনা নিয়ে নানা গ্রহণ, বর্জন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে সময়ের আবর্তনে এগিয়ে চলে সামনের দিকে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনচর্চা, অভিজ্ঞতা, স্মৃতি ও পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্য দিয়েই ভাষা গড়ে ওঠে এবং সমৃদ্ধি লাভ করে। বাস্তবতার আলোকে সামাজিক প্রয়োজনের মুখোমুখি হয়ে তা বাঁক নেয়, প্রয়োজনে বিবর্তিত ও পরিবর্তিত হয়, কখনো স্থিতি খুঁজে পায়। ভাষা কোনো যান্ত্রিক বস্তু নয় যে, গবেষণাগারের নকশা অনুযায়ী তাকে নির্মাণ বা প্রতিস্থাপন করা যাবে। ভাষাবিজ্ঞানের ইতিহাসে সুইস ভাষাতাত্ত্বিক ফার্দিনাঁ দ্য সোস্যুর (১৮৫৭-১৯১৩), যিনি আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম পুরোধা, থেকে শুরু করে আধুনিক সমাজ ভাষাবিদদের (সোসিওলিঙ্গুয়িস্টস) কাজে প্রমাণিত হয়ে যে, ভাষা মূলত সামাজিক চুক্তি ও ব্যবহারের ফল; তার প্রকৃত প্রাণশক্তি মানুষের মুখে মুখে। কিন্তু ইতিহাসের আরেকটি দিকও আছে যেখানে ক্ষমতাকেন্দ্রিক শক্তিগুলো নিজেদের ক্ষমতাকে নিষ্কণ্টক ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য বারবার ভাষার এই স্বাভাবিক বিকাশকে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছে। ভাষাকে বিশেষ প্রকৌশলের মাধ্যমে ঢালাই করে তারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে সাংস্কৃতিক আধিপত্য তথা কালচারাল ও বুদ্ধিবৃত্তিক হেজিমনি, যার লক্ষ্য কেবল যোগাযোগ নয়, নিজেদের অনুকূলে গণমানুষের চেতনার রূপান্তর।

ইতালীয় চিন্তক আন্তোনিও গ্রামসি (১৮৯১-১৯৩৭) তার 'হেজিমনি' ধারণায় দেখিয়েছিলেন, শাসকগোষ্ঠী কেবল রাষ্ট্রযন্ত্রের বল প্রয়োগ বা দমননীতির মাধ্যমে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখে না; বরং আরো গভীর ও স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করে সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধর্ম, গণমাধ্যম এবং সর্বোপরি ভাষার মাধ্যমে। তার বিশ্লেষণে, আধিপত্যের সবচেয়ে কার্যকর রূপ হলো সেই অবস্থা, যখন শাসিতরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে শাসকের দৃষ্টিভঙ্গিকে নিজের বলে গ্রহণ করে যখন ক্ষমতার ভাষাই সাধারণ মানুষের 'সাধারণ বুদ্ধি' (কমনসেন্স) হয়ে ওঠে। এই নীরব মানসিক পরিকাঠামোই হেজিমনির প্রকৃত শক্তি। গ্রামসির ভাষায়, সমাজে একটি 'নৈতিক-বৌদ্ধিক নেতৃত্ব' (মোরাল অ্যান্ড ইন্টেল্যাকচুয়াল লিডারশিপ) প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই শাসক শ্রেণি নিজেদের অবস্থান স্থায়ী করে। এখানে ভাষা হয়ে ওঠে কেন্দ্রীয় উপাদান এবং সামাজিক প্রকৌশলের

> বাংলা বিভাগ গঠনের পর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে যে গদ্যরীতি নির্মিত হতে থাকে, তা বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণে অবশ্যই ভূমিকা রাখে; কিন্তু সেই মান নির্ধারণ ছিল নিরপেক্ষ কোনো ভাষাবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নয়; বরং ক্ষমতার কাঠামোর ভেতর থেকে পরিচালিত একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক বিন্যাস।

(সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং) হাতিয়ার। কারণ শব্দচয়ন, পরিভাষা নির্ধারণ, বয়ানের কাঠামো এসবের মধ্য দিয়েই নির্ধারিত হয় কোন বিষয়কে কীভাবে ব্যাখ্যা করা ও দেখা হবে, কোন প্রশ্নকে গুরুত্বপূর্ণ ধরা হবে, আর কোনোটিকে প্রান্তে সরিয়ে রাখা হবে। ভাষা তাই কেবল বাস্তবতার প্রতিবিম্ব নয়; বরং সামাজিক ও ঐতিহাসিক বাস্তবতার নির্মাতা। উদাহরণস্বরূপ, একটি আন্দোলনকে 'অধিকার দাবি' না বলে 'অরাজকতা' বলা হলে জনমতের প্রতিক্রিয়াই বদলে যায়।

অনুরূপভাবে, একটি প্রতিবাদকে 'দেশদ্রোহ' আখ্যা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে তার নৈতিক অবস্থান পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ শব্দই ধারণা বা ব্যাখ্যার কাঠামো তৈরি করে, আর সেই কাঠামোই তৈরি করে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি। এই নির্মাণ-প্রক্রিয়াকে যখন সচেতনভাবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তখন তা আর স্বাভাবিক ভাষাবিকাশ হিসেবে থাকে না; সেটা হয়ে ওঠে ভাষাপ্রকৌশল। ভাষা-প্রকৌশলের মাধ্যমে তখন শব্দের অভিধানগত অর্থই কেবল বদলায় না; বরং সেটি শব্দের প্রয়োগের সামাজিক অর্থ-বিন্যাসকেও পুনর্গঠন করে। কোন শব্দ গ্রহণযোগ্য, কোনটি সন্দেহজনক, কোনটি নিষিদ্ধ এই সীমারেখা টেনে দিয়ে ক্ষমতা চিন্তার ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত ও নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে সমাজের ভাবনা, ইতিহাসের পাঠ এবং ভবিষ্যতের কল্পনাও সেই নির্ধারিত ভাষিক সীমানার ভেতর বন্দি হয়ে পড়ে। গ্রামসির তত্ত্ব আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, যে সমাজে ভাষা নিয়ন্ত্রণের প্রতিযোগিতা তীব্র হয়, সেখানে আসলে ক্ষমতার লড়াইই চলছে। কারণ ভাষা নিয়ন্ত্রণ মানে চেতনা নিয়ন্ত্রণ; চেতনা নিয়ন্ত্রণ মানে ইতিহাস ও সম্ভাবনার দিকনির্দেশ নিয়ন্ত্রণ। তাই ভাষার স্বাভাবিক প্রবাহে হস্তক্ষেপ কেবল সাংস্কৃতিক ঘটনা নয়; এটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিংবা অভিসন্ধিযুক্ত গভীর রাজনৈতিক প্রকল্প।

ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, বাংলা ভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক ভাষাপ্রকৌশলের প্রথম বড় প্রয়াসের সূত্রপাত ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। ১৮০০ সালে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটি মূলত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের প্রয়োজন মেটাতেই গড়ে ওঠে ভারতীয় ভাষাগুলোয় দক্ষ কর্মচারী তৈরি এবং শাসনকে কার্যকর করা ছিল এর উদ্দেশ্য। বাংলা বিভাগ গঠনের পর সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের তত্ত্বাবধানে যে গদ্যরীতি নির্মিত হতে থাকে, তা বাংলা ভাষার আধুনিকীকরণে অবশ্যই ভূমিকা রাখে; কিন্তু সেই মান নির্ধারণ ছিল নিরপেক্ষ কোনো ভাষাবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নয়; বরং ক্ষমতার কাঠামোর ভেতর থেকে পরিচালিত একটি ব্রাহ্মণ্যবাদী সাংস্কৃতিক বিন্যাস। এই পর্বে যে গদ্যরূপ প্রাধান্য পায়, তা ছিল সংস্কৃতনির্ভর, অলঙ্কারমি-ত এবং কৃত্রিমভাবে উচ্চকিত, যা জনসাধারণের কথ্যভাষার সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কহীন হয়ে গড়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক শাসন ও ব্রাহ্মণ্যবাদী পা-িত্য একত্রে এমন এক ভাষারূপ নির্মাণ করে, যা প্রশাসনিক প্রয়োজন ও নতুনভাবে গড়ে ওঠা 'বাবু কালচারে'র এক বিশেষ সাংস্কৃতিক অভিজাত্যের মানদ- পূরণে সক্ষম হয়েছিল। ভাষাবিজ্ঞানী ও সমাজ-তাত্ত্বিকদের দৃষ্টিতে এটি ছিল ভাষার স্বাভাবিক বিবর্তনের ধারার বাইরে একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রূপায়ণ যেখানে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, অভিজাত শ্রেণি (এলিট ক্লাস) তৈরির প্রক্রিয়ায় সামাজিক শ্রেণিবিন্যাসের চিহ্নে পরিণত হয়।

পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে সাহিত্যিক ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির সক্রিয় অনুসরণে বাংলা ভাষার এই সংস্কৃতায়ন প্রক্রিয়া আরো প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। যাই হোক, এর ফলাফল ছিল দ্বিমুখী। সংস্কৃতপ্রধান গদ্যরীতির প্রচলনের মাধ্যমে একদিকে 'শুদ্ধ' ও 'অশুদ্ধ' ভাষার বিভাজন তৈরি হয়, যা ভাষাকে নৈতিকতার মানদণ্ডে বিচার করার প্রবণতা সৃষ্টি করে; অন্যদিকে গড়ে ওঠে এক নতুন ভাষাগত অভিজাত সমাজ (এলিট সোসাইটি), যারা ভাষার 'অধিকার' নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করার দাবি তোলে। এই প্রক্রিয়ায় বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগোষ্ঠী, যাদের কথ্যভাষা ছিল ফারসি-আরবি-উর্দু প্রভাবিত, সহজ ও প্রাকৃতিক ব্যবহারে বিকশিত, ধীরে ধীরে সাংস্কৃতিক প্রান্তিকতায় (কালচারাল মার্জিনালাইজেশন) ঠেলে দেয়া হয়। ভাষা হয়ে ওঠে শ্রেণি ও সম্প্রদায়ভিত্তিক বিভাজনের সূক্ষ্ম কিন্তু কার্যকর প্রাচীর। এই ভাষাগত বৈষম্য কেবল রুচি বা রীতির প্রশ্ন ছিল না; এটি ছিল সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদার প্রশ্ন। যারা সংস্কৃতঘেঁষা সাধুভাষা *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ভূমধ্যসাগরে মরণযাত্রার লাগাম টানবে কে?

মো. তৌহিদ হোসেন

মেজর জেনারেল হাবিব উল্লাহ লিবিয়ায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। তিনি রাজশাহী ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। প্রাক্তন ছাত্রদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে তিনি প্রায়ই নানান অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন। গত ৩১ মার্চ লিবিয়া থেকে যে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত আনা হয়েছে, তার বিবরণ উঠে এসেছে তাঁর লেখার এক অংশে। টেলিফোনে তাঁর সঙ্গে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছি, লেখাটিতে সামান্যতম অতিকথন নেই। লেখাটির একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি: আসলে, কার কোথায় কষ্ট, কতটা তীব্র, সেই না জানে! রাষ্ট্রদূত বা অন্য কেউ বুঝবেন কেমন করে? জানা গেল, একজন ধাপে ধাপে বিরাশি লাখ টাকা দিয়েছেন দালাল-মাফিয়াদের। একজন পাওয়া গেল তিয়াত্তর লাখ টাকা দেওয়া শেষ। একজন শোনালেন, বাড়িতে গিয়ে হারিয়ে যেতে হবে, ভিটা-মাটি বিক্রি শেষ। চোখের পানি গোপন রাখতে পারলেও আরেকজনের ভারী গলাটা স্তিমিত হয়ে আসে, 'স্যার, বিশ দিন পরে ভাত খাইছি এক দিন; পাঁচজনে মিল্যা এক বাটি। তরকারি ছাড়া। ওই ভাই খাইছে পঁচিশ দিন পরে, এক মুঠ।'

ড়স্যার, ঢিল মাইরা খবজা দেয় একটা, কুত্তারে খাবার দেওনের মতো। আবার মারেও।

ড়স্যার, একটা খেজুর দিয়া ইফতার করছি রোজার মাসে, রাইতে আর খাওয়া নাই।

ড়দুনিয়ার নরকের নাম লিবিয়া।

ড়ইতালি পাট্টির গরমে থাকা যায় না। এই জন্য বুড়া বয়সে একটা ভুল কইরা ফালাইছি 'গেম দিতে' যাইয়া। ১৪ বছর ধইরা আছি লিবিয়া, কী মনে হইলো, গেলাম গিয়া।

ড়এর আগে নাম লেখার সময় জিগাইছিলাম, শবে বরাতের আগে কি দ্যাশে যাইতে পারুম, স্যার? এক স্যারে কইল, শবে বরাত বইল্যা কিছু নাই। এইডা কি ঠিক হইল, আপনিই কন!

ড়আর কোনো কষ্ট নাই মনে। দ্যাশে যাইতে পারতাছি, আইজ ঈদের মতন লাগতাছে।

সব প্রশ্নের উত্তর থাকে না। কিছু উত্তর প্রশ্নের ভেতরেই থাকে, উত্তর না দিলেও চলে। কিছু প্রশ্নের মুখে 'নীরবতা' অনেক বেশি তীব্র ও জোরালো আওয়াজ তোলে। কতজন বিশ লাখের ওপরে টাকা দিয়েছে দালালকে?'ড়এ প্রশ্নে ১১৩ জনের মধ্যে অর্ধশতাধিক লোক হাত তুলেছে। দক্ষিণাঞ্চলের একটি জেলার কথা বলে জানতে চাওয়া হলো, 'কতজন আছেন'।

প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই একজন সলজ্জ হাসিতে বলেন, 'স্যার, হাত তুলতে বইলেন না'। ততক্ষণে জমায়েতের প্রায় দুইতৃতীয়াংশ 'মাদারীপুরবাসী' হিসেবে জানান দিলেন নিজেদের উপস্থিতি।

২. পরদিন ওই ১১৩ জন অভিবাসী ঢাকায় পৌঁছান। তাঁদের বিমানভাড়া থেকে শুরু করে নিজ নিজ গ্রামে ফেরার পুরো খরচই দিয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থা 'আইওএম'। ইউরোপ যাওয়ার সোনালি স্বপ্ন আর লিবিয়ার বিভীষিকা পেছনে ফেলে একেবারে শূন্য হাতে পরিবারের কাছে ফিরে যান এই মানুষগুলো।

এদিকে ৪ এপ্রিল লিবিয়ার তাজোরা থেকে প্রায় ১০৫ জন যাত্রী নিয়ে ইতালির লেম্পেদুসা দ্বীপের উদ্দেশে রওনা দেওয়া একটি কাঠের নৌকা সাগরে ডুবে যায়। পরে সেখান থেকে ৩২ জনকে জীবিত এবং ২ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। বাকি ৭১ জন নিখোঁজ; তাঁদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। উদ্ধার হওয়া এবং নিখোঁজ হওয়া এই যাত্রীদের মধ্যে বাংলাদেশিরাও আছেন।

এর আগে গত ২১ মার্চ লিবিয়া থেকে ৪৮ জন যাত্রী নিয়ে গ্রিসের দিকে আরেকটি নৌকা রওনা দিয়েছিল। ছয় দিন সাগরে ভেসে থাকার পর সেখান থেকে ২৬ জনকে জীবিত উদ্ধার করা হয়, যাঁদের মধ্যে ২১ জনই বাংলাদেশি।

ওই ঘটনায় মৃত বা নিখোঁজ ২২ জনের মধ্যে ২০ জন বাংলাদেশি বলে জানা গেছে। সম্প্রতি ইতালির পথে নজরদারি ও কড়াকড়ি বাড়ায় মানব পাচারকারীরা এখন গ্রিস রুট ব্যবহার করছে। পরিসংখ্যান বলছে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে অবৈধভাবে ইউরোপে ঢোকার চেষ্টাকারীদের মধ্যে বাংলাদেশিদের সংখ্যাই সাধারণত সবচেয়ে বেশি থাকে।

নিঃসন্দেহে এই মানুষগুলো মানব পাচার চক্রের শিকার এবং তাঁরা চরম দুর্ভাগা। তাই স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা সরকার ও সমাজের সহানুভূতি পাওয়ার দাবি রাখেন। তাঁদের পুনর্বাসন নিয়ে অনেক এনজিও এবং গবেষণাপ্রতিষ্ঠান কাজ করছে, বিস্তর আলোচনাও হচ্ছে। কর্মজীবনে এবং অবসরে আমি এমন অনেক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে বক্তব্য দিয়েছি।

তবে আমার কথাগুলো প্রায় সময়ই অনুষ্ঠানের মূল আলোচনার স্রোতের কিছুটা বিপরীতে ছিল। সেই ধারাবাহিকতায় আজ আমি এমন কিছু কথা বলব, যা শুনতে বেশ নিষ্ঠুর লাগতে পারে এবং আমাকে কেউ কেউ হৃদয়হীন ভাবতে পারেন।

বাংলাদেশ থেকে মানব পাচারের ঘটনা অনেক পুরোনো। দিন যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাচারকারীরা যেমন নিত্যনতুন কৌশল বের করেছে, তেমনি পাচারের খরচ আর পাচারকারীদের মুনাফার অঙ্ক আকাশ ছুঁয়েছে। সমুদ্রপথে ইতালি যাওয়ার মূল রুটটি ছিলড়প্রথমে বিমানে কেনিয়া, এরপর স্থলপথে লিবিয়া হয়ে সেখান থেকে নৌকায় ওঠা। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে পাচার হওয়া মানুষগুলো পণ্যের মতো কয়েক দফায় হাতবদল হন, আর এর সঙ্গে বাড়তে থাকে তাঁদের চরম দুর্ভোগ। এমনকি লিবিয়ায় নৌকায় তুলে দেওয়ার আগে তাঁদের বন্দিশালায় আটকে রেখে নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। এরপর আরও টাকা আদায়ের জন্য দেশে স্বজনদের কাছে পাঠানো হয় সেই নির্যাতনের ভিডিও।

৩. লিবিয়ায় জিম্মি এসব মানুষের ওপর যারা নির্যাতন চালায়, তাদের মধ্যে অনেক বাঙালিও জড়িত। বাংলাদেশ থেকে যারা মানব পাচার করে এবং মোটা অঙ্কের টাকা হাতিয়ে নেয়, তারাও এ দেশেরই মানুষ। নির্যাতনের ভিডিও দেখিয়ে দেশে পরিবারের কাছ থেকে যারা মুক্তিপণ আদায় করে, তারা এই সমাজেই নির্বিঘ্নে বাস করছে। ভয়ংকর এই অপরাধী চক্রকে থামাতে হলে এসব অপরাধীকে ধরে জেলে ভরতেই হবে। আর তাদের ধরার একমাত্র মাধ্যম হলো পাচারের শিকার হওয়া এই ভিকটিমরাই।

একজন ভিকটিম যখন সাফারি বা পর্যটনের ভুয়া কথা বলে কেনিয়া যাওয়ার *(বাকি অংশ ২২ পাতায়)*

জ্যামাইকায় বাংলাদেশী আমেরিকান অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত মেডিকেল ও ডেন্টাল অফিস

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়।

Cell: 718-864-8882

আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সিওরেন্স গ্রহণ করি।

অভিজ্ঞ ডেন্টিষ্ট

Digital Xray সহ সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে অত্যন্ত যত্নসহকারে শিশু, বয়োজেষ্ঠ সহ সবার দাঁতের সকল প্রকার চিকিৎসা করা হয়।

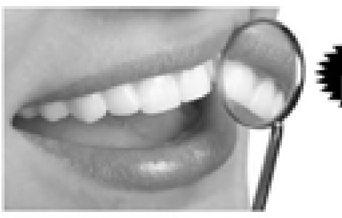

Dr. Mohammad M. Rahman, MD
Attending Physician, NYU School of Medicine

Dr. Siddiqur Rahman D.D.S.

We accept Medicaid, Metro Plus, Health Plus, Wellcare, Fidelis, Health First, United Health Care, Affinity & Other PVT. INS.

Board Certified in Internal Medicine, Geriatrics, Hospice & Palliative Care Medicine

Dental Office

Monday	: 2-7 PM
Tuesday	: 2-7 PM
Wedbesday	: 12-5 PM
Thursday	: 2-7 PM
Friday	: 2-7 PM
Saturday	: 11-5PM

Jamaica Office
170-12, Highland Ave,
Jamaica NY 11432
Tel: 718-526-0700

Astoria Office
30-04 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500
www.drmrahman.com

718-526-0700

MEDICAL & DENTAL OFFICE
170-12, HIGHLAND AVE, JAMAICA, NY 11432

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

আল্লাহর স্মরণে বাঁধাদানকারী

জাফর আহমাদ

“হে সেই সব লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানদি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে না দেয়। যারা এরূপ করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হতে থাকবে।”(সুরা মুনাফিকুন:৯) আল্লাহর হুকুম আল্লাহর যিকরে বাঁধাদানকারী বিশেষভাবে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব লোক ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করেছে, তারা সত্যিকারের ঈমানদার হোক বা শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতিদানকারী হোক, তাদের সবাইকে সম্বোধন করে এই উপদেশটি দেয়া হয়েছে। বিশেষভাবে অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্য যে, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মানুষ এসব স্বার্থের কারণে ঈমানের দাবী পূরণ না করে মুনাফেকী অথবা ঈমানের দুর্বলতা অথবা পাপাচার ও নাফরমানীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তবে মুলত: এখানে দুনিয়ার এমন প্রতিটি জিনিসকে বুঝানো হয়েছে যা মানুষকে এমনভাবে নিমগ্ন করে রাখে যে, সে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যায়। আর আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল হয়ে যাওয়াটাই সমস্ত অকল্যাণের উৎস। আল্লাহ তা'আলা বলেন,“আর কে তার চেয়ে বড় জালেম, যাকে রবের আয়াত শুনিয়ে উপদেশ দেয়ার পর সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং সেই খারাপ পরিণতির কথা ভুলে যায় যার সাজ-সরঞ্জাম সে নিজের জন্য নিজের হাতে তৈরি করেছে? তাদের অন্তরের ওপর আমি আবরণ টেনে দিয়েছি যা তাদেরকে কুরআনের কথা বুঝতে দেয় না এবং তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করে দিয়েছি। তুমি তাদেরকে সৎপথের দিকে যতই আহবান কর না কেন তারা এ অবস্থায় কখনো সৎপথে আসবে না।”(সুরা কাহাফ:৫৭)

যখন কোন ব্যক্তি বা দল যুক্তি, প্রমাণ ও শুভেচ্ছামূলক উপদেশের মোকাবেলা বিতর্ক প্রিয়তায় নেমে আসে মিথ্যা ও প্রতারণার অস্ত্র দিয়ে সত্যের মোকাবেলা করতে থাকে এবং নিজের কৃতকর্মের খারাপ পরিণতি দেখার আগে কারোর বুঝবার পর নিজের ভুল মেনে নিতে প্রস্তুত হয় না তখন আল্লাহ তার অন্তরকে তালাবদ্ধ করেন, সত্যের প্রত্যেকটি ধ্বনির জন্য তার কানকে বধির করে দেন। এ ধরনের লোকের উপদেশ বাণীর মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করে না বরং ধ্বংসের গর্তে পড়ে যাবার পরই এদের নিশ্চিত জন্মে যে, এরা যে পথে এগিয়ে চলছিল সেটি্ই ছিল ধ্বংসের পথ। ধ্বংসই তাদের এ কাজের শেষ পরিণতি। আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাওয়ার কারণে তারা সত্যের মোকাবেলা কোমর বেঁধে নেমে পড়ে। ফলে আল্লাহও তাদের অন্তরের ওপর আবরণ টেনে দেন।

মানুষ যদি একথা স্মরণ রাখে যে, সে স্বাধীন নয় বরং এক আল্লাহর বান্দা। আর সে আল্লাহ তার সমস্ত কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত, একদিন তাঁর সামনে হাজির হয়ে নিজের কাজ-কর্মের জবাবদিহি তাকে করতে হবে, তাহলে সে কখনো কোন খারাপ কাজ বা গোমরাহীতে লিপ্ত হতে

পারবে না। মানবিক দুর্বলতার কারণে কোন সময় তার পদস্খলন যদি ঘটেও যায় তাহলে সম্বিত ফিরে পাওয়ামাত্র সে সংযত ও সংশোধিত হয়ে যাবে। বিপরীত দিকে যারা নিজেদেরকে স্বেচ্ছাচারী ও স্বাধীন মনে করে এবং তাদেরকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না বলে মনে করে এবং গোমরাহীর গভীর তলদেশে প্রবেশ করে, আল্লাহ তা'আলা তাদের এ গোমরাহীর পথকে প্রলম্বিত করে দেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,“ যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ থেকে গাফিল থাকে আমি তার ওপর এক শয়তান চাপিয়ে দেই, সে তার বন্ধু হয়ে যায়। এ শয়তানরা এসব লোকদেরকে সঠিক পথে আসতে বাধা দেয়, কিন্তু এরা মনে করে আমরা ঠিক পথেই চলছি।”(সুরা যখরুপ:৩৬-৩৭)

শয়তান মানুষের চীর শুত্রু। তার একটিই কাজ, কি করে মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত রাখা যায়। তাই আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনের বিভিন্নস্থানে শয়তান ও তার গোমরাহী এবং তার প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে বিশেষভাবে সতর্ক করেছেন। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, “যদি কখনো শয়তান তোমাকে উত্তেজিত করে তাহলে আল্লাহর আশ্রয় চাও। তিনি সবকিছু শোনেন এবং জানেন। প্রকৃতপক্ষে যারা মুত্তাকী, তাদেরকে যদি কখনো শয়তানের প্রভাবে অসৎ চিন্তা স্পর্শও করে যায় তাহলে তারা তখনই সতর্ক হয়ে উঠে তারপর তারা নিজেদের সঠিক কর্মপদ্ধতি পনিস্কার দেখতে পায়। আর তাদের ভাই-বন্ধুরা তো তাদেরকে তাদের বাঁকা পথেই টেনে নিয়ে যেতে থাকে এবং তাদেরকে বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে তারা কোন ত্রুটি করে না।”(সুরা আরাফ:২০০-২০২)

যারা সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করে সে শয়তানের গোমরাহী থেকে মুক্তি পায় এবং জাহান্নামের কঠিণ আযাব থেকে বাঁচতে পারে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,“যারা দাঁড়িয়ে বসে এবং শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে এবং (বলে) হে আমাদের রব! তুমি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করো।”(সুরা আলে ইমরান:১৯১) মহান আল্লাহ মানুষকে সদাসর্বদা অর্থাৎ শুয়ে বসে-দাঁড়িয়ে তথা জীবনের প্রতিটি কাজে বেশী বেশী তাঁর জিকির তথা স্মরণের নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি ব্যবসা-বাণিজ্য করছেন,সেখানে আল্লাহকে স্মরণ করবেন, আপনি রাষ্ট্রের বা সমাজের সর্বোচ্চ ক্ষমতা পেয়েছেন, সেখানে আল্লাহর হুকুমকে স্মরণ করবেন, আপনি দেশের প্রধান বিচারক, সেখানে আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ হলো ন্যায় ও ইসনাফের সাথে বিচার ফয়সালা করবেন। আপনি দেশের স্বনামধন্য গবেষক, আপনার গবেষনায় যদি আল্লাহর কুদরতের কিয়দাংশ প্রকাশ যায় সেটি আল্লাহর স্মরণ। এমনিভাবে জীবনের প্রতিটি স্তরে আপনার দায়িত্বানুভূতিই হলো আল্লাহর স্মরণ। এভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি সে আল্লাহর প্রতি গাফিল না হয় এবং বিশ্ব জাহানের নিদর্শনসমূহ বিবেক-বুদ্ধিহীন জন্তু-জানোয়ারের দৃষ্টিতে না দেখে গভীর নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষনের দৃষ্টিতে দেখে ও সে সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তাহলে প্রতিটি নিদর্শনের সাহায্যে সহজে যথার্থ ও চুড়ান্ত সত্যের দ্বারে পৌঁছতে পারে। সন্তান-সন্তুতি ও ধন-দৌলত ছাড়াও আল্লাহর যিকরে প্রধান বাঁধা প্রদানকারী হলো, শয়তানের প্ররোচনা ও মানুষের নাফস। এ দু'টি জিনিস মানুষকে দুনিয়ার মোহে পাগল করে তুলে। ফলে সে আল্লাহর যিকর থেকে উদাসীন হয়ে অতিরিক্ত পাপ এবং আল্লাহ সম্পর্কে নির্ভিক হয়ে উঠে। শয়তান মানুষের অন্তরে ওয়াসওয়াসা বা সন্দেহ সংশয় সৃষ্টি করে যা আল্লাহর স্মরণে বাধা দেয়। দুনিয়ার মোহ ও আসক্তি অতিরিক্ত দুনিয়াবী চিন্তা সম্পদ ও প্রবৃত্তির চাহিদা মানুষকে আল্লাহকে ভুলে থাকতে বাধ্য করে। আল্লাহকে ভুলে নিজের খেয়ালখুশি মতো চলা মানে সে গাফেল। এই গাফলতি বা উদাসীনতা আল্লাহর ব্যাপারে উদাসীন করে গড়ে তুলে। ফলে ক্রমাগত পাপ কাজ তার অন্তরকে এমনভাবে আচ্ছাদিত করে যে, সেখান থেকে আল্লাহর স্মরণ আর উচ্চরিত হয় না। তার নফস প্রবল পরাক্রান্ত রূপ ধারণ করে তাকে পাপের মহাসাগরে মহাসুখে অবগাহন করতে থাকে। ফলে তার মধ্যে থাকা বিবেক শক্তিশালী নফসের কাছে সম্পুর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য নিজের মধ্যে অবস্থানকারী অসুস্থ বিবেককে সুস্থ করে তুলতে হবে এবং নিয়মিত তার পরিচর্যা করতে হবে। তার সুচিকিৎসার জন্য প্রথমেই তাকে আল কুরআনের কাছে নিয়ে যেতে হবে। কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী তাকে খাদ্য পানীয় ঔষধ সরবরাহ করতে হবে। এখানে একটি বিষয় খুব খেয়াল রাখতে হবে যে, কোন সময় যেন নফস তার ওপর হামলে পড়তে না পারে। যখনই নাফস তার ওপর হামলার প্রস্তুতি নেবে তখন আপনাকে তা প্রতিহত করার ব্যবস্থা করতে হবে। কেবল তখনই আপনি এই করুণ অবস্থা থেকে নিজেকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারবেন। জীবনের প্রতিটি কাজে বেশী বেশী আল্লাহর স্মরণ করতে হবে। কোন কথা বা কাজ সংঘটিত করার আগে সে কাজে আল্লাহর নির্দেশনা ও রাসুলুল্লাহ সা: নির্দেশনা তালাশ করতে হবে।

গাজী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির

পবিত্র হজ মৌসুম চলছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সব দেশ থেকে হজ করতে ইচ্ছুক মুসলিম নর- নারীগন সৌদি আরবে ভ্রমণ করছেন। হজের সময় অল্প স্থানে অনেক মানুষের সমাগম হয়। তাই হজের সফরে ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকা এবং ধৈর্য ধারণ করা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘হজের রয়েছে নির্দিষ্ট কিছু মাস। এ মাসগুলোতে যারা নিজেদের ওপর হজকে অপরিহার্য করবে তাদের কর্তব্য হলো সব অশ্লীল কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকা। সব গুনাহ ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকা এবং সব ধরনের ঝগড়া-বিবাদ থেকে মুক্ত থাকা ‘ (সুরা বাকারা ১৯৭)। হজ মৌসুমে আমরা এ আয়াতের ওপর অনেক আলোচনা শুনে থাকি। মহান আল্লাহ তায়ালা এ আয়াতে যে কয় মাসের কথা বলেছেন তা শুরু হয়েছে। মাসগুলো হচ্ছে শাওয়াল, জিলকদ ও জিলহজ। যদিও হজের মূল কাজ হয় জিলহজ মাসে। কিন্তু এর সময় শুরু হয় শাওয়াল থেকেই। তাই এ তিন মাসকে বলা হয় হজের মাস। যারা হজ করতে ইচ্ছুক তাদের গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হলো হজের মাসয়ালা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা। মাসয়ালা ভালোভাবে জেনে ও বুঝে না নিলে নানা ধরনের ভুল-ভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে। এমনকি কখনো কখনো এমন এমন ভুল হয় যে, আমলটিই বরবাদ হয়ে যায়। এ কারণে যেকোনো আমলের আগে সেই সংক্রান্ত মৌলিক মাসয়ালাগুলো জেনে নেওয়া প্রয়োজন। এখন হজের মৌসুম। মসজিদে মসজিদে হজের আলোচনা হবে। যারা এ বছর হজে যাবেন এসব আলোচনা দ্বারা শুধু তাদেরই উপকার হবে এমন নয়, বরং সবারই উপকার হবে এবং তা সবারই প্রয়োজন। যারা হজে যাচ্ছেন হজের জানা তাদের জন্য বেশি জরুরি, যারা যাচ্ছেন না তাদের জন্যও উপকারী।

হজ সম্পর্কিত আয়াত ও হাদিসগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়া হলে দেখা যাবে, হজের মধ্যে অনেক নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা আছে। এটি ইসলামের সব ইবাদতের বৈশিষ্ট্য। নামাজ বলুন, রোজা বলুন, জাকাত বলুন, হজ বলুন সব কিছুতেই রয়েছে অনেক চারিত্রিক শিক্ষা। আমরা রোজার আলোচনায় শুনেছি, রোজার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের অনেক বড় চারিত্রিক শিক্ষা দিয়েছেন। হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি রোজা রেখে মিথ্যা কথা এবং মিথ্যা কর্ম (অসৎ কর্ম) পরিত্যাগ করতে পারে না, তার পানাহার ত্যাগে আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই' (সহিহ বুখারি) । কত কঠিন কথা! রোজার মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের এই নৈতিক ও চারিত্রিক শিক্ষা দান করেছেন। যদি আমরা রোজার মাধ্যমে এই শিক্ষা অর্জন করতে না পারি,

তাহলে রমজানের ফরজ আদায় হলেও রমজানের পূর্ণাঙ্গ ফায়দা ও ফজিলত হাসিল হবে না। ঠিক তেমনি হজের বিষয়টি। আমরা যদি হজের বিধানাবলি এবং এর শিক্ষা ও তাৎপর্য নিয়ে চিন্তা করি তাহলে দেখতে পারব হজের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের অনেক গুণ ও যোগ্যতার অধিকারী করতে চেয়েছেন। হজের অনেক বড় শিক্ষা “ধৈর্যের শিক্ষা”। হজে খুব বেশি প্রয়োজন হয় ধৈর্যের। যেহেতু হজের সফর দীর্ঘ হয় এবং হজের সফরে এমন অনেক পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়, যা অন্তরে রাগের জন্ম দেয়, তাই ধৈর্যের প্রয়োজন হয়। ধৈর্যের মাধ্যমে এসব পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হয়। ওপরের আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বিশেষভাবে তিনটি বিষয়ের কথা উল্লেখ করেছেন। এক. কোনো অশ্লীল কথা ও কাজে লিপ্ত হবে না। দুই, কোনো গুনাহে লিপ্ত হবে না। তিন. কারও সঙ্গে কোনো ঝগড়া-বিবাদ করবে না। এই তিন ক্ষেত্রেই প্রচুর ধৈর্যের প্রয়োজন। আলেমরা ধৈর্যের যে মৌলিক তিনটি ক্ষেত্র নির্দেশ করেছেন, তার একটি হচ্ছে, গুনাহ থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। এই সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ধৈর্যের অনেক বড় বিষয়। সুতরাং অশ্লীল কথা, কাজ ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবর ও সংযমের খুব প্রয়োজন।

মনে করুন, রমজানের এক মাস যে সংযমের অনুশীলন হয়েছে হজের সফরে আমার-আপনার ব্যবহারিক পরীক্ষা হয়ে যাবে। হজ-ওমরাহর সফরে বিশেষভাবে পরীক্ষা হয় পর্দা ও দৃষ্টির। এ দুই ক্ষেত্রে খুব সতর্ক থাকা উচিত। তৃতীয় বিষয় ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হওয়া। ঝগড়া ইসলামের দৃষ্টিতে বড় নিন্দনীয়। কোনো ভদ্র মানুষ কখনো ঝগড়া করতে পারে না। আর এটা সব সময়ের বিধান। কোরআনে হজের সফরে ঝগড়া থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ বিশেষভাবে দিয়েছে। কোর-আন মনে করিয়ে দিচ্ছে, তুমি তো আল্লাহর ঘরের মেহমান। তার ঘরের মেহমানের জন্য কি সাজে কারও সঙ্গে ঝগড়া করা? যদি কোনো মুসলিম কোরআনের এ নির্দেশ পালন করার জন্য প্রতিজ্ঞা করে, আমাকে যত কষ্ট দেওয়া হোক, যত দুর্ব্যবহারই করা হোক, আমার সঙ্গে যত ওয়াদাখেলাপি করা হোক, কোরআন যখন বলেছে, হজের মধ্যে কোনো ঝগড়া নেই, সুতরাং আমি কারও সঙ্গে ঝগড়া করব না। যদি কোনো মুসলিম এ প্রতিজ্ঞা করে, তাহলে হজের মাধ্যমে যে ধৈর্য ও সহ-নশীলতার গুণ তার অর্জিত হবে, সেটার কি কোনো তুলনা হতে পারে?

হজের সফরের আরেক অনুষঙ্গ হচ্ছে, আল্লাহর ভালোবাসা নিয়ে সফর করা। এখন তো সফর অনেক সহজ, আগের যুগে সফর অনেক কঠিন ছিল। পথ অনেক দীর্ঘ ও দুর্গম ছিল। মানুষ দুই তিন মাসের পথ পাড়ি দিয়ে আসত বায়তুল্লাহর জিয়ারতের জন্য। একমাত্র আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা তাদের এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে উদ্বুদ্ধ করত। তো আমরাও যখন সফর করব, তখন আল্লাহর ভালোবাসা, আল্লাহর প্রতি সমর্পণ ও উৎসর্গের প্রেরণা নিয়ে সফর করব। তাহলে আল্লাহর সঙ্গে আমাদের গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হবে। এভাবে হজ পালন করতে পারলে রাসুল (সা.)-এর দেওয়া সুসংবাদের ধারক-বাহক হওয়া যাবে। ইরশাদ হয়েছে, ‘যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ করে এবং অশ্লীল ও শরিয়তবিরোধী কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখে, সে ব্যক্তি পাপ থেকে এমন পবিত্র হয়ে বেরিয়ে আসে, যেন সেই দিনই তার মা তাকে নবজাত শিশুরূপে প্রসব করছে' (সহিহ বুখারি)।

মহান আল্লাহ তায়ালার দরবারে ফরিয়াদ জানাই যেন, প্রত্যেক হজ ও ওমরাহ পালনকারীগন যথাযথ ভাবে হজ ও ওমরাহ'র যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করতে পারেন, আমিন। *লেখক: গাজী মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম জাবির, ধর্ম ও সমাজ বিশ্লেষক*

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

ফাগুনের আগুন বসন্ত আসেনি

আশরাফ আহমেদ

নিবিড় ঘনসবুজ সাজে রূপসী আমার ঘাসবাগান
লাগোয়া ম্যাগনোলিয়া গাছটির টিউলিপ সব বিলীন
ঘন নীলের আবরণে বিশাল আকাশ ঢাকা পরেনি
অনেকটাই বেআব্রু, যেন সত্তরের ঢাকা নিউমার্কেটে
নাভি দেখানো সব চোখ ধাঁধানো রূপবতী নারী
ক্ষণিকের জন্য হলেও সপ্রশংস বাসনা উপচে পড়বে
নবীন যুবকদের এমন মুহূর্তের অপেক্ষায় নিয়ত চাহনি।
বসন্তের এ লগ্ন জমেনি তেমন করে আকাশে বাতাস
খোলা আকাশের বিলীয়মান নীল কামনা জাগায় না
আলিঙ্গনের মিনতি চোখে কিংবা ইশারায় ইঙ্গিতে
দু'একটা কাঠবিড়ালের আনাগোনা খাবারের খোঁজে
অদৌ প্রেম প্রত্যাশায় নয় ক্ষিধের জ্বালা মেটাতে।
পাখ-পাখালির আগমন নগণ্য সংখ্যায়
আগমনী বার্তা নেই কখন আসবে সুসময়।
বসন্ত নামেই শুধু, ঝড়ো হাওয়ায় শীত অনুভব
নরোম ডানার প্রেমিক পাখিদের, প্রজাপতি সব।
অদম্য উৎসাহে উন্মুখ অপেক্ষায়
ঢোল বাদ্য ছাড়াই নাচবে খন্‌জনা
ঝলকে ঝলকে ছড়িয়ে উদ্দাম বাসনা।
আকাশে, বাতাসে, সবুজ ঘাসে
আশ্রয়দায়িনী বৃক্ষটির নিশ্বাসে
পাতায় পাতায় পরিপূর্ণ বসন্ত আসেনি!

কবিতাত্রয়ী

নূরুল মোস্তফা রইসী

এপিটাফ
আমার কবর পাশে দাঁড়াইলে কে ?
বিস্মিত হয়োনাকো আমাকে দেখে।
একদিন তোমারই মত ছিলাম আমি,
আমার মতই হবে তোমার আগামি!
আত্মদর্শন
এই দুনিয়া সরাইখানা,
সুদূর পথের খোরাক-ঘর,
বিশ্বাস ও সৎকর্ম নিয়ে
শান্তচিত্তে যাত্রা কর।
কালস্রোত
শুধু ধেয়ে চলা, শুধু পিছে ফেলা,
পিছনে অতীত, সামনে ভবিষ্যৎ
সময় চির ধাবমান, ...তাই,
বর্তমান বলে কিছু নাই।
যাকে বলো বর্তমান....
সে তো মুহূর্তেই অতীতের
কালস্রোতে বিলীয়মান !!

দেওয়ান নাসের রাজা'র দু'টি কবিতা

চোখ মেলে দেখো
পৃথিবীতে করো বেহেশতের সন্ধান
গাছের পাতায়, পাখির ডানায়--
ঝিরিঝিরি হাওয়ায়।
চোখ মেলে দেখো মানুষের ক্রন্দন
শিশুর আর্তনাদ, রুগ্ন পিতৃহীন বালক
অসহায়!
ঝুম বৃষ্টির রাতে সুরে সুরে শুনি
বিড়ালের কান্না
পরমাত্মার খোঁজ করো প্রাণের ভেতর
মৃত্যুর পরে পাবে না শান্তির গৃহ
ভেসে যাবে তুমি কুকুরের কান্নায়ড়-
গহীন অন্ধকারে।
আমারে করো না যদি সম্মান
পাবে না কখনও তুমি দারুস-সালাম।
বৃক্ষের কান্নায় কাঁদে যার মন
রাতের অন্ধকারে আকাশের দিকে চোখ
পাবে তুমি পাবে তার চরণের খোঁজ।
কবরে শুয়ে পড়ার পর
কবরে শুয়ে পড়ার পর
বিলম্ব না করে সবাই চলে গেলো
আমার ভাইয়েরা ভীষণ ব্যস্ত
বোনেরা অবিশ্রান্ত কাঁদছিল
তুমি তখন দূরবর্তী দেশে
হয়তো কবিতা পড়ছ।
একটি পাখি ঘুরেফিরে দেখল
দেওয়ান নাসের- তোমাকে কারো
মনে নেই।

অচিন অনুভা

সুমন শামসুদ্দিন

বিরহী বিহগ বিজনে কাঁদে,
সুরভী সিক্ত সারথী চাঁদে।
আপন আলোতে আলোহা নাচে,
চকিত চিত্ত চমকে বাঁচে।
কখন কোথায় কে যেন ডাকে,
আলোর আধুরী আঁখির বাঁকে।
প্রেমের পরাগ পূরবী রাগে,
জলীয় জগতে জোছনা জাগে।
নীরব নিভৃত নবীন রাতে,
মনের মলয়ে মোহিত প্রাতে,
গভীর গোপন গেরুয়া সাঁঝে,
হৃদয় হরণ হরিত মাঝে।
তাহিয়া তীর্থে তিমির রাতি
দেহের দোদুল দোলায় বাতি।
ছবির ছায়াতে ছুটেছে তুলি,
আঁধার আকাশে আখর ভুলি।
শোভন শিউলি শেফালি স্মরি,
অনুভা অণুতে অচিনে মরি!

হাম

মামুন জামিল

জ্বরের উত্তাপ বাড়ে বাতাসের গায়
আকাশটা লাল রঙের বৃষ্টি নামায় !
বিষাক্ত বৃষ্টির লাল লাল দানা
পুড়ে দেয় শৈশব,শিশুদের ডানা!
এসি রুমে জমে থাকা ফাইলগুলো নড়ে
বাহিরেতে নিভে শ্বাস সময়ের ঝড়ে !!
গুদামে ঘুমায় বসে টিকা ভরা শিশি
কফিনের রূপ ধরে কাটায় নিশি!
ঘুম ঘোরে আলস্যে ফাইলেরা হাসে
জেনে গেছে সবে তারে খুব ভালবাসে!
জীবনের চেয়ে দাম এই ফাইলগুলো ,
জীবন তো তাহাদের গায়ে লাগা ধুলো!
পারদের উঠানামা গুনে প্রতিদিন
নির্ঘুম মায়েদের কাটে রাত দিন!
শহরটা বিশাল এক আইসিইউ
ওয়ার্ড নার্স, ডাক্তার নাই পাশে কেউ!
তবে কি আজ মোদের লাল প্লাবনে
সলিল সমাধি হবে এই শ্রাবণে?
নাকি সব ঝরে যাওয়া তারকার দল
জবাব চাইবে নিয়ে দৃঢ় মনোবল !
বাঁচিবার অধিকার কেড়ে নিলো কারা?
শিশুপ্রাণ নিয়ে কেন খেলেছিলো তারা?
শ্বাসরোধ করে মারে কোন অধিকারে
কচি শত তাজা প্রাণ ফাইলের ভারে ??

ফিরে তাকাও

মোখলেসুর রহমান

জীবন থেকে উন্মুক্ত হলো জ্যোতির্ময় জিজ্ঞাসা
নদী পারাপারে একাই একাই ফেরির অপেক্ষা
একাকীত্ব অস্তিত্বের মাঝে তবুও ভোগবাদী আকাঙ্খা।
তুমি কি পেছনে ফিরে তাকাও।
তুমি কি দেখো তোমার অতীত ।
তোমার অতীত কি তোমাকে স্মরণ করে।
তোমার পেছনে ফেলে আসা অতীত কি স্মরণে আছে।
তোমার চরাচরে জল নামে
চাঁদ জাগে নিসর্গের অনুগ্রহ প্রহরী।
অনুগ্রহ ও কৃপার চাদরে জীবন বুঝে ভোগবাদী চেতনা।
জীবনের সংসারে।
বড় হতে হতে আজ উচ্চতায় কয় ফুট
অনেক অনেক অনুগ্রহ ও কৃপা নিয়ে ও পেয়ে তুমি দশ হাত
নোনাজলে ভরা শানকি দয়া ও প্রণোদনায়
আজ পূর্ণ হয়েছে ধনে।
বিশ্বাসী মনে কৃতজ্ঞ হও।
কৃতজ্ঞতায় ভালোবাসো ভালোবাসো কিছু ফিরিয়ে দাও।
অনুগ্রহে প্রতিদান ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ।
না হয় হয়ে যাবে তুমি তোমার স্রষ্টার না ফরমান।

সুখ উড়ে যায়

মহসিন আলম মুহিন

আসে না কেন মন যে মাতাল,
কেন যে এত ছল করে।
বুকের ভিতর উথাল পাথাল,
সুখ উড়ে যায় মন পোড়ে।।
পাহাড় বেয়ে ঝর্ণা যে ধায়,
দূর সূদূরের প্রেম সাগরে।
কিসের টানে কোন সে নেশায়
গান গেয়ে যায় সুর করে।।
মনের আশা ভাষা হারায়,
সুখের ঘরে গুণ ধরে।
স্বপ্ন মাখা চোখ আটকায়,
চোরা বালির ফাঁদে পড়ে।

সত্য খুবই তিতা

আবুল বাশার

সত্য খুবই তিতা,শোনে না কেউ কথা,
মিথ্যার মধু খেয়ে হাসে যে জনতা।
চোখে কালো চশমা,ঢাকে সব কুদৃশ্য,
সত্য বললেই কেন,এত বিষ সদৃশ্য।
কথার বাজার জুড়ে মিথ্যার যেন জয়,
সত্যের কণ্ঠ রুদ্ধ,নেই তার কোনো ভয়।
না,ভয় তো মানুষের,সত্য শোনার ভীতি,
তাই তো সবাই খোঁজে মিথ্যারই যে প্রীতি।
বিবেক থাকে চুপচাপ স্বার্থ করে শাসন,
সত্য এলে সামনে, নড়ে যায় কার আসন।
মুখে বুলি ন্যায়ের,অন্তরে অন্ধকার,
সত্য খুবই তিতা - প্রত্যাখ্যান বারংবার।
তবু কোথাও জ্বলে ক্ষুদ্র আলোর শিখা,
সত্য কথা যে আজ ইতিহাসে লিখা।
একদিন সত্য আলো ছড়াবে দিগন্তে,
তিতার স্বাদটা মিশে যাবে মধুর প্রান্তে

শ্রমিকের সম্মান

কনক কুমার প্রামানিক

যাদের রক্ত ঘামে ভিজে আজকের এ সভ্যতা
আমরা তাদের ছোট করে দেইনা প্রাপ্য সম্মান
যুগে যুগে সভ্যতা সকল তাদেরই শ্রমের দান।
এ সুবিধা পায় নাকো ওরা অন্যেরই লভ্যতা।
অন্নদাতা তারা যে মোদের, ভুলে যাই আমরা
তারা যদি না ফলাতো মোদের মুখের খাবার
অতীতের মতো দুর্ভিক্ষ যে আসতো বারবার।
বৃষ্টির জলে ভিজে রোদে জ্বলে যেত চামড়া।
এই বিশ্বের মহান মানুষ মহান তাদেরই হৃদয়
ত্যাগী ওরা বিশাল মন শোধ হবে নাকে ঋণ
এই জগতের যান্ত্রিক মানুষ কঠোর দিন দিন।
ঠাঁই পায়না কারো মনেই কষ্টের মাঝেও ভয়।
প্রাপ্য ওদের সম্মানটুকু হয় যদি তাদের দেয়া
সুখ পাবে হৃদয় ওদের হবে যে সেটিই শ্রেয়া।

হৃদয় দিলে নিতাম কিনে

মুকুল হোসেন

সখীর মাথায় কাজল কালো লম্বা এলোকেশ
তোমর রূপের মায়ায় পড়ে হৃদয় হারায় শেষ,
কাজল কালো হরিণীর চোখ দেখলে হৃদয় গলে
ওই দু'চোখে ভালোবাসা অন্তরে তাই বলে।
সত্যি বলতে ভালোবাসা উদয় হলো বেশ
তোমায় পেলে অচিনপুরে হব নিরুদ্দেশ,
হৃদয় দিলে নিতাম কিনে তোমার হৃদয় দিলে
হৃদয় দামে হৃদয় দিতাম আমার হৃদয় নিলে।
লাজুক হেসে বললে তুমি ঢং করো না ঢং
জানি তোমার এসব কিছুই রংতামাশার রং।
দুষ্টুমিতে বললে তুমি জানি সবই মিছে
ভালোবাসার মোহজালে মারবে পরে বিষে।

এরই নাম ভালোবাসা

এবি ছিদ্দিক

ভালোবাসার সমার্থে পাই -
দেহজ লেন-দেনের টেকসই মুদ্রিত সন্ধি!
তার পাশে অনুরাগে বাস করে কৃতজ্ঞ সহানুভূতি!
ধৈর্যটাও জামিন দেয় কিছুটা! বাকীটা ভয়...
রটনারও থাকে কিছু ভয়! যদি জেল-হাজত হয়!
আর সব উপসর্গে বেঁচে রয় স্বার্থের ফাঁদ!
যদি দৈবাৎ কোন পক্ষের গ্রন্থিমোচন হয় -
শুরু হয় জোড়া-তালির নতুন অধ্যায়!
এসব অম্ল মধুর সমূদয় অধ্যায় ভালোবাসার স্মারক
অতঃপর তারপর এরই নাম ভালোবাসা...

অবিচার

ফেরদৌস জামান খোকন

গরিব শুধু খেটে মরে
চোখের পানি তাঁদের ঝরে
ধনী পায় যে মূল্য,
দেশের মাঝে সকল কাজে
ভুলে গিয়ে তারা লাজে
থাকে পশুর তুল্য।
বিচার করে জানি কাজি
ভালো নয় সে ভীষণ পাজি
দেশের আমির সাজে,
কথা বলে উঁচু স্বরে
খারাপ কর্ম শুধু করে
আসলে খুব বাজে।
পেটের দায়ে অনেক জনে
খেটে যাচ্ছে প্রতিক্ষণে
বেঁচে থাকার জন্য,
ধনী যারা আছেন ভবে
মানুষ তারা হবে কবে
হয়ে গেছে বন্য।
দিনেরাতে সুখের পিছে
ছুটে চলে গরিব মিছে
দেশ ও দশের জন্য,
আমির শুধু আমির থাকে
মেরে ধরে খাবে ফাঁকে,
হয়ে থাকে হন্য।

মে দিবসের পণ

জনি সিদ্দিক

বিশ্ব মাঝে জাগল সাড়া আবার এল মে
শ্রম দিবসের ছোঁয়া লাগে সবার জীবনে।
শ্রমিক-মালিক মিলেমিশে করল এবার পণ
শিশুর হাতে কাজ দেব নাড় শপথ আজীবন।
থাকবে শিশু হাসি-খুশি পাঠে দিবে মন
পড়াশোনা আর খেলাধুলায় কাটবে সারাক্ষণ।
ঘাম ঝরানো মানুষগুলো এক কাতারে আজ
বিশ্বজুড়ে চাওয়া সবার আট ঘণ্টার কাজ।
মে দিবসের রক্তে রাঙা দিনের শপথ এই
শোষিত আর বঞ্চিতদের নেই কোনো ভয় নেই।
পহেলা মে বলতে বুঝি জেগে ওঠার দিন
পাওনা বুঝে নেওয়ার দাবি হোক না অমলিন।

থেমে যাক যুদ্ধের দামামা

শারমিন নাহার ঝর্ণা

আতঙ্ক জমানো দুচোখ স্বপ্ন দেখে
মানবতার নিশান ওড়ছে,
নিষ্পাপ রক্তে ভেজা ফুলগুলো
আবার পাপড়ি মিলে ফুটেছে।
অকস্মাৎ মিসাইলের শব্দ থেমে গেছে
আকাশের বুকে রংধনু সাত রঙে সেজেছে।
পাখিদের নীড়ে আনন্দ উৎসব
একটি মুক্ত আতঙ্কহীন আকাশে ওড়ার সুখে।
নিস্তব্ধ সবুজ বন জুড়ে নিরীহ প্রাণের উল্লাস,
স্নেহের ক্ষেপণাস্ত্রে পৃথিবীর শরীর জুড়ে সুখ ছায়া,
মানুষে মানুষে অকৃত্রিম ভালোবাসাময় শহর,
প্রহরের পর প্রহর এই স্বপ্ন দেখে আতঙ্কিত চোখ।

যুক্তরাজ্যে ক্যানসারে আক্রান্ত বছরে ৪ লাখ

বাংলাদেশ ডেস্ক : প্রতিবছর যুক্তরাজ্যে ৪ লাখ ৩ হাজারেরও বেশি মানুষের শরীরে ক্যানসার শনাক্ত হচ্ছেন। এই হিসাবে গড়ে প্রতিদিন অন্তত ১ হাজার ১০০ জন নতুন রোগী শনাক্ত হচ্ছেন, অর্থাৎ প্রতি ৮০ সেকেন্ডে একজন করে ক্যানসার আক্রান্ত হচ্ছেন। প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ক্যানসার রিসার্চ ইউকে (সিআরইউকে)। সংস্থাটি বলছে, বার্ষিক শনাক্তের এই সংখ্যা 'রেকর্ড'। অতীতে কখনও এক বছরে বা এক দিনে এত বেশি রোগী শনাক্তের নজির পাওয়া যায়নি। প্রতিবেদন অনুযায়ী, ক্যানসার রোগীর সংখ্যা বাড়ার পেছনে কয়েকটি প্রধান কারণ রয়েছে।

এর মধ্যে রয়েছে- জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও গড় আয়ু বাড়া, স্থূলতার হার বৃদ্ধি এবং ধূমপানের বিস্তার। বিশেষ করে ধূমপানের কারণে প্রতিবছর প্রায় ৫৭ হাজার ৭০০ মানুষ ক্যানসারে আক্রান্ত হচ্ছেন। তবে আশার কথাও আছে। উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থার ফলে অনেক রোগী সুস্থ হয়ে উঠছেন। বর্তমানে যারা চিকিৎসা সম্পন্ন করছেন, তাদের অন্তত অর্ধেক চিকিৎসার পর আরও ১০ বছর বা তার বেশি সময় বেঁচে থাকছেন। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, প্রতিরোধযোগ্য ঝুঁকিগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা, ক্যানসার স্ক্রিনিং কার্যক্রম বাড়ানো এবং উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া গেলে ক্যানসার আক্রান্তের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনা সম্ভব।

LAW OFFICES

Toll Free: 1-866-MOIN-LAW

Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস

বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং
- **IMMIGRATION**

(Consultation fee applies)

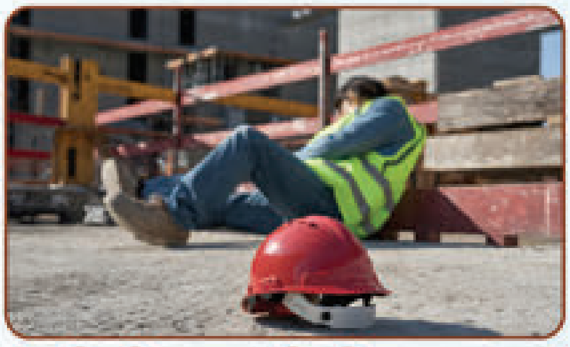

ক্লায়েন্টেদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

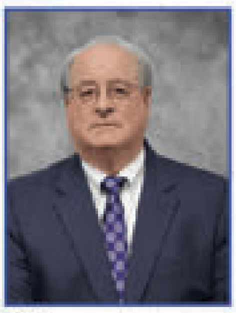
Attorney
Michigan Only.

Attorney
Michigan Only.

Attorney
New Jersey Only

Attorney, Buffalo
New York Only

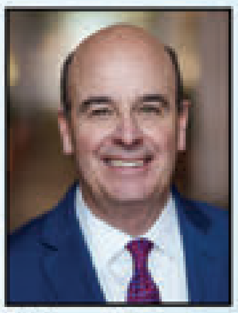
Attorney
Connecticut Only

Attorney
Pennsylvania Only

WWW.MOINLAW.COM

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

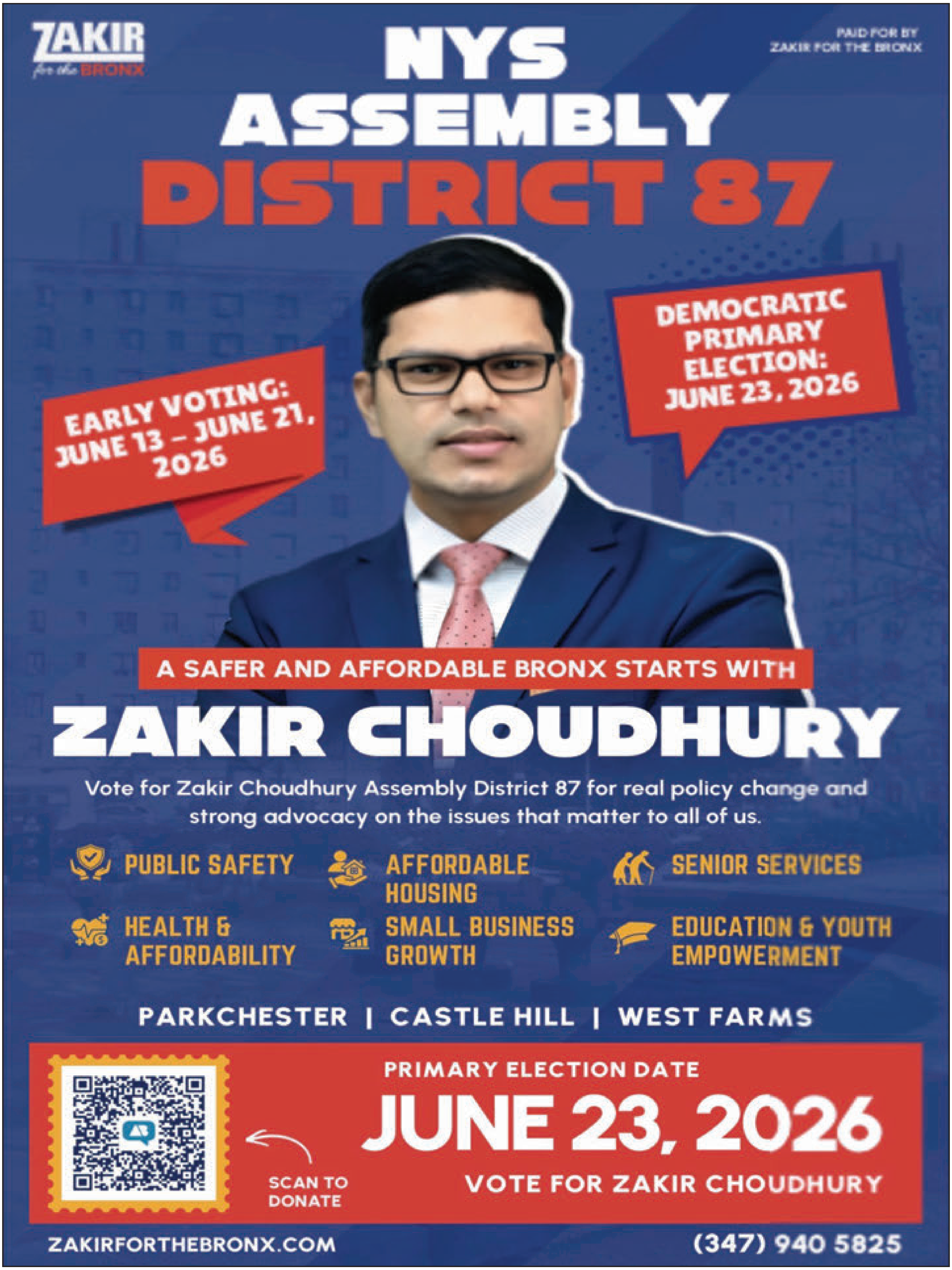
ZAKIR
for the BRONX
PAID FOR BY
ZAKIR FOR THE BRONX
NYS
ASSEMBLY
DISTRICT 87
EARLY VOTING:
JUNE 13 – JUNE 21,
2026
DEMOCRATIC
PRIMARY
ELECTION:
JUNE 23, 2026
A SAFER AND AFFORDABLE BRONX STARTS WITH
ZAKIR CHOUDHURY
Vote for Zakir Choudhury Assembly District 87 for real policy change and strong advocacy on the issues that matter to all of us.
PUBLIC SAFETY
AFFORDABLE HOUSING
SENIOR SERVICES
HEALTH & AFFORDABILITY
SMALL BUSINESS GROWTH
EDUCATION & YOUTH EMPOWERMENT
PARKCHESTER | CASTLE HILL | WEST FARMS
SCAN TO DONATE
PRIMARY ELECTION DATE
JUNE 23, 2026
VOTE FOR ZAKIR CHOUDHURY
ZAKIRFORTHEBRONX.COM
(347) 940 5825

অঙ্গন পার্টি হল
জ্যামাইকায় ৬ হাজার স্কয়ার ফিটের
সুবিশাল পার্টি সেন্টার
ANGAN PARTY HALL
89-16, 175 Street (CF2)
Jamaica NY 11432
এখানে
রেগুলার
ইভেন্টসহ
যে কোনো
অনুষ্ঠানের
জন্য বুকিং
নেওয়া হয়
বিয়ে
জন্মদিন
আকিকা
বেবি সাওয়ার
বিবাহ বার্ষিকী
সভা-সেমিনার
যোগাযোগ
347-440-2317

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নতুন আঙ্গিকে রুনা লায়লা

বিনোদন ডেস্ক : নতুন বছরের শুরু থেকেই গানে পুরোমাত্রায় সরব কিংবদন্তি সংগীতশিল্পী রুনা লায়লা। এবার তিনি শ্রোতাদের কাছে ফিরছেন ভিন্ন আঙ্গিকে। গজল ঘরানার একটি গানে কণ্ঠ দিলেন তিনি। তার সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন আরেক জনপ্রিয় সংগীতশিল্পী বাপ্পা মজুমদার। গানটির শিরোনাম 'অনায়াসে'। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় রুনা লায়লা নিজেই এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, 'আমি একটি নতুন গান নিয়ে আসছি আপনাদের জন্য। গানটি নতুন আঙ্গিকে- টি বাংলা গজল।

এমনটি মনে হয় আগে কখনোই হয়নি।' রুনা লায়লা জানান, শুরুতে গানটি এককভাবে গাওয়ার কথা ছিল তার। গানটির সুর ও সংগীত পরিচালনা করেছেন বাপ্পা মজুমদার। "বাপ্পা আমাকে বলেছিল- 'আন্টি, আপনার জন্য একটি গান করেছি। আপনি কি গাইবেন?' আমি বলেছিলাম, অবশ্যই গাইবো"- বলেন তিনি। তবে গানটি শোনার পরই সিদ্ধান্ত বদলান এই বরেণ্য শিল্পী। তার ভাষায়, 'গানটি শুনে আমি আবার বাপ্পাকে ফোন করে বললাম- এই গানটা আমরা দুজনে একসঙ্গে গাই। ও প্রথমে অবাক হয়েছিল, বলেছিল- এটা কী বলছেন! পরে আমরা একসঙ্গে গানটি রেকর্ড করি।' 'অনায়াসে' গানটির কথা লিখেছেন গালিব হাসান। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী মাসের ১৬ তারিখে গানটি প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন রুনা লায়লা। নতুন আঙ্গিকের বাংলা গজল হিসেবে গানটি নিয়ে এরই মধ্যে সংগীতপ্রেমীদের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

ব্যক্তিজীবন নিয়ে কণ্ঠশিল্পী সালমার আবেগী বার্তা

বিনোদন ডেস্ক : ব্যক্তিগত জীবন ও পারিবারিক সম্পর্ক নিয়ে ভুল ও ভিত্তিহীন খবর প্রকাশ না করার অনুরোধ করে কণ্ঠশিল্পী সালমা একটি পোস্ট দিয়েছেন ফেসবুকে। দীর্ঘ পোস্টে তিনি জানান, খুব সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসে তিনি গানের জগতে নিজের একটি অবস্থান তৈরি করেছেন। জীবনের নানা উত্থান-পতনের মধ্যেও সংগীতশিল্পী পরিচয়কেই তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তার ভাষায়, গানের মধ্যেই তিনি খুঁজে পান তার সংগ্রাম, কষ্ট ও ফেলে আসা দিনের গল্প।

ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গে এই শিল্পী বলেন, সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলেছে, সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়েছে। তবে যে যার অবস্থানে থেকেও ভালো থাকার বিশ্বাস তিনি ধরে রেখেছেন। সন্তান প্রসঙ্গে সালমা উল্লেখ করেন, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তার মেয়ে স্নেহার বাবার অবস্থান পরিবর্তনের পর সন্তানটি অনেকটা একাকী হয়ে পড়েছিল। একজন মা হিসেবে বিষয়টি মেনে নিতে না পেরে তিনি সন্তানের বাবার সঙ্গে কথা বলে স্নেহাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। স্ট্যাটাসে সাবেক স্বামী শিবলী সাদিকের প্রসঙ্গ টেনে সালমা বলেন, দেশের মানুষের কাছে পরিচিত এই রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সবসময়ই অসহায় মানুষের পাশে থেকেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে নানা শূন্যতার মধ্য দিয়ে বড় হলেও তিনি মানুষের কল্যাণেই কাজ করে গেছেন বলে উল্লেখ করেন এই শিল্পী।

পোশাক-মেকআপে স্নিগ্ধতা ছড়ালেন সাদিয়া আয়মান

বিনোদন ডেস্ক : বিনোদন জগতের ছোটপর্দা অভিনেত্রী সাদিয়া আয়মান গত বছর 'উৎসব' সিনেমা দিয়ে বেশ আলোচনায় আসেন। চলতি বছর 'মিউ' ও 'লাভ সিটার' ওয়েবফিল্ম দিয়ে আবার দর্শর্কদের মন কাড়েন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমেও রয়েছে তার সরব উপস্থিতি। এবার সামাজিক মাধ্যমে নিজের লুক দিয়ে চমকে দেন ভক্ত-অনুরাগীদের। সম্প্রতি মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কারের জমকালো অনুষ্ঠানে নিজের আভিজাত্যময় উপস্থিতি দিয়ে ভক্তদের নজর কাড়েন অভিনেত্রী। তারকাবহুল সেই জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজনে অন্যান্য সুন্দরীর মতো নিজের দ্যুতি ছড়িয়েছিলেন সাদিয়া আয়মানও। তার সেই বিশেষ মুহূর্তের কিছু ছবি সামাজিক মাধ্যমে এখন আলোচনায়। অভিনেত্রীর ভক্তরা সাদিয়া আয়মানের এই নান্দনিক সাজ দেখে রীতিমতো চমকে গেছেন। কারণ এমন লুকে সচারচর দেখা যায় না তাকে। বেছে নিয়েছিলেন একটি নীল রঙের চমৎকার জামদানি শাড়ি, যা দিয়ে হয়তো নিজ দেশের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। তারই কিছু একগুচ্ছ ছবি রোববার (২৬ এপ্রিল) সন্ধ্যায় সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেন অভিনেত্রী।

কিছু নজরকাড়া সুক্ষ্ম ও উজ্জ্বল কারুকাজ সাদিয়ার রেড কার্পেট লুকে যোগ করে এক রাজকীয় মাত্রা। ট্র্যাডিশনাল জামদানির সঙ্গে স্লিভলেস হল্টার নেক ব্লাউজ পরেছিলেন, যা ঐতিহ্যের মাঝেও পশ্চিমা আধুনিকতা ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি। শুধু পোশাকেই নয়, তার মেকআপেও ছিল দারুণ স্নিগ্ধতা। গ্লোয়িং ভাইবটা তার চেহারার সারল্যকে আরও বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে। চুলের স্টাইলে ছিল সাধারণ এক ধরনের খোঁপায় আধুনিকতার ছোঁয়া। গহনা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছিলেন গ্লুড টুগেদারের ডিজাইন করা আকর্ষণীয় অলঙ্কার। এ ছাড়া তার হাতের অলঙ্কার ও গলার নেকলেসটি পুরো সাজকে পূর্ণতা দেয়।

আমাকে সেলিব্রেটি বলবেন না : স্বস্তিকা মুখার্জি

বিনোদন ডেস্ক : রুপালি পর্দার ঝকঝকে আলো, দামি ব্র্যান্ডের পোশাক আর বডিগার্ডের বেষ্টনী, সাধারণত একজন তারকার জীবন বলতে আমাদের চোখে এই ছবিটাই ভেসে ওঠে। যেখানে বর্তমান সময়ের অনেক নবাগত অভিনয়শিল্পীও বি-লাসবহুল এসি গাড়ি ছাড়া এক পা চলার কথা ভাবতেই পারেন না, সেখানে ঠিক উল্টো পথে হেঁটে তাক লাগিয়ে দিলেন টালিউডের দাপুটে অভিনেত্রী স্বস্তিকা মুখার্জি।

ভরদুপুরে কলকাতার তপ্ত গরমে সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে গিয়ে কখনো বাসে, আবার কখনো অটোতে চড়ে গন্তব্যে পৌঁছান তিনি। এমনকি গড়িয়াহাটের মোড়ে দাঁড়িয়ে সাধারণের মতো ফুচকা খেতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না এই তারকা। তার এই সাধারণ জীবনযাপন যেন গ্ল্যামার দুনিয়ার চেনা ছকটাকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। একজন প্রভাবশালী তারকা সন্তান এবং নিজে একজন আন্তর্জাতিক মানের অভিনেত্রী হওয়া সত্ত্বেও নিজের গায়ে 'সেলিব্রিটি' তকমা লাগাতে ঘোর আপত্তি তার।

এ বিষয়ে ভারতীয় গণমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে স্বস্তিকা বলেন, 'আমি নিজেকে সেলিব্রেটি মনে করি না। সেলিব্রেটি কথাটার এত অপব্যবহার হয় যে, আমাকে কেউ সেলিব্রেটি বললে মনে হয় কেউ আমাকে গালাগালি দিচ্ছে। আমি সবাইকেই বলি আমাকে মানুষ বলুন, শিল্পী বলুন, অভিনেত্রী বলুন, মহিলা বলুন, যাই বলুন কিন্তু সেলিব্রেটি বলবেন না।' অভিনেত্রী আরও বলেন, 'এখন সবাই সেলিব্রেটি। কারও যদি বেশি ফলোয়ার্স থাকে সেও সেলিব্রিটি। সবাই ইনফ্লুয়েন্সার। আমি জানি না তারা কি ইনফ্লুয়েন্স করছেন সবাইকে। চারটে রিল করেও আজকে সবাই সেলিব্রিটি হয়ে যাচ্ছে।' নিজে সেলেব্রেটি কি না এ বিষয়ে অভিনেত্রী বলেন, 'আমি অন্তত নিজেকে সেলিব্রেটি বলে মনে করি না। আমি খুব সাধারণ মানুষ এবং সাধারণভাবেই থাকতে পছন্দ করি। তাই আমায় কেউ সেলিব্রিটি বললে ভালো লাগে না। কেউ বললে আমি বারণ করি।' উল্লেখ্য, সম্প্রতি বড় পর্দায় মুক্তি পেয়েছে অর্জুন দত্ত পরিচালিত 'বিবি পায়রা'। এই ছবিতে অনির্বাণ চক্রবর্তী, পাওলি দামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন স্বস্তিকা।

নজর কাড়লেন মেহজাবীন চৌধুরী

বিনোদন ডেস্ক : জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী 'লাক্স-চ্যানেল আই সুপারস্টার ২০০৯' প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে বিনোদন জগতের পা রাখেন। তার অভিনীত প্রথম নাটক ইফতেখার আহমেদ ফাহমি পরিচালিত 'তুমি থাকো সিন্ধুপারে' বেশ আলোচিত হয়। মাহফুজ আহমেদের বিপরীতে অভিনয় করে নিজের প্রতিভার জানান দেন। এরপর তিনি একে একে কাজ করে যান 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই', 'কল সেন্টার', 'মেয়ে শুধু তোমার জন্য', 'আজও ভালোবাসি মনে মনে', 'হাসো আন লিমিটেডসহ' বেশ কিছু নাটকে। এ ছাড়া ২০১৩ সালে শিখর শাহনিয়াত পরিচালিত নাটক 'অপেক্ষার ফটোগ্রাফি' ছিল মেহ-জাবীন চৌধুরীর জন্য বড় একটি টার্নিং পয়েন্ট। আর ২০১৭ সালে মিজানুর রহমান আরিয়ানের পরিচালনায় 'বড় ছেলে' নাটকে অভিনয় করে শীর্ষে চলে আসেন অভিনেত্রী। অভিনয়ের পাশাপাশি সামাজিক মাধ্যমেও রয়েছে তার সরব উপস্থিতি। নিয়মিতই তিনি তার অভিনয়, ব্যক্তিজীবন ও নানা মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে থাকেন তার ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে। এবারও ব্যতিক্রম তার নয়; সামাজিক মাধ্যমে একগুচ্ছ ছবি ভক্ত-অনুরাগীদের মাঝে শেয়ার করে নিয়েছেন মেহ-জাবীন চৌধুরী।

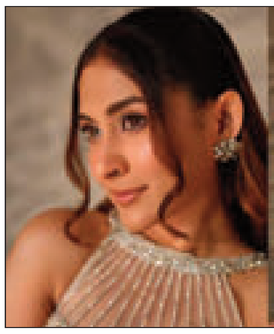

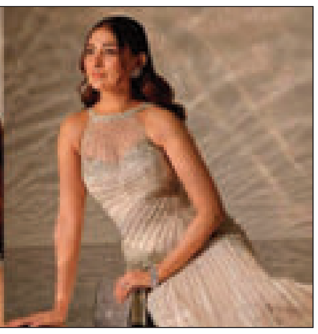

সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা ছবিগুলোতে অভিনেত্রীকে দেখা গেছে, একটি সিলভার রঙের ঝকঝকে ডিজাইনার পোশাকে। সেই সঙ্গে মানানসই গহনা ও মেকআপ। তার এই নতুন লুক নেটিজেনদের মুগ্ধ করেছে। তার এই নতুন রূপ দেখে অনেকে নেটিজেন মন্তব্য করেছেন। এক নেটিজেন তার ছবির কমেন্ট বক্সে লিখেছেনড়'অপূর্ব সব ছবি, মায়াবী রূপ আর অনবদ্য ফ্যাশন। এক কথায় বলতে গেলেড় আপনি আভিজাত্যের এক অনন্য উদাহরণ।' আরেক নেটিজেন লিখেছেনড় 'অনেক সুন্দর লাগছে দেখতে।'

'মিসেস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল' চ্যাম্পিয়ন হলেন তমা রশিদ

বিনোদন ডেস্ক : দেশের আলোচিত সঞ্চালক ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর তমা রশিদ প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বভিত্তিক প্রতিযোগিতা 'মিসেস ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্টারন্যাশনাল ২০২৬'-এ চ্যাম্পিয়ন হয়ে ইতিহাস গড়লেন। এর আগে তিনি দেশীয় পর্যায়ে নিজের দক্ষতার পরিচয় দিলেও, এবার ২০২৬ সালে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করে অর্জন করেছেন বড় এই সাফল্য।

থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিযোগীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শিরোপা জিতেছেন তিনি। তমা রশিদ বলেন, এই অর্জন শুধু তার ব্যক্তিগত সাফল্য নয়ড়বরং বাংলাদেশের নারীদের আত্মবিশ্বাস, সক্ষমতা ও ইতিবাচক গল্প বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার একটি সুযোগ। তিনি আরও জানান, বাংলাদেশের ঐতিহ্য, বিশেষ করে জামদানি শাড়ির মতো সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরার চেষ্টা করছেন তিনি।

বিশ্বকাপ ফাইনালের এক টিকিটের মূল্য ২৮ কোটি টাকা!

স্পোর্টস ডেস্ক : আগামী ১৯ জুলাই নিউজার্সির ইস্ট রাদারফোর্ডের মেটলাইফ স্টেডিয়ামে বসবে ২০২৬ বিশ্বকাপ ফাইনালের মহারণ। সেই ম্যাচ সামনে রেখে ফিফার অফিশিয়াল রিসেল সাইটে চারটি টিকিট বিক্রির জন্য রাখা হয়েছে। যার প্রতিটির মূল্য প্রায় ২৩ লাখ ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ২৮ কোটি ২১ লাখ টাকা মূল্যের এই টিকিটগুলোর আসন ৪৫ নম্বর সারির ১২৪ নম্বর ব্লকে ৩৩-৩৬ পর্যন্ত। যা কিনা সেখানকার গ্যালারির নিচতলার গোলপোস্টের ঠিক পেছনে অবস্থিত। সাধারণত মূল টিকিটের দাম ফিফার নিয়ন্ত্রণে থাকলেও রিসেল বা এক্সচেঞ্জ মার্কেটপ্লেসে দামের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না নিয়ন্ত্রক সংস্থাটির। বিক্রেতারা নিজেদের ইচ্ছামতো দাম নির্ধারণ করতে পারেন। তবে এই বিপুল দামে টিকিট বিক্রি হলে বড় লাভ হবে ফিফারই। কারণ নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটি টিকিট বিক্রির ওপর ক্রেতার কাছ থেকে ১৫ শতাংশ এবং বিক্রেতার কাছ থেকে ১৫ শতাংশ মোট ৩০ শতাংশ ফি পাবে ফিফা। এই হিসেবে শুধু কমিশন বাবদই ফিফার পকেটে যাবে প্রায় ২৬ লাখ ৯৯ হাজার ডলার বা ৩৩ কোটি টাকার বেশি।

যারা ভাবছেন অফিশিয়াল প্রাইসে টিকিট কিনবেন, তাদের জন্যও দুঃসংবাদ। কাতার বিশ্বকাপের তুলনায় ২০২৬ বিশ্বকাপে টিকিটের দাম অন্তত ৪ গুণ বেশি হতে যাচ্ছে। ফাইনাল ম্যাচের জন্য ফিফার নির্ধারিত সর্বনিম্ন টিকিটের দাম ধরা হয়েছে ১০ হাজার ৯২৩ ডলার, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৩ লাখ টাকা। এছাড়া আগামী ১৪ জুলাই টেক্সাসের আর্লিংটনে সেমিফাইনালের টিকিট ১১ হাজার ১৩০ ডলারে এবং ১৫ জুলাই আটলান্টার সেমিফাইনাল ম্যাচের টিকিট ৯ হাজার ৬৬০ ও ৪ হাজার ৩৬০ ডলারে বিক্রি করছে ফিফা। আগামী ১১ জুন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় শুরু হবে বিশ্বকাপ ফুটবল।

বিশ্বকাপে প্রাইজমানি বাড়াচ্ছে ফিফা

স্পোর্টস ডেস্ক : ফিফা ২০২৬ বিশ্বকাপের প্রাইজমানি ও অংশগ্রহণ ফি বাড়ানোর বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্মতি দিয়েছে। এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ও বিস্তারিত পরিকল্পনা চলতি সপ্তাহে কানাডার ভ্যাঙ্কুভারে ফিফা কাউন্সিলের বৈঠকে অনুমোদন পাওয়ার কথা রয়েছে। কিছু জাতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আগেই উদ্বেগ জানিয়েছিল যে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত ম্যাচগুলোতে ভ্রমণ, পরিচালন ব্যয় এবং করের কারণে অনেক দলের জন্য আর্থিক ক্ষতির ঝুঁকি তৈরি হতে পারেড়এমনকি মাঠে ভালো পারফরম্যান্স করলেও। এই উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতেই ফিফা প্রাইজমানি বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এর আগে গত ডিসেম্বরে ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য মোট ৭২ কোটি ৭০ লাখ ডলারের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছিল, যেখানে ৪৮টি দলের প্রতিটি কমপক্ষে ১ কোটি ৫০ লাখ ডলার এবং চ্যাম্পিয়ন দল ৫ কোটি ডলার পেত।

এখন বিভিন্ন দেশের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে আলোচনার পর সেই অর্থ আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ফিফার এক মুখপাত্র বলেছেন, ২১১টি সদস্য সংস্থার উন্নয়ন তহবিল এবং অংশগ্রহণকারী দলগুলোর আর্থিক সহায়তা বাড়ানোর প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে। ফিফা জানিয়েছে, ২০২৬ বিশ্বকাপ বিশ্ব ফুটবলের আর্থিক সহায়তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হবে এবং আলোচনা শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানানো হবে।

এবার আইসিসিতে চোখ তামিম ইকবালের

স্পোর্টস ডেস্ক : বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অন্তর্বর্তী সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে নানান উদ্যোগ নিচ্ছেন তামিম। সম্প্রতি ক্রিকেট বিষয়ক ওয়েবসাইট ক্রিকইনফোতে দেওয়া সাক্ষাৎকারে দেশের ক্রিকেট নিয়ে নিজের ভাবনার কথা জানিয়েছেন সাবেক এই অধিনায়ক। অধিনায়কত্বের দায়িত্ব আর ক্রিকেট বোর্ডের দায়িত্বের মধ্যে অনেক ফারাক আছে বলে মনে করেন তামিম। তার মতে, জাতীয় দলের অধিনায়ক থাকা আর বোর্ড সভাপতির দায়িত্ব সম্পূর্ণ ভিন্ন। অধিনায়ক হিসেবে যেখানে কেবল দল ও খেলার দিকেই মনোযোগ দিতে হয়, সেখানে সভাপতি হিসেবে ভাবতে হয় পুরো কাঠামোড়খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ, এমনকি বোর্ডের কর্মীদের নিয়েও। এ প্রসঙ্গে তামিম ইকবাল বলেন, 'এখানে আবেগ দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ নেই, দেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়।' নিজের খেলোয়াড়ি অভিজ্ঞতা বর্তমান দায়িত্ব পালনে সহায়ক বলেও মনে করেন তামিম। ড্রেসিংরুমে থাকাকালীন বোর্ড নিয়ে খেলোয়াড়দের ভাবনা-চাহিদা সম্পর্কে ধারণা থাকায় এখন সেই জায়গাগুলোতে উন্নতির সুযোগ দেখছেন তিনি। এখানে আবেগ দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ নেই, দেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ মাথায় রেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হয়।

তামিম ইকবালের ভাষ্যমতে, 'কিছু কিছু বিষয় আছে যা আমাকে অবশ্যই সাহায্য করছে। আমি এটাও বুঝি যে আধুনিক খেলোয়াড়রা কীভাবে চিন্তা করে -তারা কী পছন্দ করে আর কী করে না। আমার মনে আছে, খেলোয়াড় হিসেবে ড্রেসিংরুমে আমরা ক্রিকেট বোর্ড নিয়ে কী আলোচনা করতাম। আমি জানি খেলোয়াড়রা বোর্ডের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করে এবং কী চায়। আমরা সবসময়ই বলেছি যে খেলোয়াড় এবং বোর্ডের মধ্যে একটা পার্থক্য ছিল, তারা একে অপরের মানসিকতা বুঝত না, কিন্তু আমি কোনো পক্ষকেই দোষ দিতে চাই না।' তামিম ইকবাল বলেন, 'যখন আমি বোর্ডের বাইরে ছিলাম, তখন এমন অনেক ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ভাবতাম যেগুলোর সমাধান করা প্রয়োজন ছিল। খুব শিগগিরই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে, তাই বোর্ড সভাপতি হিসেবে আমার হাতে বেশি সময় নেই। আর অবশ্যই, বাংলাদেশ ক্রিকেটে অনেক বড় সিদ্ধান্ত ও বিনিয়োগ করার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু ছোট ছোট বিষয়গুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমেও পরিবর্তন আনা যায়।' বোর্ডের সর্বকনিষ্ঠ সভাপতিদের একজন তামিম ইকবাল আন্তর্জাতিক ক্রিকেটাঙ্গনেও সক্রিয় হতে চান। আইসিসি এবং অন্যান্য বোর্ডের সঙ্গে যোগাযোগ জোরদার করে বাংলাদেশের ক্রিকেটের লক্ষ্য ও প্রয়োজন তুলে ধরার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি।

বিসিবি পরিচালক পদে নারী ক্রিকেটারদের প্রতিনিধিত্ব চান রুমানা

স্পোর্টস ডেস্ক : দেশের ক্রিকেটের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে এবার নারী ক্রিকেটারদের পদচারণা দেখতে চান সাবেক জাতীয় অধিনায়ক রুমানা আহমেদ। শনিবার ক্রিকবাজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রুমানা বলেন, এটি হবে দেশের নারী ক্রিকেটের জন্য একটি যুগান্তকারী ও ইতিবাচক পদক্ষেপ। বর্তমানে তামিম ইকবালের নেতৃত্বাধীন ১১ সদস্যের অ্যাড-হক কমিটি বিসিবির অন্তর্বর্তীকালীন দায়িত্ব পালন করছে। আগামী জুনের মাঝামাঝি সময়ে বিসিবি নির্বাচনের তোড়জোড় চলছে। এই প্রেক্ষাপটে রুমানা বলেন, 'নারী ক্রিকেটের খুঁটিনাটি সমস্যাগুলো কেবল একজন নারী ক্রিকেটারই ভালো বুঝতে পারবেন। বোর্ডের ভেতরে আমাদের পক্ষ থেকে কেউ থাকলে তা মাঠের ক্রিকেটের উন্নয়ন ও নারীদের অধিকার আদায়ে বড় ভূমিকা রাখবে।' বিসিবির বর্তমান গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ২৫ জন পরিচালক নির্বাচিত হন তিনটি ক্যাটাগরি ও এনএসসি কোটায়।

হারলে জরিমানা, জিতলে বোনাস লঙ্কান ক্রিকেটে নতুন নীতি

স্পোর্টস ডেস্ক : পারফরম্যান্সে ধারাবাহিকতা ফেরাতে পুরস্কার ও জরিমানা প্রথা চালু করতে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কান ক্রিকেট বোর্ড। এতদিন র‌্যাঙ্কিংয়ের ৯ নম্বর দল পর্যন্ত কাউকে হারালেই বোনাস পেতেন লঙ্কান ক্রিকেটাররা। এখন থেকে কেবল র‌্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষ ৪ দলের বিপক্ষে সিরিজ জিতলেই মিলবে বোনাস। বাংলাদেশ বা আফগানিস্তানের মতো নিচের সারির দলের বিপক্ষে সিরিজ জিতলে কোনো অতিরিক্ত অর্থ পাবেন না তারা। নতুন নীতি অনুযায়ী, যেকোনো সংস্করণে সিরিজ হারলেই গুনতে হবে জরিমানা। সিরিজ হারলে ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফি থেকে ১০ শতাংশ অর্থ কেটে নেওয়া হবে। বিশেষ করে র‌্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকা বাংলাদেশ বা আফগানিস্তানের কাছে হারলে এই জরিমানা অবধারিত। শ্রীলঙ্কার সংবাদমাধ্যম দ্য সানডে টাইমস জানিয়েছে, আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যেই ক্রিকেটারদের হাতে এই নতুন চুক্তির কাগজ তুলে দেওয়া হবে।

বর্তমানে টেস্ট র‌্যাঙ্কিংয়ে শ্রীলঙ্কা অবস্থান করছে ছয় নম্বরে। বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ে রয়েছে ৯, ১১ ও ১২ নম্বরে। আর টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, আফগানিস্তান ও জিম্বাবুয়ে অবস্থান করছে আট থেকে ১১ নম্বরে। ওয়ানডেতে শ্রীলঙ্কার অবস্থান ছয় নম্বরে। সাদা বলের এই সংস্করণে লঙ্কানদের পরই রয়েছে আফগানরা (সাত নম্বরে)। বাংলাদেশ ও জিম্বাবুয়ের অবস্থান ৯ ও ১১ নম্বরে। বিদেশে টেস্ট সিরিজে র‌্যাংকিংয়ের ১ নম্বর দলকে হারালে দেড় লাখ ডলার বোনাস পাবেন শ্রীলঙ্কান ক্রিকেটাররা। বাংলাদেশি মুদ্রায় তা ১ কোটি ৮৪ লাখ টাকা। র‌্যাঙ্কিংয়ের দুই, তিন ও চারে থাকা দলকে হারালে লঙ্কান ক্রিকেটাররা পাবেন ১ লাখ ডলার (১ কোটি ২২ লাখ টাকা), ৭৫ হাজার ডলার (৯২ লাখ টাকা) এবং ৬০ হাজার ডলার (৭৩ লাখ টাকা) বোনাস দেওয়া হবে। আর ঘরের মাঠে র‌্যাঙ্কিংয়ের এক থেকে চার নম্বর দলের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ জিতলে ১ লাখ ডলার, ৭৫ হাজার ডলার, ৫০ হাজার ডলার এবং ২৫ হাজার ডলার করে বোনাস পাবেন ক্রিকেটাররা। ওয়ানডেতে এক থেকে চার নম্বর দলের বিপক্ষে অ্যাওয়ে সিরিজ জিতলে দেড় লাখ, এক লাখ, ৮০ হাজার এবং ৭০ হাজার ডলার করে বোনাস দেওয়া হবে শ্রীলঙ্কার ক্রিকেটারদের। হোম সিরিজ জিতলে সেই সংখ্যাগুলো হবে অর্ধেক। টি-টোয়েন্টিতে হোম ও অ্যাওয়ে দুই সিরিজেই জিতলে সমান সংখ্যক বোনাস দেওয়া হবে। যা ওয়ানডেতে অ্যাওয়ে সিরিজ জয়ের বোনাসের সমান। লঙ্কান ক্রিকেটারদের জন্য ম্যাচ ফিতেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। টেস্ট জিতলে মিলবে ১৫০০০ ডলার, ড্র করলে ১,০০০ এবং হারলে বা ফল না হলে মাত্র ৭৫০০ ডলার। ওয়ানডে জয়ের জন্য ৭৫০০ ডলার, হারের জন্য ৩৫০০ এবং ফল না হলে ৩০০০ ডলার। টি-টোয়েন্টি জয়ের জন্য ৫০০০ ডলার ও হারের জন্য ২৫০০ ডলার।

এ ছাড়াও অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতি টেস্ট ও ওয়ানডেতে বাড়তি ১০০০ ডলার এবং টি-টোয়েন্টিতে ৫০০ ডলার করে পাবেন অধিনায়ক। র‌্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর স্থান অর্জন করতে পারলে ক্রিকেটারদের এককালীন ২৫,০০০ ডলার বোনাসও দেবে বোর্ড। এক সাক্ষাৎকারে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেটের প্রধান নির্বাহী অ্যাশলে ডি সিলভা বলেন, 'নতুন এই আর্থিক নীতিমালা কেবল খেলোয়াড় নয়, কোচদের জন্যও প্রযোজ্য হবে। আমরা এমন একটি সিস্টেম করেছি যেখানে জিতলে তারা যেমন লাভবান হবে, তেমনি হারলে যেন তারা আর্থিকভাবে খারাপ বোধ করে।'

এশিয়ান রাজত্ব ধরে রাখল সৌদি ক্লাব আল-আহলি

স্পোর্টস ডেস্ক : মাঠে তখন মাত্র ৯ জন ফুটবলার, বিপরীতে পূর্ণ শক্তির প্রতিপক্ষ। এমন প্রতিকূল অবস্থায় থেকে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মুকুট ধরে রাখল আল-আহলি। শনিবার রাতে জাপানের ক্লাব মাচিদা জেলভিয়াকে ১-০ গোলে হারিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মতো এশিয়া সেরার শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছে সৌদি আরবের এই ক্লাবটি। সৌদি আরবের কিং আব্দুল্লাহ স্পোর্টিং সিটিতে অনুষ্ঠিত ফাইনালে নির্ধারিত ৯০ মিনিটে কোনো গোল করতে পারেনি কোনো পক্ষই। আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে ম্যাচ জমে উঠলেও আল-আহলি শিবিরে বড় ধাক্কা আসে ৬৮ মিনিটে। লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন জাকারিয়া আল হাওসাওয়ি।

১০ জনের দল নিয়ে খেলার সময় মোহাম্মদ ইউসুফও লাল কার্ড দেখলে ৯ জনে পরিণত হয় সৌদি ক্লাবটি। ৯ জন নিয়ে ম্যাচ যখন অতিরিক্ত সময়ে গড়ায় তখন সবাই ধরেই নিয়েছিল চ্যাম্পিয়ন হতে যাচ্ছে মাচিদা। কিন্তু ম্যাচের নাটকীয়তা তখনও বাকি। ম্যাচের ৯৬ মিনিটে পাল্টা আক্রমণ থেকে গোল করে দলকে লিড এনে দেন ফারাস আল-বারকান। ৯ জনের দল নিয়েও সেই লিড শেষ পর্যন্ত ধরে রেখে অসাধ্য সাধন করে স্বাগতিকরা। এই জয়ে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ চারবার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করল আল-আহলি। এছাড়া আধিপত্য বজায় রেখে টানা দ্বিতীয় শিরোপা উদযাপনে মাতল রিয়াদ মাহরেজ-ফিরমিনোদের সতীর্থরা।

ম্যারাথনে বিশ্ব রেকর্ড

স্পোর্টস ডেস্ক : ইতিহাসের প্রথম মানব হিসাবে দুই ঘণ্টার কম সময়ে ম্যারাথন শেষ করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড গড়লেন কেনিয়ার সেবাস্টিয়ান সাওয়ে। রোববার লন্ডন ম্যারাথনে মাত্র এক ঘণ্টা ৫৯ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ৩২ কিলোমিটার দূরত্ব অতিক্রম করে শিরোপা জেতার পাশাপাশি নতুন ইতিহাস গড়েন ২৯ বছর বয়সি এই অ্যাথলেট। সাওয়ে ভেঙেছেন তার স্বদেশি কেলভিন কিপটুমের দুই ঘণ্টা ৩৫ সেকেন্ডের বিশ্ব রেকর্ড।

২০২৩ সালে শিকাগো ম্যারাথনে রেকর্ডটি গড়েছিলেন কিপটুম। লন্ডন ম্যারাথনে দ্বিতীয় ও তৃতীয় হওয়া ইথিওপিয়ার ইয়োমিফ কেজেলচাও ও উগান্ডার জ্যাকব কিপলিমোও আগের বিশ্ব রেকর্ডের চেয়ে কম সময় নিয়েছেন। বিশ্ব রেকর্ড হয়েছে লন্ডন ম্যারাথনের নারী বিভাগেও। ইথিওপিয়ার টিগস্ট আসেফা নতুন রেকর্ড গড়েছেন দুই ঘণ্টা ১৫ মিনিট ৪১ সেকেন্ড সময় নিয়ে। আগের রেকর্ডটিও ছিল আসেফার।

রেলিগেশন রেখেই ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ শুরুর দিনক্ষণ জানাল বিসিবি

স্পোর্টস ডেস্ক : ২০২৫-২৬ মৌসুম ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ (ডিপিএল) শুরু হচ্ছে আগামী ৪ মে। শেষ হওয়ার কথা ১১ জুন। এ মৌসুমে মোট ৬৯ ম্যাচ হবে। ম্যাচগুলো হবে ছয়টি ভেন্যুতে। পূর্ণাঙ্গ সূচি শিগগিরই ঘোষণা করবে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। আগেই জানানো হয়েছিল, এবার একক লিগ পর্বে খেলা হবে, কোনো সুপার লিগ পর্ব রাখা হয়নি। তবে লিগের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম বিভাগে অবনমনের জন্য দল নির্ধারণে একটি রেলিগেশন লিগ হবে। যদিও শুরুতে রেলিগেশন না রাখার ব্যাপারে ক্লাবগুলোর সঙ্গে আলোচনা করেছিল বিসিবি। কিন্তু ডিপিএল প্রতিদ্বন্দ্বীহীন ও সমালোচনা হওয়ার আশঙ্কা থেকে সে সিদ্ধান্ত আর নেয়নি তারা। বিসিবি জানিয়েছে, লিগ পর্বে হবে ৬৬টি ম্যাচ। রেলিগেশন লিগে থাকছে ৩টি ম্যাচ।

এবার প্রিমিয়ার লিগে প্রতিটি দলে খাবার সরবরাহের কথা আগেই জানানো হয়েছিল। প্রতিটি ম্যাচের জন্য থাকছে রিজার্ভ ডে। কোনো বিদেশি খেলোয়াড় থাকছে না এবারের ডিপিএলে। ঢাকার ৬টি মাঠ ভাড়া নিয়ে এক দিনে ৬ ম্যাচ আয়োজনের সিদ্ধান্ত বিসিবির। জানা গেছে, বসুন্ধরা, বিকেএসপি, ক্রিকেটার্স একাডেমি ও সিলিকন মাঠে আয়োজন হতে পারে ডিপিএলের ম্যাচ।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

বিশ্ব শ্রমিক দিবসের রক্তঝরা ইতিহাস

জনি সিদ্দিক

বিশ্ব শ্রমিক দিবসে আমরা সবাই সারা বিশ্বব্যাপী ছুটি পালন করি, যা আমাদের মাঝে '১লা মে' নামে অভিহিত। কিন্তু এই ১ মে-র ইতিহাস বেশ বিস্তৃত ও রক্তক্ষয়ী। আমাদের বর্তমানের শ্রমিকরা যে ৮ ঘণ্টা কর্ম দিবস পালন করেন তা এমনিতেই আসেনি। এর জন্য ঝরাতে হয়েছে অনেক রক্ত। যেমন, আমাদের ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের পেছনে রয়েছে সমৃদ্ধ রক্ত ঝরানোর ইতিহাস। ঠিক তেমনই ইতিহাস সমৃদ্ধ ১ মে-র ইতিহাস। আজকে আমি সেই পহেলা মে-র রক্তাক্ত ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো।

আন্দোলনের শুরু: সে ১৭০ বছর আগের কথা (১৮৫৬ সাল থেকে ২০২৬ সাল পর্যন্ত)। সেই যুগে শ্রমিকদের কোনো নির্দিষ্ট কর্মঘণ্টা ছিল না। ছিল না কোন শ্রম আইন। ছোট শিশু থেকে শুরু করে নারী-পুরুষ সবাইকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কারখানায় বন্দি থাকতে হতো। সে সময় অফিস কারখ-ানাতে দৈনিক ১৪-১৬ ঘণ্টা কাজ করতে হতো, যা ছিল অমানবিক। তাই ১৮৫৬ সালের ২১ এপ্রিল অস্ট্রেলিয়ার শ্রমিকরা একযোগে সারাদেশে কর্মবিরতি পালন করে। তাদের দাবি ছিল প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা কাজ। কারণ প্রতিদিন ১৪ থেকে ১৬ ঘণ্টা কাজ করলে একজন শ্রমিকের বিশ্রাম বিনোদন কোনটি গ্রহণেরই পর্যাপ্ত সুযোগ থাকে না। পারিবারিক, ব্যক্তিগত সময় বলে কিছু থাকে না! অস্ট্রেলিয়ার সেই আন্দোলনই প্রথম বিশ্ববাসীকে দেখিয়েছিল যে, শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ হলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়।

শিকাগোর সংগ্রাম (১৮৮৬): এরপরের ঘটনাগুলো আরও জটিল। তখন সময় ছিল ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ। আমেরিকায় শুরু হয় নতুন ঘটনা। আমেরিকায় তখন ছিল তিনটি বড় শ্রমিক সংগঠন। তারা সবাই সম্মিলিতভাবে সিদ্ধান্ত নেয় যে, ১৮৮৬ সালের ১লা মে তারা সবাই একযোগে ধর্মঘট পালন করবে। তাদের স্লোগান ছিল: "৮ ঘণ্টা শ্রম, ৮ ঘণ্টা ঘুম ও ৮ ঘণ্টার বিনোদন।" এই দাবিতে শিকাগোতে শ্রমিকরা সমবেত হয়।

ম্যাককরমিক কারখানায় রক্তক্ষরণ: এরপর ক্রমান্বয়ে ৩ মে ১৮৮৬। বিকেল বেলা শিকাগোর ম্যাককরমিক কারখানার কাছে ধর্মঘট পালন হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন বিখ্যাত শ্রমিক নেতা অগাস্ট স্পাইস। তিনি বক্তৃতার মাধ্যমে সবাইকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু অসংখ্য লোকজনের মধ্যে হঠাৎ করেই বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যায়। এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ গুলি ছুঁড়লে ৬ জন শ্রমিক নিহত ও আহত হয় অসংখ্য। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে আন্দোলন আরও জোরালো হয়।

৪ মে-র হে-মার্কেট ট্র্যাজেডি: শ্রমিক হত্যার প্রতিবাদে ৪ মে শিকাগোর হে-মার্কেট চত্বরের কাছে রেন্ডলফ সড়কে বিশাল বিক্ষোভ হয়। এতে নেতৃত্ব দেন শ্রমিক নেতা এ্যাডলফ ফিশার ও অগাস্ট স্পাইস। ৪ মে সন্ধ্যাবেলা তুমুল বৃষ্টি হচ্ছিল। সেই মুষলধারে বৃষ্টির মাঝেও চলে বক্তৃতা। রাত ১০ টার দিকে পুলিশ সুপার জন বোনফিল্ড তাদের সভা শেষ করতে বলেন। কিন্তু শ্রমিক নেতারা শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম বন্ধ করতে রাজি হননি। দুষ্ট লোকেরা এক পর্যায়ে হঠাৎ বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে পুলিশ অফিসার ম্যাথিয়াস জে. ডিগান মারা যান। ফলে পুলিশ অন্ধকারে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। এতে পুলিশ ও শ্রমিক উভয় পক্ষেই অনেক মানুষ হতাহত হয়।

বীর শহীদদের আত্মত্যাগ: এরপরের ঘটনা আরও করুণ। পুলিশ এই বোমা হামলার কোনো প্রকৃত কারণ খুঁজে না পেলেও নিরপরাধ ৮ শ্রমিক নেতাকে আটক করে এবং বিচার শেষে মৃত্যুদণ্ড দেয়। সেই আটজন শ্রমিক নেতার নাম: ১) আগস্ট স্পাইস; ২) আলবার্ট পারসনস; ৩) অ্যাডলফ ফিশার; ৪) জর্জ অ্যাঞ্জেল; ৫) লুই লিং; ৬) স্যামুয়েল ফিল্ডেন; ৭) মাইকেল শোয়াব; ৮) অস্কার নিবে। ৮ জনের মধ্যে একসাথে ফাঁসির মালা গলায় নেন আলবার্ট পারসনস, অগাস্ট স্পাইস, জর্জ এঞ্জেল এবং অ্যাডলফ ফিশার। সেদিন ছিল ১১ নভেম্বর ১৮৮৭। তবে, লুই লিং ফাঁসির নির্ধারিত দিনের ঠিক আগের দিন (১০ নভেম্বর ১৮৮৭) তিনি কারাগারের ভেতরেই একটি ডিনামাইট ক্যাপসুল মুখে নিয়ে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আত্মহত্যা করেন। তিনি পুলিশের হাতে প্রাণ দিতে চাননি। আর বাকি ৩ জনের মধ্যে স্যামুয়েল ফিল্ডেন এবং মাইকেল শোয়াব ২ জনের ফাঁসির আদেশ হলেও পরে তা পরিবর্তন করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আর অস্কার নিবে ১জনকে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। ফাঁসির সময় স্পাইস চিৎকার করে বলেন, "আজ হয়তো তোমরা আমাদের কণ্ঠরোধ করছো, কিন্তু একদিন আমাদের নীরবতাই হবে অধিক শক্তিশালী।" ১৮৯৩ সালে ইলিনয় অঙ্গরাজ্যের গভর্নর জন পিটার অল্টগেল্ড স্বীকার করেছিলেন যে, দণ্ডপ্রাপ্ত শ্রমিকরা আসলে নির্দোষ ছিলেন। তিনি বেঁচে থাকা বাকি তিনজনকে মুক্তি দেন। (সূত্র : এ্ওযব ঐধুসধৎশবঃ এ্ৎধমবফু - চধঁষ আৎরপয) এটি প্রমাণ করে যে, সেই সময় শ্রমিকদের কণ্ঠরোধ করার জন্য কতটা অন্যায় বিচার করা হয়েছিল। এই সাহসী সিদ্ধান্তের কারণে গভর্নর অল্টগেল্ডকে তখন অনেক সমালোচনা ও রাজনৈতিক চাপের মুখে পড়তে হয়েছিল, কিন্তু সত্য প্রকাশে তিনি পিছপা হননি। বর্তমানে তাঁকে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক হিসেবে শ্রদ্ধা জানানো হয়।

স্বীকৃতি ও বর্তমান: এই হলো আমাদের শ্রমিক দিবসের কথা। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৮৯ সালে প্যারিসে সমাজবাদীদের 'দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে' সর্বোচ্চ কাজের সীমা ৮ ঘণ্টা নির্ধারণের দাবিতে ১৮৯০ সালের ১ মে বিক্ষোভের প্রস্তাব পাস করা হয়। এতে যুক্তরাষ্ট্র, চিলি, পেরুসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয়। আর তখন থেকেই পালিত হচ্ছে ১ মে বা বিশ্ব শ্রমিক দিবস। আজ বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশে এর সুফল ভোগ করছে। আর ছুটির দিন হিসেবে দিনটি স্মরণ হয়। তবে মে দিবস পালিত হলেও আধুনিক যুগে এসেও অনেক শ্রমিক ন্যায্য মজুরি ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ থেকে বঞ্চিত। বিশেষ করে নারী ও শিশু শ্রমিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এখন সময়ের দাবি। শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই তার মজুরি পরিশোধ করার যে মানবিক ও ইসলাম ধর্মীয় চেতনা, তা বাস্তবায়ন করাই হোক আজকের অঙ্গীকার। কিন্তু এখনও কারখানায় ৮ ঘণ্টার বেশি কাজ হয়। কারখানাগুলোতে ওভার টাইমের নামে এখনও চলে দীর্ঘ কর্ম ঘন্টার মাধ্যমে শ্রমিক নির্যাতন। আমি নিজেও প্রতিদিন ১৩ থেকে ১৪/১৫ ঘণ্টা ডিউটি করি। আমাদের সত্যিকারের শ্রমিক দিবস প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন ইসলামি শ্রম আইনের পাশাপাশি প্রচলিত শ্রম আইনের সঠিক মূল্যায়ন ও প্রয়োগ। দেশের অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে শ্রমিকদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাই শ্রমিকদের সুস্থ রাখার জন্য সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

রুমী ডেন্টাল ল্যাব

আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিস্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত (Unbreakable, Flexi, Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।

Princeton Court Building
35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372
(Bet. 35th & 37th Avenue)
Tel: 718-672-0209, 718-414-4760

ডাঃ মোহাম্মদ মুজাহিদ বিল্লাহর নূতন মেডিকেল অফিস
ফুসফুসের রোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
বিভিন্ন ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করা হয়
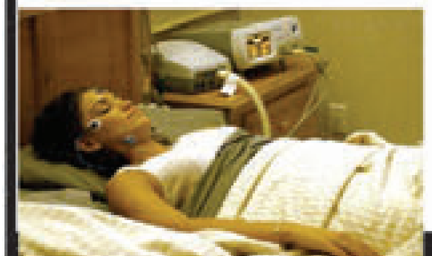
Sleep and Lung Center
* আপনি কি অনিদ্রা, নিদ্রাকালীন শ্বাসকষ্ট এবং নাক ডাকা সহ নিদ্রাজনিত সমস্যায় ভুগছেন?
* ঘুমন্ত অবস্থায় আপনার শ্বাস-প্রশ্বাস কয়েকসেকেন্ডের জন্য বন্ধ হওয়ার অভিযোগ কেউ কি করেছেন?
* আপনি কি গাড়ী চালাতে গিয়ে কিংবা কর্মক্ষেত্রে ঝিমিয়ে পড়েন?
* আপনি কি রাত্রিবেলা ঘুম থেকে বারবার জেগে উঠেন?
* আপনি কি এজমা/ ফুসফুস, ধুমপান জনিত রোগে ভুগছেন?
* সুস্বাস্থ্য ও সুখময় জীবনের জন্য আমাদের সেবা নিন।
* পালমোনারী ফাংশন টেষ্ট, এলার্জি স্কীন টেষ্ট ও কনসাল্ট।
আপনাদের সেবায় এখন জ্যামাইকা এষ্টেটে
Dr. Muhammad Muzahid Billah
Lungs & Sleep Specialist
Cell: 347-204-9683, Fax: 718-526-8900
Tel: 718-526-2700
170-12, Highland Ave. Suite#102, Jamaica, NY-11432

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-636-0100
Fax: 718-636-0112

Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-565-5600
Fax: 718-565-5686

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করে থাকি

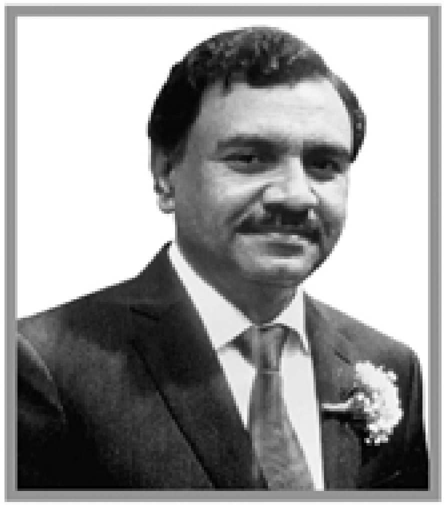

ডাঃ গোবিন্দ পাল
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Attending Physician
Wyckoff Heights
Medical Center

Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board Certified in Internal Medicine

- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য সুলভে পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারিরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের সম্ভাবনা সম্পর্কে জেনে নিন।
- বয়সভিত্তিক বিভিন্ন রোগের টিকা দিয়ে ভবিষ্যতে নিরাপদ থাকুন।

আমরা প্রায় সব ধরণের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি। অফিসে আসার পূর্বে অনুগ্রহ করে ফোন করুন।

Gobinda Paul Physician P.C
An Ideal Healthcare Unit for Curative and Preventive Medicine
Visiting Hours: Mon-Fri : 6PM-9PM, Sat or Sun: 9 Am-2PM
রোগী দেখার সময় : সোম-শুক্র : বিকাল ৬ টা-রাত ৯টা
এবং শনি ও রবি : সকাল ৯টা থেকে দুপুর ২টা
87-38 168 Pl, Jamaica, NY 11432
P: 718-874-0076, F: 718-841-7499
E-mail : GobindaPaul.PC@outlook.com

FAMILY CARE RX PHARMACY

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

WE ACCEPT MOST INSURANCE

- Metro Plus
- Fidelis Care
- Wellcare
- Health First
- Affinity
- Health Plus
- Hip
- All Private Insurance
- Express Scripts
- Magna Care
- Optumrx
- United Health Care

মামুনের তত্বাবধানে

170-04 HILLSIDE AVE, JAMAICA, NY 11432
TEL : 718-297-1927, FAX : 718-297-3029

স্থানীয় সরকারে ‘এমপি রাজ’ সৃষ্টির উদ্যোগ কেন

(৪ পাতার পর)

এই দ্বন্দ্বের একটি কারণ হলো যে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তারা নির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যানদের তাঁদের অধস্তন মনে করেন এবং নিজেদের ‘স্যার’ সম্বোধন করার দাবি তোলেন। প্রসঙ্গত, এই সমস্যা তুলে ধরার জন্য নির্বাহী কর্মকর্তাদের একটি অংশ প্রয়াত ড. মুজাফ্ফর আহমদ, ড. তোফায়েল আহমেদ এবং আমাকে উপজেলাতে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। এ পদ্ধতিতে উপজেলা চেয়ারম্যানদের সঙ্গে সংসদ সদস্যদেরও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

সংসদ সদস্যদের উপজেলা পরিষদে বসার জায়গা করে দেওয়ার ফলে উপজেলা চেয়ারম্যান ও সংসদ সদস্যদের দ্বন্দ্ব চরমে উঠবে। কারণ, স্থানীয়ভাবে স্থায়ী অফিস স্থাপিত হলে সংসদ সদস্যরাই সব সিদ্ধান্ত নিতে চাইবেন। পিঁড়ির কোনায় কাউকে বসতে দিলে সেই ব্যক্তি পুরো পিঁড়ি দখল করতে চায়এটিই স্বাভাবিক। কারণ, ক্ষমতার ধর্মই হলো যেখানে ক্ষমতা, সেখানে তা কুক্ষিগত এবং তার অপব্যবহার হয়।

এ ছাড়া সরকারের সিদ্ধান্তটি সরকার ও দলের মধ্যকার পার্থক্য তিরোহিত করবে, যার কুফল আমরা শেখ হাসিনা সরকারের আমলে দেখেছি। সংসদ সদস্যরা উপজেলায় বসলে দলীয় নেতা-কর্মীদের পদচারণে উপজেলা পরিষদ মুখর হয়ে উঠবে। ফলে সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে উপজেলার সব কার্যক্রম দলের করায়ত্ত হয়ে যাবে, যা কারও জন্যই মঙ্গলকর হবে না।

পরিশেষে এটি না বললেই নয় যে সরকারি ও বিরোধী দলনির্বিশেষে সব সংসদ সদস্যকে সরকারের এ সিদ্ধান্তের প্রতি স্বার্থপ্রণোদিত সমর্থন আমাদের হতাশ করেছে। বহু রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ভোটাধিকারের মাধ্যমে গঠিত সংসদের কাছ থেকে আমরা অনেক ভালো কিছু আশা করেছিলাম। তাই মাননীয় জনপ্রতিনিধিদের কাছে আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা জনস্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে সরকারের বর্তমান এবং অন্যান্য সিদ্ধান্তকে মূল্যায়ন করুন এবং জনগণের দোরগোড়ার সরকারকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিন।

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)।

বাংলাদেশে টিটিপি জঙ্গির উদয় হলো কোথা থেকে

(৫ পাতার পর)

হয়নি। এটাও জানা যায়নি যে, বাংলাদেশে টিটিপি নামে কোনো জঙ্গি সংগঠনের আদৌ অস্তিত্ব আছে কি না, নাকি অভিযুক্ত পুলিশ ও বিমান বাহিনীর সদস্যসহ আরো কিছু বিপথগামী বাংলাদেশি তরুণ শুধু অনলাইনে মগজধোলাই হয়ে পাকিস্তানি তালেবানের সদস্য হয়েছে। ফ্যাসিস্ট আমলে কিছুদিন পরপর বিচিত্র সব নামের কথিত জঙ্গি সংগঠন আবিষ্কারের মাধ্যমে গুম, বিচারবহির্ভূত হত্যা, আয়নাঘর ইত্যাদি পদ্ধতিতে ভয়াবহ সব মানবাধিকার লঙ্ঘন জায়েজ করা হতো। টিটিপির গল্প তখন শোনা যায়নি। জুলাই বিপ্লব-পরবর্তী বাংলাদেশে জনগণ পুরোনো সেসব নাটকের মঞ্চায়ন আর দেখতে চায় না। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থানের প্রচারণা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে।

২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত নানা উপায়ে তৎকালীন বিএনপি সরকারকে বিব্রত করার ষড়যন্ত্র আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম। সারা দেশে একদিনে কয়েকশ বোমা বিস্ফোরণের রহস্যজনক ঘটনা আমাদের ভুলে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বিদেশি আধিপত্যবাদী শক্তি এবং তাদের এদেশীয় এজেন্টদের সংযোগ এবং নিবিড় পরিকল্পনা ব্যতীত দেশের প্রায় প্রতিটি উপজেলায় একই দিনে এমন সন্ত্রাসী ঘটনা সংঘটিত হওয়া সম্ভব ছিল না। বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বাধীন চারদলীয় জোট সরকারের আমলে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক মিডিয়ায় বাংলাদেশকে একটি ইসলামি জঙ্গি রাষ্ট্র হিসেবে প্রচারণার অস্ত্র হিসেবে ওই বোমা হামলার ঘটনা ব্যবহৃত হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক মহলে এক-এগারোর ভারতপন্থি সেনা অভ্যুত্থান জায়েজ করার জন্য বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ উত্থানের গল্প বেশ কাজে লেগেছিল। পনেরো বছরের ফ্যাসিবাদী আমলে দেশব্যাপী একযোগে বোমা বিস্ফোরণের রহস্যের কিনারা করার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তারা হয়তো থলের বিড়াল বেরিয়ে যাওয়া নিয়ে শঙ্কিত ছিল। বর্তমান নির্বাচিত সরকারের বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা উচিত বলে আমি মনে করি। সেই সন্ত্রাসী ঘটনার প্রকৃত কুশীলবদের চেহারা উন্মোচন করতে পারলে বর্তমানের ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করা সহজ হবে। অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদের যেকোনো জঙ্গি গল্প বিশ্বাস করার আগে সব প্রাসঙ্গিক তথ্য সঠিকভাবে উদঘাটন এবং সেগুলো যথাযথ বিচারবিশ্লেষণ করা আবশ্যক। টিটিপিসংক্রান্ত অভিযোগ আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সম্পূর্ণ পেশাদারিত্বের সঙ্গে দেখবে বলে আশা করছি।

পাকিস্তানের টিটিপির সঙ্গে আফগান তালেবানদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয়টি ইতোমধ্যে প্রমাণিত। উপরন্তু এদের সঙ্গে ভারতের ‘র’-এর যোগসূত্র নিয়েও সর্বত্র আলোচনা রয়েছে। সুতরাং, বাংলাদেশে যদি সত্যি টিটিপির উত্থান ঘটে থাকে তাহলে এই জঙ্গিদের শুধু স্থানীয় বিপথগামী ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। বাংলাদেশে টিটিপি জঙ্গি সেল তৈরি হয়ে থাকলে সেটাকে ২০০১ থেকে ২০০৬ সালের অনুরূপ বিদেশি কোনো আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের বাংলাদেশবিরোধী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

আর যদি কেবল অনলাইনে টিটিপির প্রচারণা দ্বারা আমাদের তরুণরা বিভ্রান্ত হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বচ্ছতার সঙ্গে গণমাধ্যমের সহায়তা নিয়ে সরকারের উচিত জনগণকে বিশেষভাবে সতর্ক করা। তবে কাল্পনিক জঙ্গি হামলা নিয়ে সরকারি সূত্র থেকে অতিরিক্ত প্রচার সরকার এবং রাষ্ট্রের জন্য মঙ্গলজনক হবে না। এ-জাতীয় প্রচারণার ফলে ভারতে পালিয়ে থাকা আওয়ামী সন্ত্রাসী এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মধ্যকার বরখাস্তকৃত অপরাধীরা উৎসাহিত হয়ে দেশের অভ্যন্তরে নাশকতার পরিকল্পনা করতে পারে। জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষায় সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে আজকের লেখা শেষ করছি।

জনগণ হারবে সেটাই নিয়ম

(৬ পাতার পর)

হয়। জামায়াতের দিক থেকে তরুণদের সঙ্গে পাওয়াটা প্রয়োজন ছিল; কেবল যে দল ভারী করার জন্য তা নয়, অতীতের কলঙ্ক আড়াল করার কাজে সহায়তার জন্যও। বলার আবশ্যকতা নেই যে জামায়াত খুব বড় আকারে ছাড় দেবে এমন আশা ছিল নিতান্তই অবাস্তব। তবে শেষ পর্যন্ত ত্রিশ আসনে সমঝোতা হয়। অভ্যুত্থানে সফল হয়ে ছাত্রনেতারা নতুন ধরনের রাজনীতি উপহার দেবেন-এমন আশা জাগানোর পরে তাঁদের দল অতিশয় পুরোনো একটি দলের সাহায্যপ্রার্থী হবে-এমনটা দেশের মানুষ তো বটেই, সংগঠনের ভিতরের অনেকেও তখন আশা করেননি। নতুন দলের একাংশ, বিশেষ করে মেয়েরা প্রতিবাদ করেন। তাঁদের অনেকের বিচ্ছিন্ন এবং নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে। কিন্তু প্রধান অংশ তাদের শাপলা কলি প্রতীকের জন্য জামায়াতের দাঁড়িপাল্লাতে জায়গা খুঁজে নেওয়াটকেই বাঞ্ছনীয় ভাবে। এরকমের পরিণতি যে অপ্রত্যাশিত ছিল তা অবশ্য বলা যাবে না। কারণ এনসিপি সমাজবিপ্লবী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, দলটির তারুণ্যের ভিতর রক্ষণশীল উপাদানের উপস্থিতির প্রমাণ বিভিন্ন ফাঁকফোকর দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছিল।

এসব প্রেক্ষাপট পেরিয়ে ত্রয়োদয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশি আসন নিয়ে বিএনপি ক্ষমতায়। বিরোধী বেঞ্চে জামায়াত-এনসিপিসহ তাদের শরিক। সংসদ যথেষ্ট প্রাণবন্তই বলা যায়। দুই পক্ষের তীব্র-তীক্ষ্ণ চাপান উতোরে কখনো উত্তপ্ত সংসদ। কখনো বা হাস্যরসে সৌহার্দ্যরে সুবাতাস। অতিসম্প্রতি জ্বালানিসংকট মোকাবিলার পথ খুঁজতে সরকার ও বিরোধী দলের সমসংখ্যক সদস্যের সমন্বয়ে একটা বিশেষ কমিটি গঠন করা হলো। তারা যৌথভাবে সমাধানের পথ খুঁজবে। সুপারিশ করবে। এ চর্চা আশা জাগায়। গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রার ইঙ্গিত দেয়। জাতি যা থেকে বঞ্চিত হয়েছে দীর্ঘদিন।

লেখক : ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

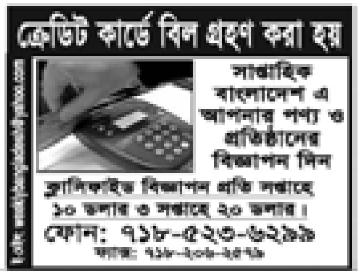

সচল হচ্ছে পরিত্যক্ত দেশের ৮ বিমানবন্দর

ঢাকা : দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে অচল বা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা বিমানবন্দরগুলো পুনরায় সচল করার উদ্যোগ নিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বেবিচকের বোর্ডসভায় এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, আঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা জোরদার এবং অভ্যন্তরীণ বিমান পরিবহন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। সভায় জানানো হয়, বর্তমানে দেশে বেশ কয়েকটি বিমানবন্দর দিয়ে আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকার হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং সিলেটের ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট পরিচালিত হয়। পাশাপাশি ২০২৫ সালের ১২ আগস্ট কক্সবাজার বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যা বর্তমানে পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম শুরু করার অপেক্ষায় রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট পরিচালনার ক্ষেত্রে দেশের কয়েকটি বিমানবন্দর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এর মধ্যে সৈয়দপুর, যশোর, রাজশাহী, বরিশাল এবং কক্সবাজার বিমানবন্দর উল্লেখযোগ্য। এসব বিমানবন্দর থেকে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট পরিচালিত হলেও দেশের অনেক সম্ভাবনাময়. অঞ্চল এখনো বিমান যোগাযোগ সুবিধার বাইরে রয়ে গেছে। ফলে সেসব অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পর্যটন সম্ভাবনা পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হচ্ছে না।

এই প্রেক্ষাপটে বোর্ডসভায় দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত অচল বা পরিত্যক্ত বিমানবন্দরগুলো পুনরায় চালুর সম্ভাবনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট সদস্যরা জানান, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্মিত বেশ কয়েকটি বিমানবন্দর বর্তমানে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এর মধ্যে লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, ঈশ্বরদী এবং কুমিল্লা বিমানবন্দর উল্লেখযোগ্য। দীর্ঘদিন ব্যবহারের বাইরে থাকার কারণে এসব অবকাঠামো নষ্ট হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। এ ছাড়া স্বাধীনতার পর নির্মিত বগুড়া স্টলপোর্ট এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন শমশেরনগর বিমানবন্দর বর্তমানে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী ব্যবহার করছে। অন্যদিকে বাগেরহাটের খানজাহান আলী বিমানবন্দর এবং পটুয়াখালী স্টলপোর্টও দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। এসব বিমানবন্দর পুনরায় চালু করা গেলে দেশের দক্ষিণ ও উত্তরাঞ্চলের সঙ্গে আকাশপথে যোগাযোগ আরও সহজ হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। বোর্ডসভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, বর্তমানে সচল বিমানবন্দরগুলো ছাড়াও বাকি বিমানবন্দরগুলোর উপযোগিতা যাচাই করে ধাপে ধাপে পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এজন্য সম্ভাব্যতা যাচাই (ফিজিবিলিটি স্টাডি) পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম, পর্যটন সম্ভাবনা এবং যোগাযোগ সুবিধা বিবেচনায় নিয়ে কোন বিমানবন্দর আগে চালু করা হবে তা নির্ধারণ করা হবে। অগ্রাধিকার তালিকায় যেসব বিমানবন্দর রাখা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে- বগুড়া, লালমনিরহাট, ঠাকুরগাঁও, ঈশ্বরদী, শমশেরনগর, খানজাহান আলী, কুমিল্লা এবং পটুয়াখালী বিমানবন্দর। এসব অঞ্চলের উন্নয়ন সম্ভাবনা এবং কৌশলগত গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়েই তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এ বিষয়ে বেবিচকের সদস্য (পরিচালনা ও পরিকল্পনা) এয়ার কমডোর আবু সাঈদ মেহবুব খান আমাদের সময়কে বলেন, সম্প্রতি এক সভায় ৮টি বিমানবন্দর সচল করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিমানবন্দরগুলোয় বাণিজ্যিক বিমান পরিচালনায় উপযোগী কিনা সম্ভাব্যতা যাচাই করা হবে। পরে একটি প্রস্তাব বিমান মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। সেখান থেকে অনুমোদন সাপেক্ষে সচলের উদ্যোগ নেওয়া হবে। সভায় উপস্থিত সদস্যরা বলেন, এসব বিমানবন্দর চালু করা গেলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি কৃষি, শিল্প ও পর্যটন খাতেও ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

জ্যামাইকায় ডা. শামীম আহমেদের নিজস্ব নতুন অফিস
GETWELL MED-CARE P.C.
170-25 Cedarcroft Rd,
Jamaica, NY 11432
718-305-1262
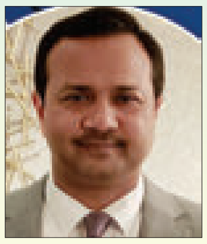
ডা. শামীম আহমেদ, এমডি,এফএসিপি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল।
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস : ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি

আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত
আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
SHAMIM AHMED, MD, FACP
INTERNAL MEDICINE, GERIATRIC MEDICINE
Jamaica Office
170 25 Cedarcroft Rd, Jamaica, NY 11432
Ph: 718-305-1262
Fax:718-205-4815
Jackson Heights Office
35-30 64th Street, Woodside, NY 11377
Phone : 718-205-6561
Fax: 718-205-4815

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
Bangladeshi Foot Specialist
Dr. Sadi Alam

পায়ের কোন সমস্যায় ভুগছেন?
নিউইয়র্কে বাংলাদেশী চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।
ডায়াবেটিক রোগীদের ফুট চেকআপ করা হয়।
We accept
Wellcare, Health First, Metro-plus, Fidelis, Medicare, Aetna, Cigna and other private insurances.
আজই আপনার ডাক্তারকে রেফারেলের জন্য জিজ্ঞাসা করুন।
Call for Appoinment
Jamaica Office : 16605 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
Jackson Heights: 70-17 37th Ave. Jackson Heights, NY 11372
Brooklyn Office : 486 McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218
Parkchester: 1381 Castle Hill Ave, Bronx NY 10461
Ozone park: 77-21, 101th Avenue, Ozonepark, NY11416
Floral Park : 264-02, Hillside Ave, Floral Park, NY 11004
Phone: 347-509-4470 (Cell)
Fax : (646) 845-1861

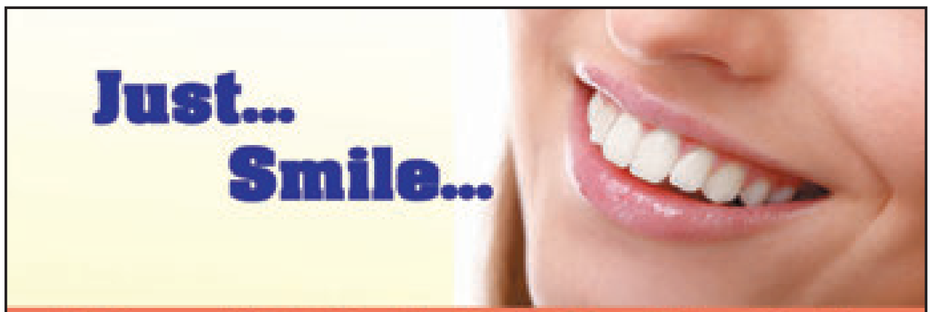

A Beautiful Smile Is A Healthy Smile
General Dentistry
Nitrous Oxide
Crown & Bridges
Dentures
Extractions
Cosmetic Dentistry
Veneers
Bonding
Root Canal Therapy
Implant Surgery & Restorations
IMPLANT & COSMETIC DENTISTRY
MEDICAID & MOST INSURANCE ACCEPTED
WE ACCPT MAJOR CREDIT CARDS
VISA MasterCard
IMPLANT CONSULTATION

Dr. Muslima J. Khandakar, DMD
Dr. Mohammad Wahedur Rahman, D.D.S
TWO OFFICES ON HILLSIDE AVENUE
FLORAL DENTAL CARE P.C.
256-18 Hillside Ave.
Floral Park, NY-11004
Tel: (718)343-5353
Fax: (718)343-5354
CUTE DENTAL CARE P. C.
167-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY-11432
Tel: (718)526-5999
Fax: (718)526-6646

ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার
SAYERA HAQUE, M.D
আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল
সেবাসমূহ
• জেনারেল চেকআপ • হাই কোলেস্টরল এজমা • TLC/Motor Vehicle Exam
• শারীরিক পরীক্ষা • ইকেজি
• ডায়াবেটিস • বয়স্ক ভেক্সিনেশান • মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরণের রোগের চিকিৎসা করা হয়।
• হাইপারটেনশন • ব্লাড টেস্ট
আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন
We accept most of the Insurances
Haque Medical Office, PC
540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67
Office Hours
TTuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm
Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

ভাষা-প্রকৌশল ও কালচারাল হেজিমনি

(৮ পাতার পর)

ব্যবহারে অদক্ষ, তাদেরকে 'গেঁয়ো' বা 'গাইয়্যা' তকমা দিয়ে অবমূল্যায়ন করা হতো, যা আসলে ভাষার আড়ালে সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে প্রতিষ্ঠা করে। ফলে ভাষাপ্রকৌশল এখানে নিরীহ সাহিত্যিক উৎকর্ষের প্রয়াস ছিল না; বরং তা হয়ে ওঠে এক ধরনের সাংস্কৃতিক বাছাই-প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ক্ষমতার কেন্দ্র নিজের উপযোগী ভাষাকে মানদণ্ডে পরিণত করে এবং বাকিদের প্রান্তে ঠেলে দেয়।

ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে বাংলা-মুলুকে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় দফা ভাষাপ্রকৌশল আরো স্পষ্ট রাজনৈতিক রূপ নিয়ে হাজির হয়। এবারের ভাষাপ্রকৌশলের প্রবণতা ছিল দ্বিমুখী। একদিকে ছিল ভারতকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক আধিপত্যের ধারক ও বাহক একদল বুদ্ধিজীবী, যারা উপমহাদেশীয় 'উচ্চ' সংস্কৃতির নির্দিষ্ট মানদণ্ডে বাংলা ভাষাকে ঢালাই করতে আগ্রহী; অন্যদিকে ছিল পাকিস্তানি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী, যারা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় একতার উপকরণ হিসেবে পুনর্গঠন করতে চেয়েছিল। ফলে ভাষা আর কেবল সাহিত্যিক রীতি বা ব্যাকরণগত মানের প্রশ্নে সীমাবদ্ধ থাকেনি; তা সরাসরি ক্ষমতার কাঠামোর ভেতরে প্রবেশ করে। পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রভাষা বিতর্ক এই ভাষাপ্রকৌশলের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালের পরপরই উর্দুকে একক রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ এবং ১৯৪৮ সালে গভর্নর জেনারেল হিসেবে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর ঢাকায় দেয়া বক্তব্য, যেখানে তিনি ঘোষণা করেন যে উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা, ভাষাকে সরাসরি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের প্রতীকে রূপ দেয়। তুলনামূলক দৃষ্টিতে দেখা যায়, ভারতসহ দুনিয়ার বহু রাষ্ট্রেই একটি ভাষা 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে প্রশাসনিক সুবিধার্থে; কিন্তু পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে উর্দুকে আরোপের প্রচেষ্টাকে সেই সময়কার বামপন্থি বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীদের কাছে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এ অঞ্চলে কেন্দ্রের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস হিসেবে প্রতিভাত হয়। ফলে এ রাষ্ট্রভাষা ভাষানীতিকে একটি সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ-কৌশল হিসেবে যুক্তি দাঁড় করানো সহজ হয়েছিল।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন যার বেদনাদায়ক চূড়ান্ত রূপ আমরা দেখি ২১ ফেব্রুয়ারির শহীদদের আত্মদানে। ভাষার অধিকার আদায়ে আত্মাহুতি প্রমাণ করে, ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়; তা আত্মপরিচয়, মর্যাদা ও রাজনৈতিক অধিকারবোধের কেন্দ্র। মাতৃভাষার দাবি রাষ্ট্রভাষার দাবিতে রূপান্তরিত হওয়ার মধ্য দিয়ে যে স্বাধিকার আন্দোলনের বীজ রোপিত হয়, তা ছিল সাংস্কৃতিক স্বীকৃতির পাশাপাশি রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম। ভাষা এখানে প্রতীকে পরিণত হয় অধিকারবঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠের সম্মিলিত চেতনার প্রতীক হিসেবে। উনিশ শতকের শুরু থেকে এই ভূখণ্ডে ভাষা ক্রমশ রাজনীতির মোক্ষম অস্ত্রে পরিণত হয়েছে। কখনো মানবিকীকরণের নামে, কখনো বা আধুনিকীকরণের নামে ভাষাকে 'শুদ্ধ' করার প্রচেষ্টা, কখনো রাষ্ট্রীয় একত্রীকরণের নামে একভাষিকতার আরোপ, আবার কখনো জাতীয়তাবাদের মোড়কে ভাষাকে আবেগীয় সমাবেশের কেন্দ্রে স্থাপন প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার হাতিয়ার হিসেবে। ফলে প্রশ্নটি কেবল কোন শব্দ গ্রহণযোগ্য বা ভাষার প্রকরণে কোন রীতি মান্য এতটুকু নয়; প্রশ্নটি হচ্ছে, কে ভাষার মান নির্ধারণ করবে এবং সেই মান নির্ধারণের মাধ্যমে কাদের কণ্ঠকে কেন্দ্রে আর কাদের কণ্ঠকে প্রান্তে ঠেলে দেয়া হবে।

বিগত জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে ব্যবহৃত 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' স্লোগানটি নতুন প্রজন্মের মধ্যে অস্বাভাবিক দ্রুততায় জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ শব্দবন্ধটির ঐতিহাসিক শিকড় কিন্তু প্রথিত আছে ব্রিটিশ-বিরোধী ঔপনিবেশিক উপমহাদেশে প্রতিরোধ আন্দোলনে, বিশেষত বিপ্লবী চেতনার প্রকাশে। উপমহাদেশে এই স্লোগানকে সর্বাধিক পরিচিত করে তুলেছিলেন বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীরা। 'ইনকিলাব' (বিপ্লব) এবং 'জিন্দাবাদ' (দীর্ঘজীবী হোক) এই দুটি শব্দ মিলিয়ে এটি ছিল নিপীড়ন-বিরোধী আকাঙ্ক্ষার এক প্রতিবাদী সাঙ্কেতিক ভাষা। ফলে শব্দবন্ধটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য কোনো একক রাষ্ট্র বা মতাদর্শে সীমাবদ্ধ নয়; বরং তা উপনিবেশ-বিরোধী ও আধিপত্যবিনাশী সংগ্রামের সামষ্টিক স্মৃতির অংশ। কিন্তু সাম্প্রতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের এক শ্রেণির রাজনৈতিক ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী তাদের বয়ানের রাজনীতির ভেতর দিয়ে এই স্লোগানটিকে পাকিস্তানপন্থিতার সঙ্গে যুক্ত করার চেষ্টা করছে। ভাষাতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের বদলে এখানে দেখা যাচ্ছে একটি অর্থ-স্থানান্তর (সেমেন্টিক রিফ্রেইমিং) যেখানে একটি ঐতিহাসিক প্রতিরোধের প্রতিবাদী উচ্চারণকে নির্দিষ্ট ভূরাজনৈতিক ভাষাগত ঐতিহ্যের সঙ্গে আটকে ফেলার প্রয়াস চলছে। এ ধরনের বয়ান তৈরির কৌশল নতুন নয়; রাজনৈতিক তত্ত্বে এটি 'বয়ান নিয়ন্ত্রণ' (ডিসকোর্স কন্ট্রোল) হিসেবে পরিচিত যেখানে শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনমতের গতিপথ প্রভাবিত করা হয়।

বর্তমানের 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' বিতর্ক ঐতিহাসিকভাবে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; বরং পুরোনো হেজিমনিক প্রবণতার পুনরাবৃত্তি। একটি নির্দিষ্ট শব্দবন্ধের ব্যবহার নিয়ে হঠাৎ করে ময়দান উত্তপ্ত করে তোলা নিছক ভাষাগত শুদ্ধতার অনুসন্ধান নয়; বরং এটি অর্থ-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে রাজনৈতিক ক্ষেত্র পুনর্গঠনের প্রচেষ্টা। ভাষাকে যদি সামাজিক প্রবাহের স্বাভাবিক গতিতে চলতে না দিয়ে ক্ষমতার বলয়ে আটকে রাখা হয়, তবে তা আবারো প্রমাণ করবে ভাষা-প্রকৌশল কখনো নিরপেক্ষ থাকে না; তা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক পরিণতির দিকেই গড়িয়ে যায়। 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' এই অঞ্চলের মানুষের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিহাসে বারবার ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, ঔপনিবেশিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, এমনকি পরবর্তী নানা গণ-আন্দোলনেও এটি ছিল প্রতিরোধের ভাষা তথা অধিকারচেতনার স্লোগান। একটি শব্দবন্ধকে তার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল সমকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে আবদ্ধ করা মানে ভাষার ভেতরে ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ আরোপের প্রয়াস; যা শাসকের স্বৈরাচারী মনোবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ। ভাষা-প্রকৌশলে এমন ধারার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হলে ভাষা তখন আর মুক্ত উচ্চারণ কিংবা মুক্তকণ্ঠে বলার স্বাধীনতা (ফ্রিডম অব স্পিচ) থাকে না; গণমানুষের মুখের ভাষা হয়ে ওঠে অনুমোদিত ও অননুমোদিত শব্দের তালিকা। এই প্রবণতা নতুন নয়; অতীতেও আমরা অনেক দেখেছি। ভাষাতত্ত্ব ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণে বহুবার দেখা গেছে, শব্দের অর্থকে সঙ্কুচিত বা বিকৃত করে রাজনৈতিক বাস্তবতাকে পুনর্নির্মাণ করা হয়।

একটি মৌলিক প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই আমাদের সামনে আসে : প্রকৃত অর্থে ভাষা কার? ভাষা কোনো মন্ত্রণালয়ের দাফতরিক সম্পত্তি নয়, কোনো একক মতাদর্শের উত্তরাধিকারও নয়। এটি একটি যুথবদ্ধ জনগোষ্ঠীর সম্পদ, বিশেষ করে জনগণের সম্মিলিত সৃজন। ভাষা তাদের জীবন, শ্রম, ভালোবাসা, প্রতিবাদ, কান্না ও স্বপ্নের ভেতর দিয়ে কালের আবহে নির্মিত এক চলমান ঐতিহ্য। সমাজ-ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনায় ভাষাকে দেখা হয় 'যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতা' (লিভড এক্সপেরিয়েন্স)-এর অংশ হিসেবে; অর্থাৎ ভাষা কেবল ব্যাকরণ বা শব্দতালিকার সমষ্টি নয়; বরং সামষ্টিক মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ। যে জনগণ ভাষা ব্যবহার করে, তারাই শেষ পর্যন্ত ভাষার রূপ নির্ধারণ করে। ইতিহাসে বাংলা ভাষার প্রকৌশলের প্রয়োগ যারা করেছেন, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক প্রশাসক, ব্রাহ্মণ্যবাদী পণ্ডিত, জাতীয়তাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক কিংবা তথাকথিত সুশীল অভিজাত গোষ্ঠী তারা প্রত্যেকেই ভাষাকে কোনো না কোনোভাবে ক্ষমতার যন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কখনো শাসনের সু-বিধার্থে, কখনো সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠায়, কখনো জাতীয় পরিচয়ের একমাত্রিক কাঠামো নির্মাণে। কিন্তু তাদের নির্ধারিত মান কখনো স্থায়ী হয়নি, যদি না সেটি জনগণের দৈনন্দিন ব্যবহার ও সামাজিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে থাকে। ভাষার চূড়ান্ত রূপ নির্ধারণ করেছে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনচর্যায় তথা হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে, কল-কারখানায়, মঞ্চে-ময়দানে, উৎসবে-আন্দোলনে। ফলে আজ যদি গণমানুষের প্রতিরোধের ভেতর দিয়ে ভাষা তার সহজ-সরল, জীবনমুখী রূপে ফিরে যেতে চায়, সেটি কোনো বিচ্যুতি নয়; বরং ভাষার স্বাভাবিক প্রবণতা ও জীবনবাস্তবতায় তার পুনর্জাগরণ।

লেখক : ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি, ইউনিভার্সিটি অব রোহ্যাম্পটন, যুক্তরাজ্য।

ভূমধ্যসাগরে মরণযাত্রার লাগাম টানবে কে?

(৯ পাতার পর)

জন্য বিমানে ওঠেন, তখন থেকেই তিনি আইন ভঙ্গ করতে শুরু করেন। এরপর যাত্রাপথের প্রতিটি পদক্ষেপেই তাঁরা বেআইনি পথে হাঁটেন এবং একপর্যায়ে অপরাধীদেরই সহযোগিতা করে বসেন। এই মূল অপরাধীদের ধরতে হলে ভিকটিমদের সহায়তা জরুরি। আর আমার মতে, সেই সহায়তা বা তথ্য পাওয়ার অন্যতম উপায় হলো তাঁদের আটক করে নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদ করা। তাঁদের অবশ্যই জানাতে হবে, বিদেশে যাওয়ার জন্য তাঁরা কাকে টাকা দিয়েছিলেন। লিবিয়ায় জিম্মি হওয়ার পর তাঁদের পরিবার দেশ থেকে কার হাতে মুক্তিপণ তুলে দিয়েছিলড়সেটিও তাঁদের মুখ থেকে বের করে আনতে হবে।

কথাগুলো শুনতে অত্যন্ত কঠোর মনে হলেও এই জঘন্য অপরাধের শিকড় উপড়াতে হলে এর কোনো বিকল্প নেই। তবে কাজটা মোটেও সহজ নয়। কারণ, এমন পরিস্থিতিতে পাচারকারী চক্রের মূল হোতারা ভিকটিম ও তাঁদের পরিবারকে হুমকি দেবে। সে ক্ষেত্রে সরকারকে অবশ্যই তাঁদের যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই দুষ্টচক্র ভাঙার জন্য কঠোর সংকল্প না থাকলে দায়সারা কোনো উদ্যোগে কাজের কাজ কিছুই হবে না।

একটি কথা মনে রাখা জরুরিড়অবৈধ বা অনিয়মিত অভিবাসনের কারণে বাংলাদেশ এখন বৈধ পথে জনশক্তি রপ্তানিতে পিছিয়ে পড়ছে। সারা বিশ্বে বৈধ অভিবাসনের যে বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, এর পুরোপুরি সুযোগ নিতে চাইলে বাংলাদেশকে অবশ্যই অবৈধভাবে বিদেশ যাওয়ার এই মরণযাত্রার লাগাম এখনই টেনে ধরতে হবে।

মো. তৌহিদ হোসেন, সাবেক অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা।

গোলাপগঞ্জ সোসাইটির নতুন সভাপতি শেখ আতিক, সম্পাদক ফয়ছল

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক গোলাপগঞ্জ সোসাইটির নির্বাচন ২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল রোববার জ্যামাইকাস্থ মতিন রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন শেখ আতিকুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ফয়ছল আহমদ।

নির্বাচনী তফসিল অনুযায়ী সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষসহ বিভিন্ন সম্পাদকীয় ও সদস্য পদে মোট ৩১ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দেন। সংগঠনের সদস্যদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিটি পদের জন্য একজন করে প্রার্থী মনোনয়নপত্র দাখিল করেন। ফলে কোনো পদেই একাধিক প্রার্থী না থাকায় নির্বাচন কমিশন যাচাই-বাছাই শেষে দাখিলকৃত সকল প্রার্থীকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণা করে।

নবনির্বাচিত সভাপতি শেখ আতিকুল ইসলাম এবং সাধারণ সম্পাদক ফয়ছল আহমদের নেতৃত্বে এই কমিটি আগামী তিন বছর দায়িত্ব পালন করবে।

সমগ্র নির্বাচন কার্যক্রম পরিচালনা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার আব্দুল হাছিব মামুন। তাঁকে সহযোগিতা করেন নির্বাচন কমিশনার হাজী আব্দুর রহমান ও আব্দুল আহাদ সাহেদ।

মনোনয়নপত্র দাখিল ও নির্বাচন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংগঠনের বর্তমান কমিটির কর্মকর্তা, উপদেষ্টা এবং বিপুলসংখ্যক গোলাপগঞ্জবাসী উপস্থিত ছিলেন।

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine

সীমিত সময়ের জন্য 15% Off

Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।

আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।

আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

APNAR PHARMACY
168-01 Hillside Ave.
Jamaica, NY 11432
Ph. : 347-561-6520

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

রেমিট্যান্স বাড়ানোর কার্যকর উপায়

(৬ পাতার পর)

মজুরি, বেতন না পাওয়া, উচ্চ নিয়োগ খরচ-এসব দূর করতে হবে, যাতে শ্রমিকদের প্রকৃত আয় বাড়ে এবং তারা আরও বেশি রেমিট্যান্স পাঠাতে পারে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশকে অবশ্যই দক্ষ ও আধা-দক্ষ শ্রমবাজারে প্রবেশ বাড়াতে হবে। নির্মাণ, স্বাস্থ্যসেবা, প্রযুক্তিগত কাজ এবং সেবা খাত-এসব ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক বাজারে উচ্চ মজুরির সুযোগ রয়েছে। এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে যদিও রেমিট্যান্সের অনুপাত কিছুটা কম হতে পারে, তবে মোট আয়ের পরিমাণ বেশি হওয়ায় সামগ্রিক রেমিট্যান্স বৃদ্ধি পাবে। তাই একটি ভারসাম্যপূর্ণ কৌশল গ্রহণ করা জরুরি, যেখানে নিম্ন দক্ষতা ও উচ্চ দক্ষতা-দুই ধরনের শ্রম অভিবাসনই গুরুত্ব পাবে।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিকল্প অভিবাসন পথ ব্যবহার করা। জাপানের উদাহরণ দেখায়, স্টুডেন্ট ভিসার মতো পথ ব্যবহার করে শ্রমবাজারে প্রবেশ করা সম্ভব। বাংলাদেশ যদি এ ধরনের ‘সাইড ডোর’ বা বিকল্প পথগুলো চিহ্নিত করতে পারে-যেমন স্টুডেন্ট-ওয়ার্কার প্রোগ্রাম, ইন্টার্নশিপ বা মৌসুমি কাজ-তাহলে নতুন শ্রমবাজারে প্রবেশের সুযোগ তৈরি হবে এবং রেমিট্যান্স বাড়বে।

প্রশিক্ষণ ও মানবসম্পদ উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা : আমাদের বর্তমান প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা অনেকাংশেই সাধারণ ও অপ্রাসঙ্গিক। এর পরিবর্তে গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, জাপানে যেতে হলে শুধু কারিগরি দক্ষতা নয়, ভাষা দক্ষতাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একইভাবে মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করতে গেলে নির্দিষ্ট ধরনের কাজের দক্ষতা এবং কর্মসংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। তাই ভাষা শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক মানের সার্টিফিকেশন-এ তিনটি বিষয়কে একসঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। এর পাশাপাশি প্রি-ডিপারচার প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিতে হবে। অভিবাসীদের তাদের আইনি অধিকার, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং সাংস্কৃতিক অভিযোজন সম্পর্কে সচেতন করা হলে তারা বিদেশে গিয়ে আরও দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারবে এবং রেমিট্যান্স ব্যবস্থাপনায়ও উন্নতি ঘটবে। গবেষণায় দেখেছি, যারা গন্তব্য দেশের নিয়ম-কানুন ভালোভাবে বোঝে, তারা তাদের আয় ও রেমিট্যান্স আরও কার্যকরভাবে পরিচালনা করতে পারে।

অভিবাসন ব্যয় ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার : অভিবাসন ব্যয় কমানোও একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি-লক্ষ্য হওয়া উচিত। বর্তমানে অনেক শ্রমিক উচ্চ সুদের ঋণ নিয়ে বিদেশে যায়, যা তাদের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। যদিও এ চাপ অনেক সময় বেশি রেমিট্যান্স পাঠাতে উৎসাহিত করে, তবে এটি দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকিপূর্ণ। তাই দালাল নিয়ন্ত্রণ, স্বল্প সুদের ঋণ প্রদান এবং সরকারিভাবে শ্রমিক পাঠানোর ব্যবস্থা জোরদার করা জরুরি। প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার ক্ষেত্রেও বাংলাদেশকে আরও সক্রিয় হতে হবে। গন্তব্য দেশের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার নিশ্চিত করা, কাজের সুযোগ বাড়ানো এবং নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করা সম্ভব। একইসঙ্গে রেমিট্যান্স পাঠানোর জন্য ব্যাংকিং ও ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নত করতে হবে, যাতে খরচ কমে এবং আনুষ্ঠানিক চ্যানেলের ব্যবহার বাড়ে। আমি এ উদ্ধৃত গবেষণায় দেখেছি, অনেক ক্ষেত্রে অভিবাসীরা দ্রুত অর্থ পাঠানোর জন্য অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে। এটি কমাতে হলে আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থাকে আরও সহজ ও সাশ্রয়ী করতে হবে।

রেমিট্যান্সের কার্যকর ব্যবহার ও প্রত্যাবর্তন ব্যবস্থাপনা : রেমিট্যান্সের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে বিনিয়োগে উৎসাহ দেওয়াও জরুরি। ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষি উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা কার্যক্রমে রেমিট্যান্স বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করা গেলে এটি দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। একইভাবে যারা বিদেশ থেকে ফিরে আসে, তাদের পুনর্বাসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কারণ অস্থায়ী অভিবাসন ব্যবস্থায় ফিরে আসা অবশ্যম্ভাবী। এ শ্রমিকদের অর্জিত দক্ষতা যদি দেশের অর্থনীতিতে ব্যবহার করা যায়, তাহলে তা একটি অতিরিক্ত লাভ হিসাবে কাজ করবে।

স্থায়ী ও অস্থায়ী অভিবাসনের ভারসাম্য : বাংলাদেশকে স্থায়ী ও অস্থায়ী অভিবাসনের মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। অস্থায়ী অভিবাসন বেশি রেমিট্যান্স এনে দেয়; কিন্তু স্থায়ী অভিবাসন দীর্ঘমেয়াদে বিনিয়োগ, জ্ঞান স্থানান্তর এবং প্রবাসী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। তাই এ দুই ধরনের অভিবাসনকে একসঙ্গে বিবেচনা করেই একটি সমন্বিত নীতি গ্রহণ করতে হবে।

সংখ্যার চেয়ে কৌশল গুরুত্বপূর্ণ : সার্বিকভাবে বলা যায়, বাংলাদেশ যদি গন্তব্য দেশের নীতিকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করে এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ অভিবাসন কৌশল গ্রহণ করে, তাহলে রেমিট্যান্স প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো সম্ভব। আমার উদ্ধৃত গবেষণাটি স্পষ্টভাবে দেখায়, রেমিট্যান্স কোনো স্বতঃস্ফূর্ত ঘটনা নয়; বরং এটি একটি কাঠামোগত ফলাফল, যা রাষ্ট্রের নীতির মাধ্যমে গঠিত হয়। তাই এখন সময় এসেছে-সংখ্যার দিকে না তাকিয়ে কৌশলের দিকে মনোযোগ দেওয়ার। শুধু বেশি মানুষ বিদেশে পাঠানো নয়, বরং সঠিক দেশে, সঠিক কাজের জন্য, সঠিক প্রশিক্ষণ দিয়ে মানুষ পাঠানোই হবে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স বৃদ্ধির টেকসই পথ।

ড. হাসান মাহমুদ : সহযোগী অধ্যাপক, নর্থ ওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কাতার।

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
সমন্বয়ে মাল্টি স্পেশিয়ালিটি মেডিকেল সেন্টার

MOHAMMED K RASHID M.D.

মেডিসিন বিশেষজ্ঞ :

Mohammed K Rashid M.D.
Diplomat American Board of Internal Medicine

Mohammad W. Rahman, M,D
Board Certified Internal Medicine
Board Certified Geriatric Medicine

Kawser U. Ahmed, M. D.
Diplomat American Board of Internal Medicine
Attending Department of Medicine
Queens Hospital Center

অ্যালার্জি এন্ড ইমিয়োনলজি
N Kumar M. D.
Allergy & Immunology
Allergy Testing, Hay Fever, Skin Rash, Asthma,
Sinusitis, Food & Drug Allergies, Hives.

আমরা প্রায় সকল প্রকার হেলথ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।

এ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য যোগাযোগ করুন:
Tel: 718-657-8525
168-32, Highland Ave.
Jamaica, NY-11432

আমাদের সেবাসমূহ
* জেনারেল চেকআপ
* ডায়াবেটিস
* হাই ব্লাড প্রেসার
* হাই কোলেস্টেরল
* অ্যাজমা
* আথরাইটিস
* জব ফিজিক্যাল
* টিএলসি
* ইকেজি
* ল্যাবস: ব্লাড, ইউরিন, প্রেগনেন্সি এবং এ্যালার্জি টেস্টিং।

জ্যাকসন হাইটস ও জ্যামাইকায় নিরিবিলি পরিবেশে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশী ডাক্তার
প্রবাসী বাংলাদেশীদের অধিকতর সেবার প্রত্যয়ে আমরা

আমাদের সেবাসমূহ:
- শারীরিক চেকআপ
- টিএলসি টেস্ট
- DMV-ভিশন টেস্ট
- ডায়াবেটিস পরীক্ষা
- উচ্চ রক্তচাপ পরীক্ষা
- হাই কোলেস্টেরল পরীক্ষা
- হজ্ব ও ওমরাহ টিকা
- স্কুল ও জব ফিজিক্যাল
- স্কুল ফর্ম পূরণ
- WIC ফর্ম
- PAP Smear পরীক্ষা
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট
- ড্রাগ টেস্ট
- ভ্যাক্সিন প্রদান

Immigration Physical Done Here
এখানে ইমিগ্রেশন (গ্রিনকার্ড) স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা করে থাকি

জাকিয়া হোসেন (লিপা) MD, FACP
BOARD CERTIFIED IN INTERNAL MEDICINE
www.zakiahossainmd.com

Doctors Office

Jackson Heights
63-12 Broadway
Woodside, NY-11377
Phone: 718-424-0309
929-701-8400
In the Same have a Texas Chiken, Then you can see a petrol pump in cross street is our new office

Jamaica
171-09, Mayfield Road
Jamaica, NY 11432
Ph. 718-298-5680
718-298-5681
সহজে পার্কিং পাওয়া যায়

Bronx Office
1803 Westchester Ave.
Bronx, NY 10472
718-828-0600, 718-828-5800
আমরা ৭ দিনই খোলা

নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): বিএনপির নির্বাহী কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পাদক ও বিএনপি'র বহির্বিশ্বের সাংগঠনিক সমন্বয়ক আনোয়ার হোসেন খোকন বলেছেন, দীর্ঘ ১৬ বছরের ফ্যাসিস্ট সরকার বিরোধী আন্দোলন আর জুলাই বিপ্লব সহ নানা ঘাত-প্রতিঘাত আর ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছে। বিএনপি চেয়ারম্যান ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে দেশের ২০ কোটি মানুষকে নেতৃত্ব দিতে হচ্ছে। তাই বিএনপি'র উপর দেশ ও জাতির অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। তিনি বলেন, আমাদেও মনে রাখতে হবে দলের চেয়ে দেশ বড় আর দেশের চেয়ে দল বড়। দলীয় নেতা-কর্মীদের সফলতার উপর দলের আর দলের সফলতার উপর সরকার ও দেশের সফলতা নির্ভর করছে। তাই বিএনপির প্রতিটি নেতা-কর্মীকে স্ব স্ব অবস্থানে থেকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। তা নাহলে সকলকেই খেসারত দিতে হবে। তিনি দলীয় নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, বিএনপি'র রাজনীতি করতে হলে দলের সাংগঠনিক নীতিমালার পাশাপাশি সকলকে সবার আগে দলীয় শৃঙ্খলা বজার রাখতে হবে এবং তা মানতে হবে। তিনি বলেন, পরবর্তীতে সবার সাথে আলোচনা করেই বিএনপি'র পূর্নাঙ্গ কমিটি ঘোষনা করা হবে।

নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র কর্মী সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আনোয়ার হোসেন খোকন উপরোক্ত কথা বলেন। গত বুধবার ২২ এপ্রিল সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসের একটি হলে এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা এবং সম্মেলন পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ বদিউল আলম। সম্মেলনের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তিলাওয়াত এবং বিশেষ দোয়া মোনাজাত করেন বিএনপি নেতা মাওলানা আবুল কালাম। মোনাজাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক ও বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপার্সন 'দেশনেত্রী' বেগম খালেদা জিয়া ও মরহুম আরাফাত রহমান কোকোর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সুস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন কামনা করা হয়। বিশেষ অতিথি হিসেবে মঞ্চে উপবিষ্ট থেকে বক্তব ্য রাখেন যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক কোষাধ্যক্ষ জসিম উদ্দীন ভূঁইয়া, যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ও চেয়ারম্যানের ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির সদস্য গোলাম ফারুক শাহীন, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি'র সভাপতি আহবাব চোধুরী খোকন, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাইদ, নিউইয়র্ক মহানগর উত্তর বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ চৌধুরী, নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র সিনিয়র সহ-সভাপতি জসিম উদ্দিন ভিপি, নিউইয়র্ক মহানগর দক্ষিণ বিএনপি'র সাংগঠনিক সম্পাদক আলমগীর হোসেন মৃধা ও যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র সাবেক মহিলা সম্পাদিকা সৈয়দা মাহমুদা শিরিন। সম্মেলনে দলীয় নেতা-কর্মীদের মধ্যে আরও বক্তব্য রাখেন এমলাক হোসেন ফয়সাল, রুহল আমিন নাসির, খলকুর রহমান, জিয়াউল হক মিশন, নাসির উদ্দিন, শাহাদাৎ হোসেন রাজু, মোহাম্মদ রিপন মিয়া, কামাল উদ্দিন দিপু, মিসেস জোহরা বেগম, সাইদুর খান ডিউক, ফারদিন রেজা রনি, নুরে আলম, এডভোকেট আরিফ চৌধুরী, মোহাম্মদ হাসান মাহমুদ, এনাম চৌধুরী প্রমুখ।

বক্তারা কেন্দ্রীয় নেতা আনোয়ার হোসেন খোকনের নেতৃত্বের প্রশংসা করে বলেন, তার সমন্বয়ে শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয়, বহির্বিশ্বে বিএনপি শক্তিশালী হচ্ছে, কমিটি হচ্ছে। বক্তারা যোগ্য ও ত্যাগী নেতাদের নিয়ে অবিলম্বে ষ্টেট, ও দুই সিটি কমিটি গঠনের দাবী জানান। সম্মেলনে জসিম উদ্দীন ভূঁইয়া তার বক্তব্যে দেশ, জাতি ও দলের দু:সময়ে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র আন্দোলন-সংগ্রামের কথা তুলে ধরেন এবং ষ্টেট ও মহানগর বিএনপি'র পূর্ণাঙ্গ কমিটিসহ যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি'র কমিটি দাবী করেন এবং কোনকোন বক্তা নিজের পরিচয় ও দলীয় কর্মকান্ড সংক্ষেপে তুলে ধরেন। গোলাম ফারুক শাহীন বলেন, শহীদ জিয়ার দল বিএনপি করতে হলে সবাইকে দলের 'ডেকোরাম' মানতে হবে, চেইন অব কমান্ড মানতে হবে। সকলকে ঐক্যবন্ধ থাকতে হবে। সভাপতির বক্তব্যে হাবিবুর রহমান সেলিম রেজা বলেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার বিরোধী আন্দোলন, জুলাই অভ্যুত্থান ও জাতীয় নির্বাচর সহ নানা কারনেই সংগঠনের পূর্ণাঙ্গ কমিটি করা সম্ভব হয়নি। এখন সময় এসেছে সবাইকে নিয়ে কমিটি করা হবে ইনশাল্লাহ। তিনি সুষ্ঠুভাবে, সুন্দর পরিবেশে কর্মী সম্মেলন সফল করায় সংগঠনের নেতাকর্মীদের ধন্যবাদ জানান।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জোবাইদা চৌধুরী এতিমখানা ও মাদ্রাসা

(একটি ধর্ম ও কর্মমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান)

এতিম মিছকিন ও নিঃস্ব মানুষের আশ্রয়স্থল

একজন এতিম শিশুর দায়িত্ব নিন। তাকে কোরআনে হাফেজ ও ধর্মীয় শিক্ষায় সহায়তা করুন।

বছরে মাত্র ৩০০-৫০০ ডলার। ৩ বছরের মধ্যে শিশুটি কোরআনে হাফেজ হবে ইন্‌শা আল্লাহ।

আপনি আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত হবেন।

যোগাযোগ

চলতি হিসাব নং-5904802001546
সোনালী ব্যাংক, ধর্মপাশা শাখা, সুনামগঞ্জ
ফোন :+8801711-628762 (বাংলাদেশ)
917-304-3912 (নিউইয়র্ক)

লায়ন ক্লাবের উদ্যোগে স্ট্যাটেন আইল্যান্ডে খাদ্য বিতরণ

স্ট্যাটেন আইল্যান্ড: স্ট্যাটেন আইল্যান্ড লায়ন ক্লাবের উদ্যোগে গত শুক্রবার ৬১৮ রিচমন্ড রোড পার্কের সামনে স্থানীয় লোকজনের মধ্যে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ করা হয়। এটি ক্লাবের একটি নিয়মিত আয়োজন বলে জানান সংগঠনের সভাপতি কাজী হোসেইন নয়ন। 'আমরা আমাদের মামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে নিয়মিত এই ধরনের কর্মসূচীর আয়োজন করে থাকি। গত বছর শীতের সময় আমরা নিম্নআয়ের মানুষদের জন্য বিনামূল্যে কম্বল বিতরন করেছিলাম,' তিনি বলেন। স্ট্যাটেন আইল্যান্ড লায়ন ক্লাবে একটি প্রাচীন সংগঠন। সমাজের অবহেলিত মানুষের জন্য এই ক্লাব সব সময় কাজ করে এসেছে, নয়ন বলেন।

স্ট্যাটেন আইল্যান্ড লায়ন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল বলেন লায়ন ক্লাবা একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লায়ন ক্লাব দু:স্থ ও মানবতায় সেবায় কাজ করে থাকে। স্ট্যাটেন আইল্যান্ড লায়ন ক্লাব ভবিষ্যতেও বিভিন্ন সমাজ কল্যান মূলক কাজ করতে বদ্ধ পরিকর' তিনি বলেন। এছাড়া ক্লাবের কোষাধক্ষ মতিউর রহমান সহ অন্যান্য সদস্য বৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নে কার্যক্রম জাতিসংঘে তুলে ধরলো বাংলাদেশ

নিউইয়র্ক : জাতিসংঘ সদর দপ্তরে চলমান আদিবাসী সংক্রান্ত জাতিসংঘের স্থায়ী ফোরামএ'র ২৫তম অধিবেশনে পার্বত্য চট্রগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান পার্বত্য শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন এবং ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের উন্নয়ন ও তাঁদের অনন্য বৈশিষ্ট্য পূর্ণ সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিকাশে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম বিস্তারিত তুলে ধরেন। এ বিষয়ে তিনি বলেন যে বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থান নির্বিশেষে সমঅধিকার প্রদান করা হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন সম্পর্কে তিনি যোগকরেন যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এর ধারাগুলি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। মোট ৭২ টি ধারার মধ্যে ইতোমধ্যে ৬৫টি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়েছে, ৩টি আংশিকভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৪টি ধারা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণে জোরালো পদক্ষেপ চায় বাংলাদেশ

নিউইয়র্ক:পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ ও পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধে বৈশ্বিক অঙ্গীকার নবায়ন এবং সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তি -এনপিটির ১১তম পর্যালোচনা সম্মেলনের সাধারণ বিতর্কে দেওয়া বক্তব্যে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠার আট দশক অতিক্রান্ত হলেও পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। অব্যাহত পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি তৈরি করছে এবং বৈশ্বিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করছে বলেও তিনি সতর্ক করেন।

ম্যানহাটানে গুলিতে কর্মী ইয়েমেনি সালেহ নিহত

নিউইয়র্ক: ম্যানহাটানে ইস্ট ভিলেজে একটি জনপ্রিয় ডেলিতে গত শনিবার গভীর রাতে একটি ডেলিতে গুলিতে এক কর্মী নিহত ও একজন আহত হয়েছেন। পুলিশ জানায়, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে গিয়ে গুলিবিদ্ধ দুজনকে বেলভিউ হাসপাতালে পাঠায় এবং চিকিৎসকরা আব্দুল সালেহকে (২৮) মৃত ঘোষণা করেন। অপর ব্যক্তি ২৮ বছর বয়সী যিনি বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন এবং তার অবস্থা স্থিতিশীল।

ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের মালিকদের সংগঠন 'ইউনাইটেড বোডেগাস অব আমেরিকা'-ইউবিএ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের গ্রেফতার ও দণ্ড নিশ্চিত করতে তথ্য দিলে ৫ হাজার ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে। সংগঠনের সভাপতি রাধামেস রদ্রিগেজ এক বিবৃতিতে বলেন, এটি আমাদের কমিউনিটির জন্য ভয়াবহ ক্ষতি। ব্রঙ্কস, ম্যানহাটন, ব্রুকলিন ও কুইন্স সর্বত্র আমরা হুমকির মধ্যে আছি। আব্দুল একজন পরিশ্রমী তরুণ ছিলেন, তিনি তার এলাকার মানুষের সেবা করছিলেন। এমন ঘটনা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না।" রোববার দোকানটি বন্ধ থাকলেও স্থানীয় বাসিন্দারা ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। জানা গেছে, আব্দুল সালেহ বিবাহিত ছিলেন এবং তার একটি কন্যাসন্তান রয়েছে। সম্প্রতি তিনি ইয়েমেনে পরিবারকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে ফিরে এসেছিলেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ঘটনার শুরু হয় দোকানের ভেতরে একটি তর্ক-বিতর্ক থেকে, যা পরে বাইরে গিয়ে গুলির ঘটনায় রূপ নেয়। স্থানীয় বাসিন্দা রেক্স হিউজ বলেন, "আমি শুধু গুলির শব্দ শুনেছি, তারপর দেখলাম আমার বন্ধু রাস্তায় পড়ে আছে।" বন্ধু তানিয়া মিন্টো বলেন, "সে সবসময় হাসিখুশি ছিল। আমাদের কমিউনিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষকে হারানো সত্যিই কষ্টদায়ক।" এদিকে, ইউবিএ'র মুখপাত্র ফার্নান্দো মাতেও দোকানের কর্মীদের নিরাপত্তা জোরদারের দাবি জানিয়ে বলেন, "আর সহ্য করা যাবে না। আমরা চাই শহর, অঙ্গরাজ্য, ডিএ এবং বিচার বিভাগের সমন্বিত উদ্যোগে কঠোর আইন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।"

রেমিট্যান্সের অশ্রু

মাসুদ রানা

আমি মাসুদ রানা। দূর প্রবাসের দেশ ইরাকে বসবাস করি। এখানে একটি কোম্পানিতে কাজ করিড়আমাদের মতো প্রায় সাতশো শ্রমিক দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে। এই প্রবাস জীবনের প্রতিটি দিন যেন একেকটি সংগ্রামের গল্প, একেকটি অশ্রুর ইতিহাস। বাইরে থেকে মানুষ দেখে শুধু টাকার অঙ্ক, কিন্তু সেই টাকার পেছনে যে কতটা কষ্ট, ত্যাগ আর নিঃস্বার্থ ভালোবাসা লুকিয়ে থাকেড় তা খুব কম মানুষই বোঝে। পুরুষের জীবনে পরিশ্রম যেন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি 'কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে।' কিন্তু সেই কষ্টটা কেমন? কেমন সেই দিনরাতের ঘাম ঝরানো জীবন? সেটা বুঝতে হলে প্রবাসীর জীবনে একদিন কাটালেই যথেষ্ট। আমি যখন প্রথম ইরাকে আসি, তখন আমার মায়ের চোখে পানি ছিল। সেই চোখের জল আজও ভুলতে পারিনি। মা বলেছিলেন, 'বাবা, নিজের খেয়াল রাখিস।' কিন্তু আমি জানতাম, নিজের খেয়াল রাখার চেয়ে বড় দায়িত্ব হলো পরিবারের খেয়াল রাখা। তাই মায়ের কোল খালি করে, নিজের দেশ ছেড়ে, আপনজনদের থেকে দূরে এসে শুরু হলো আমার প্রবাস জীবন।

আমাদের এখানে কাজের সময় নির্দিষ্ট থাকলেও, বাস্তবে কাজের কোনো শেষ নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা, কখনো রাত পর্যন্ত কাজ করতে হয়। প্রচণ্ড গরম, ধুলাবালি, ক্লান্তি সবকিছু সহ্য করে আমরা কাজ করে যাই। কারণ আমাদের মাথায় একটা কথাই ঘোরে 'পরিবারের মুখে হাসি ফোটাতে হবে।' আমাদের এই সাতশো মানুষের দলে প্রত্যেকেরই আলাদা গল্প আছে। কেউ এসেছে ঋণ শোধ করতে, কেউ এসেছে সন্তানদের পড়াশোনা চালাতে, কেউ এসেছে ভাঙা ঘর মেরামত করতে। কিন্তু সবার লক্ষ্য এটাই পরিবারের সুখ। আমার পাশের বেডে থাকে রহিম ভাই। তার দুইটা মেয়ে। প্রতিদিন রাতে কাজ শেষে সে ফোনে মেয়েদের সাথে কথা বলে। মেয়েরা বলে, 'আব্বু, তুমি কবে আসবা?' সে চুপ করে থাকে, চোখের কোণে পানি জমে। সে জানে, এখনই ফিরে গেলে তাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে যাবে। তাই সে নিজের কষ্ট লুকিয়ে রেখে হাসিমুখে বলে, 'আর কিছুদিন পরেই আসবো মা।' এই 'আর কিছুদিন' কখন যে বছরের পর বছর হয়ে যায়, তা কেউ টের পায় না।

প্রবাস জীবনে সবচেয়ে কষ্টের মুহূর্ত হলো, যখন কোনো খারাপ খবর আসে। আমাদের কোম্পানিতে অনেক সময় এমন হয়েছে, কাজ করতে করতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েছে, কেউ দুর্ঘটনায় মারা গেছে। সবচেয়ে কষ্টের বিষয় হলোড়সব লাশই দেশে পাঠানো যায় না। অনেকের লাশ বিদেশের মাটিতেই দাফন হয়ে যায়। সেই পরিবারের কান্না, সেই মায়ের বুকফাটা আহাজারি, এসব ভাবলেই বুকটা ভারী হয়ে যায়। একবার আমাদের এক সহকর্মী, করিম ভাই, কাজের সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে মারা গেলেন। তার ছোট একটা ছেলে ছিল। সে বাবাকে আর কোনোদিন দেখতে পাবে না। তার লাশ দেশে পাঠানোর অনেক চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু নানা জটিলতার কারণে সম্ভব হয়নি। সেই দিন আমরা সবাই নিঃশব্দে কেঁদেছিলাম। মনে হয়েছিলড় আমরা সবাই যেন একেকটা জীবন্ত লাশ, যারা শুধু পরিবারের জন্য বেঁচে আছি।

প্রবাসীদের জীবনে আনন্দ বলতে খুব কম কিছুই আছে। ঈদের দিনটাও আমাদের জন্য অন্যরকম। যখন দেশে সবাই নতুন কাপড় পরে, পরিবারের সাথে আনন্দ করে, তখন আমরা এক কোণে বসে মোবাইলে ভিডিও কলে সেই আনন্দ দেখি। নিজের চোখের জল লুকিয়ে রেখে বলি, 'আমি ভালো আছি।' আসলে আমরা ভালো থাকি না, ভালো থাকার অভিনয় করি। তবুও আমরা হাল ছাড়ি না। কারণ আমরা জানি, আমাদের এই কষ্টের ফলেই পরিবারের মুখে হাসি ফুটছে। আমাদের পাঠানো টাকায় ঘর তৈরি হচ্ছে, সন্তানরা স্কুলে যাচ্ছে, বাবা-মা ভালোভাবে চিকিৎসা পাচ্ছে। এই ছোট ছোট সুখই আমাদের বাঁচিয়ে রাখে।

আমাদের দেশের অর্থনীতিতে প্রবাসীদের অবদান অপরিসীম। আমরা দিনরাত পরিশ্রম করে যে টাকা পাঠাই, সেটাই দেশের উন্নয়নের চাকা ঘুরিয়ে রাখে। তাই আমাদের বলা হয় 'রেমিট্যান্স যোদ্ধা।' কিন্তু এই যোদ্ধাদের জীবনের গল্প কেউ খুব একটা জানতে চায় না। সমাজে আমাদের সম্মান দেওয়া উচিত। শুধু টাকা পাঠানোর জন্য নয়, আমাদের ত্যাগের জন্য, আমাদের কষ্টের জন্য। শ্রমিক দিবসে আমাদের কথা বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে আমাদের সমস্যাগুলো কতটা সমাধান হয়? অনেক প্রবাসী ভাই আছে যারা বছরের পর বছর দেশে যেতে পারে না। তাদের সন্তানরা বড় হয়ে যায়, কিন্তু বাবার সাথে তাদের সম্পর্কটা দূরত্বেই থেকে যায়। অনেক বাবা আছে যারা নিজের সন্তানের জন্মের সময় পাশে থাকতে পারে না। এই কষ্টগুলো ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

আমি নিজেও অনেক সময় একা বসে ভাবি, এই জীবনের শেষ কোথায়? আমরা কি শুধু টাকা উপার্জনের জন্যই জন্মেছি? কিন্তু তারপরই মনে পড়ে, আমার পরিবার, আমার দায়িত্ব। তখন আবার নতুন করে শক্তি পাই। প্রবাস জীবন আমাদের অনেক কিছু শিখায়। শিখায় ধৈর্য, শিখায় ত্যাগ, শিখায় দায়িত্ববোধ। আমরা নিজের সুখ ত্যাগ করে অন্যের সুখ নিশ্চিত করি। এটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জন। আজ আমি গর্ব করে বলতে পারি, আমি একজন প্রবাসী শ্রমিক। আমি আমার পরিবারের জন্য, আমার দেশের জন্য কাজ করি। আমার এই কষ্টের মধ্যেই আছে ভালোবাসা, আছে দায়িত্ব, আছে জীবনের অর্থ।

তবে একটা অনুরোধ থাকবে, প্রবাসীদের শুধু টাকার মেশিন মনে করবেন না। তাদের মানুষ হিসেবে মূল্য দিন। তাদের কষ্ট বোঝার চেষ্টা করুন। তাদের সম্মান দিন। কারণ, এই প্রবাসীদের চোখের অশ্রুতেই লুকিয়ে আছে একটি দেশের উন্নয়নের গল্প, একটি পরিবারের হাসির গল্প, একটি মায়ের দোয়ার গল্প। আমরা হয়তো দূরে আছি, কিন্তু আমাদের হৃদয় সবসময় দেশের মাটিতেই থাকে। এই হলো রেমিট্যান্সের অশ্রু, যেখানে কষ্ট আছে, ত্যাগ আছে, কিন্তু আছে অশেষ ভালোবাসাও।

Grand Opening
বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান!
We Sell Back Pain &
Coconut Fiber Mattresses
ZVI S Furniture
& Mattress.
Imported from Vietnam
Wholesale & Retail
UP TO 50% OFF
Free Delivery
& Assembly
180-03 Jamaica Ave.
Queens, NY 11432
917-650-5912
WWW.ZVISFURNITURE.COM
FACEBOOK: ZVI S FURNITURE
E-Mail: zvinc9@gmail.com
Free Table &
2 Chairs Set
for Orders
over $1200
Free Table
& 4 Chairs
for Orders
over $2000
Zenith Victory INC.

NY HOME CARE
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী
Head Office: 37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372
718-874-0047
Email: aziz@nyhcs.org
www.nyhcs.org
আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি
Contact with us
718-874-0047
প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি
We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES
বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি
এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
আমরা কোনো ফি নেই না।
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।
পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129
Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047
Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047
Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115
Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047
1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432
Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657
Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069
Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699
Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047
1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446
Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061
M AZIZ
CEO & President
NY Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

জাতীয় সংসদে বিতণ্ডা

(প্রথম পাতার পর)

কঠোর সমালোচনা করে ফজলুর রহমান যখন বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন দফায় দফায় ব্যাপক হৈ-হট্টগোল চলে। একপর্যায়ে অধিবেশনে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্পিকারকে বারবার হস্তক্ষেপ করতে হয় এবং সংসদীয় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য কড়া হুঁশিয়ারি দেন তিনি। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের উপর আনীত ধন্যবাদ প্রস্তাব নিয়ে আলোচনাকালে মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে চব্বিশের জুলাই অভ্যুত্থানের তুলনা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন ফজলুর রহমান। এ সময় তিনি বলেন, বিরোধী দলের নেতা উনাকে আমি অসম্মান করি না, সবসময় 'মাননীয়' বলে কথা বলি। কিন্তু উনার দলের লোকজন এখানে বসে আছে, তারা আমাকে 'ফজা পাগলা' বলে। তারা নাকি সভ্য! তারা নাকি ইসলামের অনুসারী। বিরোধীদলীয় নেতা আমার চেয়ে ১০ বছরের ছোট। আমার বয়স ৭৮ বছর। এ পর্যায়ে স্পিকার তাকে প্রশ্ন করেন, আপনাকে কি কেউ এই ধরনের উক্তি করেছে? এরকম তো সংসদে কেউ বলেনি। জবাবে ফজলুর রহমান বলেন, করেছে। স্পিকার পুনরায় বলেন, আপনি কেন নিজের গায়ে টেনে নিচ্ছেন? ফজলুর রহমান তখন জোর দিয়ে বলেন, করেছে।

স্পিকার তাকে বক্তব্য চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলে জামায়াতে ইসলামী ও মুক্তিযুদ্ধ প্রসঙ্গে কঠোর মন্তব্য করেন ফজলুর রহমান। তিনি বলেন, আচ্ছা, বিরোধী দলের নেতা বলেছেন উনি মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবারের লোক। উনি জামায়াতে ইসলামী করেন। এটা ডাবল অপরাধ। মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের লোক কেউ জামায়াত করতে পারে না। শহীদ পরিবারের লোক জামায়াত করা ডাবল অপরাধ। তার এই মন্তব্যের পরপরই সংসদে ব্যাপক হট্টগোল শুরু হয়। বিরোধী দলের হট্টগোলের প্রতিবাদ জানাতে থাকেন সরকারি দলের সদস্যরা। এ সময় বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্যরা দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে তার বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন। তাদের কেউ কেউ ফজলুর রহমানকে উদ্দেশ করে 'ফ্যাসিস্ট', তিনি 'অসুস্থ', তিনি ছাত্রলীগের সভাপতি ছিলেন, আমাদের দলে অনেক মুক্তিযোদ্ধা আছে ইত্যাদি কমেন্ট করতে থাকেন। বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা হই চই করতে থাকলে ফজলুর রহমান বক্তব্য প্রদানে বাধার মুখে পড়েন। এ সময় স্পিকার পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করে বলেন, মাননীয় সদস্যকে বলতে দেন। সদস্যবৃন্দ আপনারা শৃঙ্খলা রক্ষা করুন। সদস্যবৃন্দ, সংসদের শৃঙ্খলা রক্ষা করুন। তখন ফজলুর রহমান আবারো বলেন, আমি আবারো বলে রাখলাম, শহীদ পরিবারের লোক তো জামায়াত করতেই পারে না। আর জামায়াত করলে ডাবল অপরাধ করতেছে। বক্তব্যের যারা প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন তাদের দেখিয়ে তিনি বলেন, ওই দেখেন, তারা কী ধরনের আচরণ করছে। এ সময় স্পিকার দাঁড়িয়ে যান। সংসদের হুইপরাও সদস্যদের থামানোর চেষ্টা করেন। তখন সংসদীয় রীতিনীতি স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্পিকার বলেন, সংসদ সদস্য ফজলুর রহমান, অপেক্ষা করুন। এটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ। এখানে প্রত্যেকেই নির্বাচিত হয়ে এসেছেন। দয়া করে বসুন। সারা জাতি দেখছে, লাইভ টেলিকাস্ট হচ্ছে। আমি প্রতিদিনই বলি যে 'রুলস অফ প্রসিডিউর' বইটা একটু পড়েন। যদি এই সংসদ বিধি মোতাবেক পরিচালিত না হয়, এটি আর জাতীয় সংসদ থাকবে না। তিনি বলেন, প্রত্যেকেরই বাকস্বাধীনতা আছে। সামান্য কারণে উত্তেজনা সৃষ্টি করা ঠিক না। যদি সরকারি দলের কোনো সদস্যের বক্তব্যে আপত্তি থাকে, আপনারা পরে জবাব দিবেন। কিন্তু শিশুরাও লজ্জা পাবে এই ধরনের আচরণে। এর পর ফজলুর রহমান আবারো বক্তব্য শুরু করে যুদ্ধাপরাধীদের শোক প্রস্তাব ও ইনডেমনিটি ইস্যুতে কথা বলেন। তিনি বলেন, ১৯৭১ সনের ১৪ ডিসেম্বরকে পালন করা হয় শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। সেই মুনীর চৌধুরী, আব্দুল আলীম চৌধুরী, শহীদুল্লাহ কায়সার থেকে ধরে শত শত বুদ্ধিজীবীকে যারা হত্যা করেছিল তাদেরকে বলা হয় আল-বদর। আমি খুব দুর্ভাগা, এই হাউজে প্রস্তাব হয়েছে, তাদের ব্যাপারেও শোক প্রস্তাব হয়েছে। আমি একা হলেও এটা প্রতিবাদ করতাম। ইতিহাসে ভুল বার্তা যাবে যদি আমরা যুদ্ধাপরাধীর ব্যাপারে শোক প্রস্তাব নেই। তিনি আরো বলেন, পুলিশের ব্যাপারে যে ইনডেমনিটি দেয়া হয়েছে।

গণ-অভ্যুত্থানকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সাথে তুলনা করায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ফজলুর রহমান বলেন, মুক্তিযুদ্ধ আর ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান এক নয়। হিমালয় পর্বতের সাথে টিলার যেমন তুলনা হয় না, তেমনি মুক্তিযুদ্ধের সাথে ৫ আগস্টের তুলনা করাও অন্যায়। ৫ আগস্টের যোদ্ধাদের আমি ছোট করে দেখছি না। যারা শহীদ হয়েছেন, তাদের প্রতি আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করি। আমি নিজেও এই আন্দোলনে ছিলাম। শেখ হাসিনার পতন না হওয়া পর্যন্ত আমার যুদ্ধ চলবে বলেছিলাম। তাই বলে ৫ আগস্ট কোনো বিপ্লব নয়, এটি হলো গণ-অভ্যুত্থান। সেই গণ-অভ্যুত্থানকে যারা মুক্তিযুদ্ধ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে তুলনা করতে চায়, আমি বলবো এটা বলাই অন্যায়। কারণ মুক্তিযুদ্ধ মহাসমুদ্রের চেয়েও গভীর। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম এক দিনে হয়নি। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতা সংগ্রামের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। সেই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ১৯৭১ সনে শহীদ জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছিলেন। যত দিন বাংলাদেশ থাকবে, এ দেশের জঙ্গলে রয়েল বেঙ্গল টাইগার থাকবে, ততদিন মুক্তিযোদ্ধারা জিতবে।

৫ আগস্টের পর পুলিশ হত্যা ও থানা লুটের বিচার চাইলেন এমপি ফজলুর রহমান : ৫ আগস্টের পর দেশের বিভিন্ন স্থানে থানা লুট ও পুলিশ হত্যার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচার দাবি করে সংসদ সদস্য ফজলুর রহমান বলেন, ৫ আগস্টের পরের ঘটনাগুলো কোনোভাবেই আইনি ইনডেমনিটি (দায়মুক্তি) পাওয়ার কথা নয়। তিনি বলেন, পুলিশের ব্যাপারে যে ইনডেমনিটি দেয়া হয়েছে, সেটা ৫ আগস্ট পর্যন্ত এক রকম। কিন্তু ৫ আগস্টের পর এত থানা লুট হলো, এত পুলিশকে হত্যা করা হলো তারা তো তখন যুদ্ধ করেনি, তারা তো নিরপরাধ। এত অস্ত্র গেল কোথায়? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি বলেন, যদি ৫ আগস্টের পর কোনো পুলিশ হত্যা হয়ে থাকে, থানা লুট হয়ে থাকে, অস্ত্র লুট হয়ে থাকে সেটার জন্য তদন্ত হওয়া উচিত, সেটার বিচার হওয়া উচিত। পুলিশ সদস্যদেরও মানবাধিকার রয়েছে উল্লেখ করে এই সংসদ সদস্য বলেন, ৫ আগস্টের আগে পুলিশ যা করেছে তারা রাষ্ট্রীয়বাহিনী হিসেবে করেছে, তারা যদি অন্যায় করে থাকে তার বিচার হোক। কিন্তু আমি মনে করি তারাও এ দেশের নাগরিক, তাদেরও পরিবার আছে, তাদের সন্তানরাও এতিম হয়েছে। অন্তত রাষ্ট্রের তাদের কাছে গিয়ে বলা উচিত যে, তোমাদের সন্তান যেভাবেই নিহত হয়ে থাক, আমরা তোমাদেরকে দেখবো। প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে ফজলুর রহমান বলেন, সিরাজউদ্দৌলা আর মোহাম্মদী বেগ কিন্তু এক না। তারা একই মায়ের দুধ পান করলেও মোহাম্মদী বেগ কিন্তু সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করেছিল।

যার মগজ যেরকম, তার উপসংহার সেরকমই হবে- বিরোধীদলীয় নেতা : অ্যাডভোকেট ফজলুর রহমানের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্পিকারের অনুমতিতে বিরোধীদলীয় নেতা ডা: শফিকুর রহমান বলেন, আমার পরিচয় নিয়ে চ্যালেঞ্জ করে উনি গুরুতর অপরাধ করেছেন। ফজলুর রহমানের বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বিরোধীদলীয় নেতা বলেন, উনি মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের কথা বলেছেন; কিন্তু নিজের অবদান বলতে গিয়ে আরেকজনের অবদানের ওপর হাতুড়ি পেটানোর অধিকার কাউকে দেয়া হয়নি। তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আঘাত করেছেন। আমি বলে থাকি আমি শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্য, উনি এটাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। 'উনি বলেছেন, কোনো মুক্তিযোদ্ধা কিংবা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের কেউ জামায়াতে ইসলামী করতে পারে না। তাহলে কি ওনাকে জিজ্ঞেস করে দল করতে হবে? এটি আমার নাগরিক অধিকার। আমি কোন দল করব, কোন আদর্শ অনুসরণ করব এর ওপর হস্তক্ষেপ করার ন্যূনতম কোনো অধিকার রাষ্ট্র কিংবা সংবিধান কাউকে দেয় নাই। আমি এটার তীব্র নিন্দা জানাই। তিনি আমার পরিচয়ের ব্যাপারে কথা বলে গুরুতর অপরাধ করেছেন। সংসদে সবার গঠনমূলক আচরণের প্রত্যাশা করে ডা: শফিকুর রহমান বলেন, আমরা খোলা মনে এই সংসদকে কার্যকর করার জন্য জ্বালানি সঙ্কট নিয়ে কথা বলেছিলাম। প্রধানমন্ত্রী একটা প্রস্তাব দিয়েছেন, আমরা সাথে সাথেই তা গ্রহণ করেছি। কিন্তু উনি (ফজলুর রহমান) এটাতে কী উপসংহার টানলেন? যার মগজ যেরকম, তার উপসংহার সেরকমই হবে। প্রবীণ এই রাজনীতিকের কাছ থেকে এমন আচরণ প্রত্যাশা করিনি। আমরা এখানে ভালো কিছু শিখতে এসেছি। কাউকে হিট করা বা গালি দেয়ার মাধ্যমে বড় কিছু অর্জন করা যাবে না। সাধারণত যুক্তি যখন ফুরিয়ে যায়, মাথা তখন গরম হয়ে যায়। একটা প্রবাদ আছে, রেগে গেলেন তো হেরেই গেলেন। আমরা সবাই মিলে হারতে চাই না, জিততে চাই। এ জন্য সবাই যেন মাথা ঠাণ্ডা রেখে যুক্তির সাথে সত্যনির্ভর কথা বলি। তা হলে সংসদের প্রতি মানুষের আস্থা তৈরি হবে। এর পর সংসদ সদস্য ফজলুর রহমান ফ্লোর চাইলে তাকে উদ্দেশ করে স্পিকার বলেন, এখন আর কথা না বললেও চলে। সংসদ উত্তপ্ত হোক এটা আমরা চাই না।' স্পিকার রুলিং দিয়ে বলেন, ফজলুর রহমান ও বিরোধীদলীয় নেতার বক্তব্যে অসংসদীয় কোনো কিছু থাকে, সেটা এক্সপাঞ্জ করা হবে।

নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ভিত্তিতে জাতিকে আর বিভক্ত না করি- স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী : এর পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ দাঁড়িয়ে কথা বলতে চাইলে স্পিকার জানতে চান, তিনি কোন বিষয়ের ওপর বলবেন। জবাবে তিনি বলেন, আমি কোনো উত্তেজনা সৃষ্টি করব না, সংসদের স্বার্থে। যে অ্যাটমসফিয়ারে আমরা এখানে আলাপ-আলোচনা করি, মাঝেমধ্যে সেটা কিছু উত্তেজনা সৃষ্টি হবেই, সেটা স্বাভাবিক। ফজলুর রহমান 'ইতিহাসে সমৃদ্ধ' প্রবীণ সংসদ সদস্য। আমরা এখন ভূগোলে আছি। আমরা বেশি ইতিহাস চর্চা করতে গেলে মাঝেমধ্যে কিছু ব্যত্যয় হবে। আমার মনে হয়, নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ভিত্তিতে জাতিকে আর বিভক্ত না করি। সংসদের কার্যক্রম এমনভাবে চালাতে হবে, যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং জুলাই যোদ্ধারা বুঝতে পারে, জাতির প্রত্যাশা পূরণের জন্য সংসদ সদস্যরা এখানে আছেন।

প্রবাসী মতলব সমিতির অভিষেক ও বর্ষবরণ

নিউইয়র্ক : প্রবাসী মতলব সমিতির নবনির্বাচিত কমিটির বর্ণিল অভিষেক ও বাংলা নববর্ষ বরণ অনুষ্ঠান গত ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের কুইন্স প্লেসে হলভর্তি দর্শক-শ্রোতার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। আয়োজনে প্রবাসীদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল লক্ষণীয়, যা সংগঠনের ইতিহাসে অন্যতম বৃহৎ সমাবেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

অনুষ্ঠানটি কয়েকটি পর্বে বিভক্ত ছিল। একদিকে নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক, অন্যদিকে বাংলা নববর্ষকে বরণড়্দুটি আয়োজন একই মঞ্চে মিলিত হয়ে সৃষ্টি করে উৎসবমুখর পরিবেশ। শপথ গ্রহণের মাধ্যমে নতুন কমিটির দায়িত্বগ্রহণ এবং পিঠা-পায়েস পরিবেশনের মধ্য দিয়ে বর্ষবরণ পর্ব সম্পন্ন হয়।

অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আহ্বায়ক ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য শাকিল মিয়ার সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন বিদায়ী সভাপতি রবিউল আলম। শপথ গ্রহণ শেষে দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি নাজির উদ্দিন পাটোয়ারি।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শাহ নেওয়াজ গ্রুপের প্রেসিডেন্ট শাহ নেওয়াজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, জেবিবিএর সভাপতি হারুণ ভূইয়া, সাধারণ সম্পাদক মিয়া ফয়েজ আহমেদ, শাহ গ্রুপের প্রেসিডেন্ট শাহ জে চৌধুরীসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংগঠনিক ব্যক্তিত্ব। এছাড়া সংগঠনের উপদেষ্টা, নির্বাচন কমিশনার এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্যবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ লুৎফর রহমান নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান। নতুন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নাজির উদ্দিন পাটোয়ারি এবং সাধারণ সম্পাদক মিঞা ফয়েজ আহমেদ। কমিটিতে একাধিক সহ-সভাপতি, যুগ্ম সম্পাদকসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্বপ্রাপ্তরা শপথ গ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শাহ নেওয়াজ নবনির্বাচিত কমিটিকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, সংগঠনটির সঙ্গে তিনি শুরু থেকেই যুক্ত এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। তিনি প্রবাসীদের বৃহত্তর স্বার্থে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম বলেন, আগামী ৩০ জুনের মধ্যে সদস্যপদ গ্রহণের সময়সীমা শেষ হবেড়এ সময়ের মধ্যে সবাইকে সদস্য হওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পীরা। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কামরুজ্জামান বকুল, শাহ মাহবুব, রন্টি দাস, আফতাব জনি ও আমানত হোসেন আমান, যা অনুষ্ঠানে ভিন্ন মাত্রা যোগ করে।

অনুষ্ঠান শেষে সভাপতি নাজির উদ্দিন পাটোয়ারি, সাধারণ সম্পাদক মিঞা ফয়েজ আহমেদ এবং আহ্বায়ক শাকিল মিয়া উপস্থিত সকল অতিথি ও অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং অনুষ্ঠান সফল করতে সবার সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জাতিসংঘ ফোরামে তথ্যের অন্তর্ভুক্তিমূলক বৈশ্বিক যোগাযোগ জোরদারের আহ্বান

নিউইয়র্ক: তথ্যের অখণ্ডতা নিশ্চিত করা, ভ্রান্ত ও বিভ্রান্তিকর তথ্য মোকাবিলা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৈশ্বিক উদ্যোগ জোরদারের আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। গত সোমবার জাতিসংঘ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত তথ্য কমিটির ৪৮তম অধিবেশনের সাধারণ বিতর্কে বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত সালাহউদ্দিন নোমান চৌধুরী এ আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ভ্রান্ত তথ্য, বিভ্রান্তিকর প্রচারণা, বিদ্বেষমূলক বক্তব্য এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের অপব্যবহার বিশ্বজুড়ে বিভাজন বৃদ্ধি করছে এবং সমাজে পারস্পরিক আস্থা ক্ষুণ্ন করছে। এ প্রেক্ষাপটে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং আন্তঃদেশীয় ও দেশের অভ্যন্তরে বিদ্যমান ডিজিটাল বৈষম্য হ্রাস করার ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবদান, বিশেষত নারী শান্তিরক্ষীদের ক্রমবর্ধমান অংশগ্রহণের বিষয়টি তুলে ধরে রাষ্ট্রদূত চৌধুরী বলেন, শান্তি রক্ষা কার্যক্রমবিরোধী অপপ্রচার প্রতিহত করা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং পরিবেশগত দায়বদ্ধতা জোরদারে সমন্বিত ও ধারাবাহিক আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। তিনি আরও উল্লেখ করেন, মিয়ানমারে রোহিঙ্গা সংকট এবং গাজায় চলমান মানবিক বিপর্যয়সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে।এ ধরনের সংকট মোকাবিলায় সঠিক তথ্য প্রচার এবং বৈশ্বিক সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন।

‘ফিলাডেলফিয়া পত্রিকা’র শুভ সূচনা

ফিলাডেলফিয়া: পেনসিলভেনিয়ার ফিলাডেলফিয়া থেকে প্রকাশিতব্য ‘ফলাডেলফিয়া পত্রিকা’ নামে একটি সংবাদপত্রের যাত্রা শুরু হয়েছে। ২৭ সদস্যের একটি টিম নিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করেছে। সাংবাদিক, কবি, লেখক, নাট্যকার, চিকিৎসক, ইঞ্জিনিয়ার, আইটি বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক, সমাজসেবক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও ব্যবসায়ীদের সমন্বয়ে গঠিত এই টিম একটি মানসম্মত, নির্ভরযোগ্য ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ। পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন আশরাফুল ইসলাম আরিফ। কমিউনিকেশন কোঅর্ডিনেটর আব্দুল হাফিজ চৌধুরী, ডেস্ক মডারেটর জোহরা খাতুন কলি এবং ওভারঅল কোঅর্ডিনেটর হিসেবে রয়েছেন আহমদ সায়েম। টিমে আরও যুক্ত রয়েছেন প্রফেসর ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ, কবি ও নাট্যকার বদরুজ্জামান আলমগীর, ড. ইবরুল চৌধুরী, ডা. ফাতেমা আহমেদ, প্রফেসর খায়ের মোহাম্মদ মিঞা, সাদেক মিয়া কাপ্তান, কামরুল হাসানসহ আরও অনেকে।

বাংলা নববর্ষ ১৪৩৩-এর ১২ বৈশাখ (২৫ এপ্রিল ২০২৬) পত্রিকাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। কবি ও নাট্যকার বদরুজ্জামান আলমগীরের মাধ্যমে মোড়ক উন্মোচনের মধ্য দিয়ে এই শুভ সূচনা ঘোষণা করা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। বক্তারা দলনিরপেক্ষ, বস্তুনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এই উদ্যোগের সফলতা কামনা করেন। ‘ফিলাডেলফিয়া পত্রিকা’ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে দলনিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করবে। মতের ভিন্নতা ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য থাকলেও সত্যের প্রতি দায়বদ্ধতা অটুট থাকবে। সংশ্লিষ্টদের প্রত্যাশা, সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও কমিউনিটির সমর্থনে ‘ফিলাডেলফিয়া পত্রিকা’ প্রবাসী বাংলা ভাষাভাষীদের একটি নির্ভরযোগ্য কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে।

Building For Sale

১০৮-৫৫ সাটফিন বুলেভার্ডে ২ ফ্যামিলি স্টোরফ্রন্ট, ৩টি ইউনিট বিক্রয় হবে। মূল্য: $985,000

108-55 Sutphin Blvd, 2 Family, Storefront, 3 Units, Asking Price: $985K

Contact- Phone: **718-298-5885**
Email: lewislionel@aol.com
বি-৪৪-৪৮

পারসন্স হালাল মিট এন্ড গ্রোসারি

কোরবানির অর্ডার নেয়া হচ্ছে

PARSONS HALAL MEAT & GROCERY
83-39 Parsons Blvd. Jamaica, NY-11432
Tel: 347-238-1333

কঠোর আইনের গ্যাঁড়াকলে অভিবাসীরা

(প্রথম পাতার পর)

বিভিন্ন দেশ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসনের অপেক্ষায়, তারা এখন কঠোর আইনের গ্যাঁড়াকলে। এ নিয়ে অভিবাসী সমাজে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা।

সাধারণত যারা তাদের নিজ নিজ দেশে নিরাপদ নন বা জীবননাশের আশঙ্কার মধ্যে থাকেন, তারা যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাসাইলাম বা আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেন।

যুক্তরাষ্ট্র সরকারও দীর্ঘকাল ধরে নিরাপত্তা ও জীবননাশের ঝুঁকির বিবেচনায় বিদেশিদের অ্যাসাইলাম দিয়ে আসছে। কিন্তু এ দীর্ঘদিনের প্রথা ও মানবিক নীতি উল্টে দিচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন। 'দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট'-এর এক বিশেষ রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, নতুন নিয়ম অনুযায়ী, যারা তাদের দেশে নিরাপত্তা ঝুঁকিতে আছেন এমন ব্যক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রে আসার পর পুনরায় দেশে ফিরে যাওয়ার ব্যাপারে ভীত বোধ করেন যে দেশে ফিরে গেলে তারা পুনরায় নিপীড়নের শিকার হবে, এমনকি তাদেরকে হত্যা করা হতে পারে, এমন ব্যক্তিদের ভিসার আবেদন সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট সম্প্রতি এ নতুন বিধিমালার কথা জানিয়েছে, যা মূলত যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয়ের আবেদনকে পদ্ধতিগতভাবে সীমিত করার একটি বড় পদক্ষেপ।

সম্প্রতি স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে বিশ্বজুড়ে যুক্তরাষ্ট্রের সকল দূতাবাস ও কনস্যুলেটে পাঠানো একটি অভ্যন্তরীণ নির্দেশনায় এ কঠোর নিয়ম কার্যকর করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ নির্দেশনা অনুযায়ী, এখন থেকে প্রতিটি নন-ইমিগ্র্যান্ট ভিসা আবেদনকারীকে কনস্যুলার কর্মকর্তার মুখোমুখি হয়ে দুটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নগুলো হলো- 'আপনি কি আপনার নিজ দেশ বা বসবাসের সর্বশেষ স্থানে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত অথবা নিপীড়নের শিকার হয়েছেন?' এবং 'আপনি কি আপনার নিজ দেশে ফিরে যাওয়ার গেলে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার বা নিপীড়িত হওয়ার আশঙ্কা করেন?

নির্দেশনায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ভিসা পাওয়ার প্রক্রিয়া চালিয়ে যাওয়ার জন্য আবেদনকারীকে অবশ্যই এ দুটি প্রশ্নের উত্তরে মৌখিকভাবে 'না' বলতে হবে। কোনো আবেদনকারী যদি 'হ্যাঁ' উত্তর দেন কিংবা উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে তাকে কোনোভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের ভ্রমণের নথিপত্র বা ভিসা প্রদান করা হবে না।

এ নতুন নীতি কেবল ভিসা প্রাপ্তিকে কঠিন করছে না, বরং যারা বর্তমানে ভিসা আবেদন করছেন তাদের জন্য আইনি ফাঁদও তৈরি করছে। নির্দেশনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোনো আবেদনকারী যদি ভয় পাওয়ার বিষয়টি লুকিয়ে ভিসা পাওয়ার আশায় মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে 'না' বলেন এবং পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে অ্যাসাইলামের জন্য আবেদন করেন, তাহলে তাকে 'ভিসা জালিয়াতি'র দায়ে অভিযুক্ত করা হবে। এর ফলে ভবিষ্যতে তার ওপর স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের নিষেধাজ্ঞা বা নির্বাসনের আইনি ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের মতে, অনেক বিদেশি নাগরিক ভিসা আবেদনের সময় তাদের আশ্রয়ের উদ্দেশ্য গোপন করেন, যা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এ পদক্ষেপটি হুট করে নেওয়া হয়নি। গত সপ্তাহে একটি আমেরিকান ফেডারেল আপিল আদালত ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'সীমান্তে অনুপ্রবেশ' সংক্রান্ত ঘোষণাটিকে বেআইনি বলে রায় দিয়েছিল, যা কার্যত নিপীড়িত মানুষের জন্য আশ্রয়ের পথ পুনরায় উন্মুক্ত করার ইঙ্গিত দিচ্ছিল।আদালত আশ্রয়প্রার্থীদের প্রবেশাধিকার সীমিত করার ওই সরকারি আদেশ আটকে দিলে ট্রাম্প প্রশাসন এখন কূটনৈতিক চ্যানেলের মাধ্যমে ভিসা নিয়ন্ত্রণ করে আশ্রয়ের পথ রুদ্ধ করার কৌশল নিয়েছে।আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো এ সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে। 'রিফিউজিস ইন্টারন্যাশনাল'-এর প্রেসিডেন্ট জেরেমি কোনিডিক এ নীতিকে নিপীড়িত মানুষের সুরক্ষার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের 'সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা' বলে অভিহিত করেছেন।তিনি বলেন, 'আপনি যখন কাউকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করছেন ''আপনি কি নিপীড়িত?'' এবং তারা ''হ্যাঁ'' বললে আপনি তাদের নিজ দেশে থাকার নির্দেশ দিচ্ছেন, তখন বুঝতে হবে যুক্তরাষ্ট্রে এখন আর নিপীড়িতদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল নয়।'বিশ্লেষকদের আশঙ্কা, এ নতুন নিয়ম কার্যকর হওয়ার ফলে জার্মানির নাৎসি আমলের ইহুদি, স্নায়ুযুদ্ধের সময়ের সোভিয়েত ভিন্নমতাবলম্বী কিংবা ১৯৭০-এর দশকের ইরানি নাগরিকদের মতো মানুষরা আজকের দিনে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের সুযোগ পেতেন না।এ বিষয়ে স্টেট ডিপার্টমেন্টের এক মুখপাত্র জানিয়েছেন, মার্কিন ভিসা কোনো মৌলিক অধিকার নয়, বরং এটি একটি বিশেষ সুবিধা। ট্রাম্প প্রশাসনের দাবি, তাদের প্রথম অগ্রাধিকার হলো জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।

২০২৫ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেওয়ার প্রথম দিনেই ট্রাম্প নির্বাহী আদেশ ১৪১৬১-এ কঠোর অভিবাসন স্ক্রিনিংয়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তারই অংশ হিসেবে এর আগে ১২টি দেশের নাগরিকদের ওপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা ও নির্দিষ্ট কিছু দেশের নাগরিকদের ওপর আংশিক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। ছাত্র ভিসা বা প্রযুক্তি কর্মীদের ক্ষেত্রেও এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যাচাই-বাছাইসহ নানা কঠোরতা আরোপ করা হয়েছে।এখন স্টেট ডিপার্টমেন্টের এই নতুন নীতি কার্যকর হওয়ায় বিশ্বজুড়ে হাজার হাজার মানুষ, বিশেষ করে সাংবাদিক, রাজনৈতিক কর্মী, সংখ্যালঘু গোষ্ঠী এবং পারিবারিক নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভিন্ন দেশে নতুন জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখতেন।

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব বাতিল ইস্যুতে নতুন বিতর্ক

যুক্তরাষ্ট্রে নাগরিকত্ব বাতিল বা 'ডিন্যাচারালাইজেশন' ইস্যুতে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস (ডিওজে) সূত্রে জানা গেছে, বিদেশে জন্ম নেওয়া এমন কিছু নাগরিককে চিহ্নিত করা হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে নাগরিকত্ব বাতিলের মামলা করার প্রস্তুতি চলছে। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রাথমিকভাবে ৩৮৪ জনকে এই প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হতে পারে। ধারণা করা হচ্ছে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই তাদের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ শুরু হবে। আইন অনুযায়ী, কেউ যদি মিথ্যা তথ্য দিয়ে, জাল কাগজপত্র ব্যবহার করে, ভুয়া বিবাহের মাধ্যমে অথবা গুরুতর অপরাধ গোপন রেখে নাগরিকত্ব অর্জন করে থাকেন, তাহলে আদালতের মাধ্যমে তার নাগরিকত্ব বাতিল করা যেতে পারে। কিছু ক্ষেত্রে নাগরিকত্ব পাওয়ার পর সংঘটিত গুরুতর অপরাধও এই প্রক্রিয়ার ভিত্তি হতে পারে।ডিওজে গত বছর একটি অভ্যন্তরীণ নির্দেশনায় এ ধরনের মামলার সংখ্যা বাড়ানোর ওপর জোর দেয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে থাকা প্রসিকিউটরদের এখন এসব মামলা সক্রিয়ভাবে অনুসরণ করতে বলা হয়েছে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০১৭ সাল থেকে ২০২৫ সালের শেষ পর্যন্ত প্রায় ১২০টি ডিন্যাচারালাইজেশন মামলা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। নতুন করে চিহ্নিত ৩৮৪ জনকে এই উদ্যোগের প্রথম ধাপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।সাবেক ফেডারেল প্রসিকিউটর ফ্রান্সেস হেকস এক সাক্ষাৎকারে বলেন, এই উদ্যোগের পেছনে নীতিগত অগ্রাধিকার রয়েছে। তবে প্রশাসনের দাবি, এটি কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়; বরং বিদ্যমান ফেডারেল আইন বাস্তবায়নের অংশ।বিশেষজ্ঞদের মতে, নাগরিকত্ব বাতিল একটি জটিল ও সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া, যা সাধারণত খুব সীমিত ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হয়। তবে এর পরিসর বাড়ানো হলে তা অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি করতে পারে। আইনগতভাবে, একজনের নাগরিকত্ব বাতিল হলে তিনি তার আগের অভিবাসন অবস্থায় ফিরে যান এবং পরবর্তীতে বহিষ্কারের মুখোমুখি হতে পারেন। এছাড়া, এই ধরনের দেওয়ানি মামলায় ফৌজদারি মামলার মতো সরকার-নিযুক্ত আইনজীবী পাওয়ার সুযোগ থাকে নাড়া নিয়ে অধিকারকর্মীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।সাম্প্রতিক কয়েকটি মামলায় দেখা গেছে, যৌন অপরাধ, ভুল তথ্য প্রদান এবং কর জালিয়াতির অভিযোগে নাগরিকত্ব বাতিলের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।ইতিহাস বলছে, নাগরিকত্ব বাতিল নতুন কোনো বিষয় নয়। ২০শ শতাব্দীতে রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক এবং শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধেও এই আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল। পরে সুপ্রিম কোর্টেরএকাধিক রায়ে এর ব্যবহার সীমিত করা হয়। পরবর্তীতে বারাক ওবামা প্রশাসনের সময় এই প্রক্রিয়া কিছুটা বাড়ে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তা আরও জোরালোভাবে প্রয়োগ করা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে এই উদ্যোগ কতদূর বিস্তৃত হবে, তা এখনও অনিশ্চিত। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে, আইনের প্রয়োগে স্বচ্ছতা ও সীমারেখা নিশ্চিত করা না হলে এটি বড় ধরনের নীতিগত বিতর্কে রূপ নিতে পারে।

এইচ-১বি ভিসায় বড় পরিবর্তনের প্রস্তাব : নতুন বিলে বিতর্ক

যুক্তরাষ্ট্রে এইচ-১বি ভিসা নীতিতে বড়সড় পরিবর্তনের লক্ষ্যে নতুন একটি বিল পেশ হয়েছে কংগ্রেসে, যা ঘিরে শুরু হয়েছে তুমুল আলোচনা ও উদ্বেগ। 'এন্ড এইচ-১বি ভিসা অ্যাবিউজ অ্যাক্ট অফ ২০২৬' নামে প্রস্তাবিত এই বিলে সাময়িকভাবে তিন বছরের জন্য এইচ-১বি ভিসা প্রদান বন্ধ রাখা এবং বর্তমান লটারি পদ্ধতি বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে। বিল অনুযায়ী, বর্তমানে বছরে ৬৫ হাজার ভিসা ইস্যুর সীমা কমিয়ে ২৫ হাজারে নামিয়ে আনার প্রস্তাব করা হয়েছে। পাশাপাশি, আবেদনকারীদের জন্য ন্যূনতম বার্ষিক বেতন ২ লাখ ডলার নির্ধারণ, নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আনার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা এবং একাধিক চাকরিতে যুক্ত হওয়ার ওপর কড়াকড়ি আরোপের কথাও বলা হয়েছে। প্রস্তাবে আরো উল্লেখ রয়েছে, তৃতীয় পক্ষের স্টাফিং এজেন্সির মাধ্যমে বিদেশি কর্মীদের নিয়োগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হতে পারে। একইসঙ্গে, বিদেশি কর্মী নিয়োগের আগে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে লিখিতভাবে জানাতে হবে যে সমমানের দক্ষ কোনো মার্কিন নাগরিক পাওয়া যায়নি এবং নতুন নিয়োগের জন্য কাউকে ছাঁটাই করা হয়নি।

২০২৫ সালে কী বদল? : ১৯৯০ সাল থেকে শুরু হয়েছিল এই এইচ-১বি ভিসা নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাকরি করতে আসার প্রথা। প্রতি বছর গড়পড়তা ৮৫ হাজার ভিসা দেওয়া হতো।২০২৫ সালে যে নিয়মে অনেক বদল আনেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।তিনি যে সেদেশে 'অভিবাসী' চান না, তা চিরকালই ওপেন সিক্রেট রেখেছেন ডন। যে জন্য ২,৫০০ ডলার থেকে প্রথমে লাখ ডলারের 'বোঝা', তারপর সোশ্যাল মিডিয়া ওয়ালে নজরদারিড় একের পর এক 'ক্লজ' চাপিয়ে ক্রমশ তিনি ভারতীয় তথা বিশ্ববাসীর এই ভিসা পাওয়ার পথে আরো কাঁটা বিছিয়ে দিয়েছেন তিনি। এতেই শেষ নয়, এর সঙ্গেই লেবার কন্ডিশন অ্যাপ্লিকেশান (এলসিএ) কস্ট-সহ সংশ্লিষ্ট অন্য খরচ চাপানো হয়েছে এইচ-১বি ভিসা অ্যাপ্লিকেশান এর জন্য।

এর আগেই ইউএস ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিওরিটি (ডিএইচএস) কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতি প্রকাশ করে জানিয়েছেন, চিরাচরিত লটারি সিস্টেম-এ বদল আসতে চলেছে ২০২৭ সালের সিজন শুরু হওয়ার পর। যেখানে প্রস্তাবিত নিয়মে বলা হয়েছে, এতদিন যেখানে র্যানডম লটারির মাধ্যমে বেছে নেওয়া হতো যোগ্য প্রার্থী, সেখানে কার্যকর হতে চলেছে বিশেষ 'ওয়েটেড সিলেকশন প্রসেস'। যেখানে শুধুমাত্র ভাগ্যের বদলে, মেধাকে প্রধান বিচার্য বিষয় হিসেবে ধরা হবে। নতুন নিয়মে চারটি ক্যাটিগরি তৈরি করা হবে সরকার নির্ধারিত ওয়েজ টিয়ার-এর ভিত্তিতে। যে কর্মীকে তার মেধার ভিত্তিতে সর্বাধিক বেতন দিতে আগ্রহী মার্কিন সংস্থা কর্তৃপক্ষ, তাকে 'লেভেল-৪' এ রাখা হবে। এ ভাবে তার থেকে কম পে-প্যাকেজ এর কর্মীকে যথাক্রমে ৩-২-১ লেভেলে তালিকাভুক্ত করা হবে। ৪ লেভেলে থাকা সম্ভাব্য কর্মীর নাম যেখানে লটারিতে চার বারের জন্য 'এনলিস্ট' করা হবে, সেখানে 'লেভেল-৩' এর কর্মীকে ৩ বার, ২-এর কর্মীকে ২ বারড় এভাবে তা কমতে থাকবে এবং স্বাভাবিক ভাবেই সংখ্যাতত্ত্বের নিয়ম মেনে চার বার তালিকাভুক্ত হওয়ার দরুণ, ভিসা পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হবে সেই মেধাবী কর্মীর জন্য, যাকে সর্বাধিক বেতন দিতে আগ্রহী সংস্থা কর্তৃপক্ষ। এ ভাবে 'সেরার সেরা' মেধাকেই শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ঠাঁই দিতে চাইছে ট্রাম্প প্রশাসন।

কেন চিন্তায় ইউএস সংস্থাগুলো?কমার্স সেক্রেটারি হাওয়ার্ড লুটনিক বা হোয়াইট হাউস স্টাফ সেক্রেটারি উইল স্কার্ফ দাবি করেছেন, এইচ-১বি ভিসা দুর্নীতির আখড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। যার ফলে দেশের মাটিতেই চাকরি পাচ্ছিলেন না মার্কিন নাগরিকেরা। সেই প্রথা বন্ধ করার জন্যই এই পদক্ষেপ। বিশ্বের সেরা একাধিক ইউ-নিভার্সিটি রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখান থেকে ফ্রেশ গ্র্যাজুয়েট'দের নিয়োগ করা যেতেই পারে। যে সূত্র ধরেই 'এন্ড এইচ-১বি.২০২৬' বিলে দাবি করা হয়েছে, এই ভিসা দেওয়ার জন্য কর্মীর নাম প্রস্তাব করার আগে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে লিখিতভাবে জানাতে হবে, যে কর্তৃপক্ষ সমমানের শিক্ষিত কোনো মার্কিন কর্মী পাননি এবং এই নতুন বিদেশিকে রোস্টারে নেওয়ার জন্য কাউকে ছাঁট-াইও করা হয়নি সংস্থা থেকে।বিশেষজ্ঞদের দাবি, নতুন নিয়মে ভিসা আবেদনে বহুগুণ বেশি টাকা খরচ সমস্যার একটা পার্ট। দ্বিতীয় সমস্যা পে-প্যাকেজ সংক্রান্ত। আগে বিদেশ থেকে কর্মী আনলে যেখানে মাসে গড়ে ৪.৮৫ লাখ টাকা মাইনে দিলেই হতো, সেখানে মার্কিন শ্রম আইন মেনে বেতন দিতে গেলে অঙ্কটা বেশ কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। ফলে বিষয়টা দোধারি তরোয়ালের মুখে পড়ার মতো অবস্থা হয়ে পড়েছে সংস্থাগুলোর জন্য।আরো সমস্যা রয়েছে। বিশ্বখ্যাত সব মার্কিন সংস্থাগুলোর কর্তৃপক্ষ ধরে ধরে 'পিক অ্যান্ড চুজ়' করে বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে সেরা মাথাগুলো তুলে আনতেন। যারা সংস্থার শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে সাহায্য করতেন। এখন তাদের বাদ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র থেকেই কর্মী নিতে হলে, মেধার প্রশ্নে আগামী দিনে কতটা কম্প্রোমাইজ় করতে হবে, আশঙ্কা থাকছে সেখানেও।

ভারতীয়রা চাপে কেন? খুবই সহজ। যে জন্য মার্কিন সংস্থাগুলো 'উদ্বিগ্ন', ঠিক সেই কারণেই চাপ বাড়ছে ভারতে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বছরই বার্ষিক এইচ-১বি ভিসার কোটার ৭১ শতাংশ রয়েছে ভারতীয়দের দখলে। তাই কতটা কাটছাঁট হতে চলেছে, তা নিয়ে আক্ষরিক অর্থেই রাতের ঘুম উড়ে গেছে সবারই ট্রাম্পপন্থীদের দাবি, মেক আমেরিকা গ্রেট এগেন-এর যে স্লোগান তুলেছিলেন ট্রাম্প, এইচ-১বি ভিসা পথে সিঁদ কেটে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে অন্যতম প্রধান বাধা ভারতীয়রা। দলে দলে ভারতীয় প্রতি বছর মার্কিন মুলুকে আসায় নিজভূমে পরবাসী হয়ে চাকরি পাচ্ছেন না ইউএস সিটিজেনরাই।

'অধিকতর নিরাপত্তা যাচাই': আবেদন প্রক্রিয়া ধীর হতে পারে

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন প্রক্রিয়ায় নতুন করে কঠোর নিরাপত্তা যাচাই ব্যবস্থা চালু করেছে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন। নতুন নির্দেশনায় অভিবাসন আবেদনকারীদের জন্য 'এনহ্যান্সড' বা উন্নত ব্যাকগ্রাউন্ড চেক বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যা ইতোমধ্যে কার্যকর হয়েছে। ইউএস সিটিজেনশিপ অ্যান্ড ইমিগ্র্যাশন সার্ভিসেস (ইউএসসিআইএস) জানিয়েছে, এখন থেকে সব ফিঙ্গারপ্রিন্টভিত্তিক আবেদন আরও বিস্তৃত ফেডারেল ডাটাবেজের মাধ্যমে যাচাই করা হবে। এ প্রক্রিয়ায় ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (এফবিআই)-এর নতুন প্রজন্মের আইডেন্টিফিকেশন সিস্টেম ব্যবহার করে আবেদনকারীদের অপরাধ-ইতিহাসসহ বিভিন্ন তথ্য আরও গভীরভাবে সংগ্রহ করা হবে। নতুন নির্দেশনায় ইউএসসিআইএস কর্মকর্তাদের স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে–যেসব আবেদন নতুন নিরাপত্তা যাচাই সম্পন্ন হয়নি, সেগুলোর অনুমোদন দেওয়া যাবে না। ফলে গ্রিন কার্ড, স্থায়ী বসবাস এবং নাগরিকত্বের জন্য জমা থাকা বহু আবেদন সাময়িকভাবে স্থগিত বা ধীরগতির শিকার হতে পারে। অভ্যন্তরীণ নথি অনুযায়ী, ২৭ এপ্রিল থেকে এই ব্যবস্থা কার্যকর হয়েছে। ইতোমধ্যে জমা দেওয়া কিছু আবেদনের ক্ষেত্রেও পুনরায় আঙুলের ছাপ সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা আবেদনকারীদের জন্য অতিরিক্ত সময় ও প্রক্রিয়াগত জটিলতা তৈরি করতে পারে। প্রশাসনের দাবি, এই পদক্ষেপ জাতীয় নিরাপত্তা জোরদার এবং অবৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের বৃহত্তর কৌশলের অংশ। তবে মানবাধিকারকর্মী, নাগরিক অধিকার সংগঠন এবং ধর্মীয় নেতারা এই উদ্যোগের সমালোচনা করেছেন। তাদের মতে, এ ধরনের কঠোর যাচাই প্রক্রিয়া ন্যায্য বিচারপ্রাপ্তি ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং সংখ্যালঘুদের মধ্যে অনিশ্চয়তা বাড়াতে পারে।ইউএসসিআইএস এক বিবৃতিতে বলেছে, নতুন নিরাপত্তা যাচাইয়ের কারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাময়িক বিলম্ব হতে পারে, তবে পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসবে বলে তারা আশা করছে।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ বাণিজ্য চুক্তি ওপেন : আমেরিকান রাষ্ট্রদূত

(প্রথম পাতার পর)

বাণিজ্য চুক্তিতে কোনো ধরনের গোপনীয়তা নেই উল্লেখ করে দ্রুত অনুমোদনের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট টি ক্রিস্টেনসেন। রাজধানীতে আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স (অ্যামচেম) আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি এ আহ্বান জানান। মার্কিন রাষ্ট্রদূত সম্পাদিত এই চুক্তিকে 'গেম চেঞ্জার' হিসেবে অভিহিত করে বলেন, এই চুক্তির ফলে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছে। বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো তুলে ধরে ক্রিস্টেনসেন বলেন, বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করা এখনো বেশ কঠিন। তিনি বড় বিনিয়োগ আকর্ষণে ব্যবসার পরিবেশ সংস্কারের ওপর জোর দেন। বিশেষ করে : অস্বচ্ছ প্রক্রিয়া ও জটিল লাইসেন্সিং পদ্ধতি দূর করা, ডিজিটাল কাস্টমস ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং স্বচ্ছ ক্রয়প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা, শ্রম ও পরিবেশগত মানদণ্ড আরও শক্তিশালী করার মতো বিষয়গুলো তুলে ধরেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার আবদুল মুক্তাদির বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ওষুধ শিল্পের প্রসারে মার্কিন বাজার উন্মুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রদূতের প্রতি বিশেষ আহ্বান জানান। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এই চুক্তির ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য যুক্তরাষ্ট্রে আরও সহজে প্রবেশাধিকার পাবে।

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অংশীদারিকে আরও শক্তিশালী করতে রপ্তানি বহুমুখীকরণ, বাজারে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ প্রবাহ জোরদার করা প্রয়োজন বলেও জানান বাণিজ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার এবং দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেলেও রপ্তানি খাতে এখনো একমুখী নির্ভরতা রয়ে গেছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক খাতের ওপর অতিনির্ভরতা দেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি রপ্তানি পণ্য বৈচিত্র্?্যকরণের ওপর জোর দেন। বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন, এলডিসি থেকে উত্তরণের প্রাক্কালে উন্নত বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ তিন বছর সময় বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে এবং ২০২৯ সালের নভেম্বর মাসে উত্তরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।বিনিয়োগ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, জ্বালানি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের বিনিয়োগ ইতিবাচক অবদান রাখলেও সামগ্রিক বিনিয়োগ সম্ভাবনার তুলনায় তা এখনো কম। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগে (এফডিএ) ওঠানামার প্রবণতা বিনিয়োগকারীদের আস্থা আরও জোরদারের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে।

এবার নিজের ছবিসংবলিত পাসপোর্ট বের করছেন ট্রাম্প

(প্রথম পাতার পর)

প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে হোয়াইট হাউস। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ফক্স নিউজ জানিয়েছে, হোয়াইট হাউস সিদ্ধান্ত নিয়েছেড়আগামী জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ঘোষণার ২৫০তম বার্ষিকী উদ্যাপনের অংশ হিসেবে এই পাসপোর্ট চালু করা হবে। ট্রাম্প প্রশাসনের এক কর্মকর্তা বিবিসিকে নিশ্চিত করেছেন, নতুন নকশার এই পাসপোর্ট 'যেকোনো মার্কিন নাগরিক' পেতে পারবেন, যদি তাঁরা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করেন এবং যখন এর বিতরণ শুরু হবে। যত দিন মজুত থাকবে, তত দিন এই সুবিধা চালু থাকবে। এই বিশেষ পাসপোর্ট শুধু ওয়াশিংটন পাসপোর্ট এজেন্সি থেকেই পাওয়া যাবে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট তথা পররাষ্ট্র দপ্তর প্রকাশিত নকশায় দেখা যায়, পাসপোর্টে ট্রাম্পের একটি ছবি থাকবে, যার চারপাশে থাকবে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের লেখা এবং আমেরিকার পতাকা। পাশাপাশি থাকবে সোন-ালি রঙে প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর।

হোয়াইট হাউসের এক মুখপাত্র বিবিসিকে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নতুন দেশপ্রেমিক পাসপোর্ট নকশা আমেরিকার ২৫০তম জন্মবার্ষিকীর জাঁকজমকপূর্ণ উদ্যাপনে অংশ নেওয়ার আরেকটি দারুণ সুযোগ করে দিচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'ইউএফসি-২৫০ ফাইট, গ্রেট আমেরিকান স্টেট ফেয়ার, ফ্রিডম-২৫০ গ্র্যান্ড প্রিক্স এবং আমাদের স্বাধীনতা উদ্যাপন করা এই নতুন পাসপোর্টড়সব মিলিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাদের ঐতিহাসিক সেমিকুইনসেন্টেনিয়াল উদ্যাপনের সময়ে জাতীয় গর্ব ও দেশপ্রেম পুনরুজ্জীবনের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন।' বর্তমান মার্কিন পাসপোর্টে দেশের ইতিহাসের বিভিন্ন দৃশ্য, যেমনড়চাঁদে অবতরণ এবং স্ট্যাচু অব লিবার্টির মতো জাতীয় প্রতীক তুলে ধরা হয়। তবে নাগরিকরা চাইলে এই বিশেষ সংস্করণটি এড়িয়ে যেতে পারবেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়। এই স্মারক পাসপোর্টটি ট্রাম্প প্রশাসনের সাম্প্রতিক পদক্ষেপগুলোর একটি, যার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি কর্মসূচি ও স্থাপনার সঙ্গে ট্রাম্পের নাম ও প্রতিকৃতি যুক্ত করা হচ্ছে। সম্প্রতি মার্কিন টাকশাল ইউএস মিন্ট ঘোষণা দেয় যে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার ২৫০তম বার্ষিকী উপলক্ষে ট্রাম্পের প্রতিকৃতি-সংবলিত একটি স্মারক স্বর্ণমুদ্রা প্রকাশের পরিকল্পনা রয়েছে। এ ছাড়া, প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বে থাকা অবস্থায় মার্কিন ব্যাংকনোটে নিজের স্বাক্ষর যুক্ত করা প্রথম প্রেসিডেন্টও হতে যাচ্ছেন তিনি। এর আগে, এপ্রিলের শুরুতে হোয়াইট হাউস 'আর্ক দ্য ট্রাম্প' নামে স্বর্ণখচিত একটি বিশাল বিজয় তোরণের পরিকল্পনা প্রকাশ করে। ওয়াশিংটন ডিসিতে ২৫০ ফুট (৭৬ মিটার) উচ্চতার এই স্থাপনার প্রাথমিক অনুমোদন দিয়েছে একটি ফেডারেল প্যানেল। তবে সাধারণ জনগণ ও ঐতিহ্য সংরক্ষণবাদী গোষ্ঠীগুলোর পক্ষ থেকে ব্যাপক নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এসেছে। ট্রাম্প হোয়াইট হাউসেও স্থায়ী পরিবর্তন এনেছেন। একটি বলরুম নির্মাণের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ভবনটির পূর্বাংশ (ইস্ট উইং) ভেঙে ফেলা হয়েছে।

লেবাননে যুদ্ধের কারণে তীব্র ক্ষুধার মুখে ১২ লাখেরও বেশি মানুষ

বাংলাদেশ ডেস্ক : জাতিসংঘের সহায়তাপুষ্ট একটি প্রতিবেদনে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে, ইসরায়েল এবং হিজবুল্লাহর মধ্যে সাম্প্রতিক যুদ্ধের কারণে লেবাননের ১২ লাখেরও বেশি মানুষ তীব্র ক্ষুধার সম্মুখীন হতে পারে। বুধবার (২৯ এপ্রিল) জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি) এবং লেবাননের কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক যৌথ বিবৃতিতে এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হয়েছে। খবর বার্তা সংস্থা এএফপির। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের এপ্রিল থেকে আগস্টের মধ্যে প্রায় সাড়ে ১২ লাখ মানুষ সংকটজনক বা তার চেয়েও ভয়াবহ পর্যায়ের 'খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার' মুখে পড়তে পারেন। এই সংখ্যা বিশ্লেষণকৃত জনসংখ্যার প্রায় চারজনের মধ্যে একজন। ওই সংস্থাগুরো মূলত ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি)-এর বিশ্লেষণের কথা উল্লেখ করেছে।

এটি জাতিসংঘ সমর্থিত সংস্থা যারা বিশ্বজুড়ে ক্ষুধা ও অপুষ্টির পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, মার্চ মাসে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগের পরিস্থিতির তুলনায় এটি 'মারাত্মক অবনতি'। সে সময় প্রায় ৮ লাখ ৭৪ হাজার মানুষ (জনসংখ্যার প্রায় ১৭ শতাংশ) তীব্র খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার শিকার ছিলেন। প্রতিবেদনে এই অবনতির পেছনে মূলত সংঘাত, বাস্তুচ্যুতি এবং অর্থনৈতিক চাপকে দায়ী করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দেওয়া তথ্য অনুসারে, গত ১৭ এপ্রিল থেকে কার্যকর হওয়া যুদ্ধবিরতি ইসরায়েল এবং ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর মধ্যে চলমান ছয় সপ্তাহের যুদ্ধে সাময়িক বিরতি এনেছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

হাসিনাকে ঘিরে টানাপড়েন ভারত কি অবস্থান বদলাচ্ছে?

ঢাকা : ভারতীয় এক বিশ্লেষকের মতে, বাংলাদেশের সাবেক এই নেত্রী দিল্লির জন্য 'একটি কৌশলগত সম্পদ' হিসেবেই রয়েছেন। শেখ হাসিনাকে প্রত্যর্পণের জন্য ঢাকার অনুরোধ পর্যালোচনা করতে ভারতের সম্মতি একটি গভীর রাজনৈতিক বিষয়ে আরো নমনীয়তার ইঙ্গিত দিতে পারে। কিন্তু পর্যবেক্ষকরা সতর্ক করে দিয়েছেন যে এর মানে এই নয় যে, নয়াদিল্লি এখনই বাংলাদেশের সাবেক এই শাসককে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত। বিক্ষোভকারীদের তুমুল চাপে তার শাসনের পতন ঘটলে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ভারতে পালিয়ে যান। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১৭ এপ্রিল নিশ্চিত করেছে যে তারা ঢাকার প্রত্যর্পণ অনুরোধের একটি আনুষ্ঠানিক পর্যালোচনা করছে। ভারতের পূর্ববর্তী অবস্থান থেকে এই ঘোষণাটি একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এমন এক সময়ে এই ঘোষণাটি এলো যখন দিল্লি তার আইনি বাধ্যবাধকতার সাথে ঢাকার নতুন সরকারের সাথে সম্পর্ক স্থিতিশীল করার আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার চেষ্টা করছে। ওপি জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটির আইন স্কুলের সহযোগী অধ্যাপক অভিনব মেহরোত্রা বলেছেন, অনুরোধটি 'সক্রিয়ভাবে পর্যালোচনা' করার বিষয়ে ভারতের দাবি 'অর্থপূর্ণ' হলেও, এটি কেবলই একটি পদ্ধতিগত ভাষা।

তিনি বলেন, "সরকারগুলো প্রায়ই কোনো প্রতিশ্রুতি না দিয়েই উন্মুক্ততার ইঙ্গিত দিতে এটি ব্যবহার করে। অনুরোধটি সরাসরি উপেক্ষা বা প্রত্যাখ্যান করার তুলনায়, এটি কিছুটা নমনীয় মনোভাবের ইঙ্গিত দেয়, কিন্তু এর মানে এই নয় যে, ভারত তাকে হস্তান্তর করতে প্রস্তুত।" উচ্চ যুব বেকারত্ব এবং কথিত অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার কারণে সৃষ্ট একটি সহিংস গণ-অভ্যুত্থান এবং ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিক্ষোভের ওপর প্রাণঘাতী দমনপীড়নের পর হাসিনা নির্বাসনে যান, যা তার ১৫ বছরের শাসনের অবসান ঘটায়। গত নভেম্বরে, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল বিক্ষোভ চলাকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য হাসিনাকে তার অনুপস্থিতিতে মৃত্যুদণ্ড দেয়। ভারত ঐতিহাসিকভাবে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের প্রত্যর্পণ এড়িয়ে চলে, প্রায়ই মানবিক কারণ দেখিয়ে। ২০০৯ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত হাসিনার মেয়াদকালে ভারত তাকে একজন ঘনিষ্ঠ মিত্র হিসেবে দেখত, যিনি ভারতের নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগ, বিশেষ করে ইসলামপন্থী চরমপন্থা এবং আঞ্চলিক সংযোগ সম্পর্কিত উদ্বেগগুলো নিরসন করেছিলেন। সিঙ্গাপুর ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান স্টাডিজের রিসার্চ ফেলো অমিত রঞ্জন বলেছেন, যেহেতু হাসিনার প্রত্যর্পণ একটি আইনি বিষয় না হয়ে "একটি রাজনৈতিক বিষয়", তাই এর সমাধান দ্বিপক্ষীয় আলোচনার মাধ্যমে করা উচিত। তিনি আরো বলেন, ভারতের সাবেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির নেতা দীনেশ ত্রিবেদীকে বাংলাদেশের পরবর্তী হাইকমিশনার হিসেবে নিয়োগ দেয়া "স্পষ্টতই ইঙ্গিত দেয় যে ভারত দুই দেশের মধ্যকার কিছু রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিকভাবে করতে চায়।" এই নিয়োগটি পেশাদার কূটনীতিকদের নিয়োগ দেয়ার নীতি থেকে একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এবং এটিকে দীর্ঘ সময় ধরে চলা উত্তেজনার পর প্রতিবেশীর সাথে সম্পর্ক মেরামতের জন্য ভারতের একটি প্রচেষ্টা হিসেবে ব্যাপকভাবে দেখা হচ্ছে। হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতি ও ভারতে তার রাজনৈতিক আশ্রয়, সেইসাথে বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান ভারত-বিরোধী মনোভাবের ফলে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক ইতিহাসের সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের গৃহীত নীতিগুলোও এই সম্পর্কের টানাপড়েনে ভূমিকা রেখেছে, যার মধ্যে রয়েছে ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা এবং বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য চীনা সংস্থাগুলোকে আমন্ত্রণ জানানো। হাসিনাকে "সমর্থন ও আশ্রয় দেয়ার" জন্য ভারতের কঠোর সমালোচনা করে ইউনূস বলেন, ছাত্র-নেতৃত্বাধীন বিপ্লবটি ভারত "পছন্দ না করায়" সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফেব্রুয়ারিতে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভূমিধস বিজয়ের পর, উভয় দেশ সম্পর্ক মেরামতের জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে পর্যায়ক্রমে ভিসা পরিষেবা পুনরায় চালু করা এবং এই মাসে উচ্চ পর্যায়ের কূটনৈতিক আলোচনা। গোয়ার মন্ত্রয়া ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি শান্তি মারিয়েট ডি'সুজা বলেন, ভারতের দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ছিল হাসিনার আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত করা তিনি বলেন, "তাকে ঢাকার কাছে সমর্পণ করার অর্থ হবে কার্যত আওয়ামী লীগের সমাপ্তি।" ভারত নতুন সরকারের সাথে সম্পৃক্ত হতে ইচ্ছুক হলেও, পাকিস্তান ও চীনের সাথে ঢাকার সম্পর্ক নিয়ে সতর্ক রয়েছে। ডি'সুজা বলেন, "হাসিনা দিল্লির জন্য সবসময়ই একটি কৌশলগত সম্পদ হয়ে থাকবেন," বিশেষ করে যদি বিএনপি সরকার তার ভারত-বিরোধী অবস্থানে ফিরে আসে, তবে ঢাকার ওপর চাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে। হাসিনা ১৯৮১ সাল থেকে আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং তার নেতৃত্বে দলটি ২০০৯ থেকে ২০২৪ সালে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার আগ পর্যন্ত একটানা ক্ষমতায় ছিল। মেহরোত্রা বলেন, প্রত্যর্পণের প্রক্রিয়া এগোলে বাংলাদেশ পলাতক আসামিদের হস্তান্তরের জন্য প্রত্যর্পণ আইন, ১৯৬২-এর অধীনে ভারতের কাছে একটি আনুষ্ঠানিক আবেদন পাঠাবে। দিল্লি আবেদনটি পর্যালোচনা করার পর, এর পেছনে কোনো বৈধ আইনি ভিত্তি আছে কিনা তা একটি আদালত খতিয়ে দেখবে। হাসিনা আদালতে এই আবেদনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেন। মেহরোত্রা বলেন, "আদালত রাজি হলেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটি রাজনৈতিক এবং ভারত সরকার তখনো প্রত্যর্পণ অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যান করতে পারে।"

সংস্কারগুলোকে কী হত্যা করছে বাংলাদেশ!

(প্রথম পাতার পর)

ক্ষমতাচ্যুতির পর জবাবদিহিতা বাড়াতে প্রণীত বেশ কয়েকটি সংস্কার অধ্যাদেশ বাতিল করেছে। তাতে অনেক সংস্কার অকার্যকর হয়ে পড়ায় এ নিয়ে বিরোধী দলের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্বেগের কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে হাসিনার ক্ষমতাচ্যুতির পর অর্জিত গণতান্ত্রিক অগ্রগতি থেকে বাংলাদেশ পিছিয়ে পড়ছে। ১৩৩টির মধ্যে অধিকাংশ অধ্যাদেশ অনুমোদিত হলেও বিচারিক তদারকি, দুর্নীতি দমন এবং পুলিশি ব্যবস্থা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসহ অন্তত ২৩টি অধ্যাদেশ সাংবিধানিক সময়সীমার মধ্যে সংসদীয় অনুমোদন পেতে ব্যর্থ হওয়ায় হয় বাতিল করা হয়েছে অথবা মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এ অধ্যাদেশগুলোকে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, স্বচ্ছতার অভাব এবং দুর্বল জবাবদিহিতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সমালোচিত প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুনর্গঠনের প্রচেষ্টার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ব্যাপকভাবে দেখা হয়। বিরোধী দল, নাগরিক সমাজ গোষ্ঠী এবং বেশ কয়েকজন বিশ্লেষক এই পদক্ষেপকে অভ্যুত্থানের পর গৃহীত মূল সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলোর পশ্চাদপসরণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং সতর্ক করেছেন যে এটি তদারকিকে দুর্বল করে স্বৈরাচারী কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতাকে পুনরায় কেন্দ্রীভূত করতে পারে। তবে, সরকার বলছে ত্রুটি সংশোধন এবং আলোচনার পর আরো শক্তিশালী আইন পুনরায় প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় আইনগত পর্যালোচনা চলছে। এই বিবাদ দ্রুত সংসদের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। বিরোধী জোটগুলো বিক্ষোভ করেছে এবং দেশব্যাপী আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে, অন্য দিকে বিশ্লেষকরা বলছেন, এই বিতর্কটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক রূপান্তরের গতিপথ নিয়ে এক গভীরতর সংগ্রামের প্রতিফলন- যা সংসদের ভেতরে এবং রাজপথে উভয় স্থানেই উন্মোচিত হচ্ছে।

মানবাধিকার কমিশন : কী পরিবর্তন হয়েছে এবং কেন তা গুরুত্বপূর্ণ : রাষ্ট্রীয় সংস্থা মানবাধিকার কমিশনকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের তদন্ত করার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল বলে একে আরো স্বাধীন ও কার্যকর করতে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীসহ রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্ত , তদন্তের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা, ক্ষতিপূরণ ও জবাবদিহিতার জন্য সুস্পষ্ট বিধান এবং বৃহত্তর প্রশাসনিক ও আর্থিক স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা দেয়া হয়। কিন্তু অধ্যাদেশটি বাতিল করে ২০০৯ সালের একটি আইন পুনর্বহাল করা হয়েছে, যেখানে কমিশন স্বাধীনভাবে নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে তদন্ত করতে পারে না। এর ফলে কমিশনের স্বাধীনতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। তবে, সরকার যুক্তি দিয়েছে যে অধ্যাদেশটিতে আইনি অস্পষ্টতা রয়েছে এবং আরো পর্যালোচনার প্রয়োজন, বিশেষ করে তদন্তের ক্ষমতা, শাস্তি এবং পদ্ধতিগত স্বচ্ছতার মতো ক্ষেত্রগুলোতে। তারা আরো বলেছে যে আলোচনার পর তারা একটি সংশোধিত সংস্করণ আনার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু একটি খোলা চিঠিতে, পাঁচজন বিদায়ী কমিশনার এই ব্যাখ্যাকে চ্যালেঞ্জ করে যুক্তি দিয়েছেন যে, সরকারের উল্লিখিত আপত্তিগুলো আইনের প্রকৃত বিধানগুলোকে প্রতিফলিত করে না। সাবেক কমিশনার নাবিলা ইদ্রিস আলজাজিরাকে বলেন, 'সরকার অধ্যাদেশগুলো নিয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলছে। আইনি সুরক্ষা দুর্বল করার ব্যাপকতর পরিণতি হতে পারে। বলা হচ্ছে আইনি সুরক্ষা দুর্বল হলেও শুধুমাত্র রাজনৈতিক সদিচ্ছাই যথেষ্ট। কিন্তু জবাবদিহিতা এভাবে কাজ করে না।'

গুম তথা বলপূর্বক অন্তর্ধান : একটি গুরুতর আইনি শূন্যতা : বাতিলকৃত অধ্যাদেশটি গুম তথা বলপূর্বক অন্তর্ধানকে একটি নির্দিষ্ট ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে, তদন্ত ও বিচারের জন্য পদ্ধতি স্থাপন করে এবং ভুক্তভোগীদের পরিবারকে ন্যায়বিচার চাওয়ার জন্য একটি আইনি ভিত্তি প্রদান করে এই বিষয়গুলোর সমাধান করতে চেয়েছিল। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের (এনএইচআরসি) সাবেক কমিশনার ইদ্রিস বলেন, 'যদি কোনো অপরাধের সুস্পষ্ট সংজ্ঞা না থাকে, তবে তার শাস্তি দেয়া কঠিন হয়ে পড়ে, বর্তমান আইনে বলপূর্বক অন্তর্ধানের কোনো সুস্পষ্ট আইনি সংজ্ঞা নেই। বিষয়টি অপব্যবহারের সুযোগ তৈরি করে।'

বিচার বিভাগীয় সংস্কার : সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক আকবর হোসেন বলেছেন, 'যদি প্রশাসনিক ও নিয়োগ প্রক্রিয়া নির্বাহী বিভাগের প্রভাবাধীন থাকে, তা হলে সেই স্বাধীনতা বাস্তবে সীমিত হয়ে পড়ে।' বিরোধী নেতারা সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন এবং এই পদক্ষেপকে ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানের পর করা সংস্কার প্রতিশ্রুতি থেকে বিচ্যুতি হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। তাদের যুক্তি এই পদক্ষেপ জুলাই মাসের জাতীয় সনদকে দুর্বল এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য জনগণের দেয়া জনসমর্থনকে ক্ষুণ্ন করার ঝুঁকি তৈরি করে। সংসদ সদস্য ও ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির (এনসিপি) উপ-প্রধান আখতার হোসেন বলেন যে সরকারের এই পদক্ষেপ সম্মত সংস্কার পথ থেকে সরে আসারই প্রতিফলন। হোসেন সতর্ক করে বলেছেন যে, শুধুমাত্র প্রচলিত সংসদীয় পদ্ধতির উপর নির্ভর করলে সংস্কারের পরিধি দুর্বল হয়ে যেতে পারে। সংসদের বাইরের বিরোধী নেতারা আরো কঠোর বক্তব্য দিচ্ছেন। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর (বিজেআই) কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদের সদস্য এবং বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির আলজাজিরাকে বলেন, 'এই অধ্যাদেশগুলো ছিল সুবিচার, স্বচ্ছতা ও সুষম বণ্টনের জন্য। এগুলো তুলে নেওয়ার ফলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতই থাকছে। আর কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা সব সময়ই বিপজ্জনক। বিশেষ করে গুম এবং দুর্নীতির ক্ষেত্রে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'যদি এই আইনি সুরক্ষাগুলো না থাকে, তা হলে অনেক মামলা হয়তো তদন্ত পর্যায় পর্যন্তও পৌঁছবে না।'

জামায়াত প্রধান শফিকুর রহমান সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সম্প্রতি এক সমাবেশে তিনি বলেন, 'আন্দোলন ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।' সংস্কার কর্মসূচি পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত তিনি সমর্থকদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

বিশ্লেষকরা আরো গভীর কাঠামোগত পরিবর্তনের বিষয়ে সতর্ক করেছেন।

একজন অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন কূটনীতিক যিনি বাংলাদেশে কর্মরত ছিলেন সেই জন ড্যানিলোভিচ বলেছেন যে এই পশ্চাদপসরণ অভ্যুত্থানের পর প্রতিষ্ঠিত প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দেয়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে। দেশের অভ্যন্তরে, বিশ্লেষকরা এই পশ্চাদপসরণকে একটি গভীরতর রাজনৈতিক অভিপ্রায়ের সঙ্কেত হিসেবে দেখছেন। ওয়েস্টার্ন সিডনি ইউনিভার্সিটির হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রিসার্চ ইনিশিয়েটিভের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক ও সহযোগী গবেষক মুবাশার হাসান বলেছেন, সংস্কারগুলো নিয়ে সরকার যে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে, তা এটাই প্রমাণ করে যে, সরকার জনগণের আস্থা অর্জনে হিমশিম খাচ্ছে, বিশেষ করে নীতি পরিবর্তনের পেছনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে। এই স্বচ্ছতার অভাব অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই বিভ্রান্তি ও সংশয় সৃষ্টি করেছে।

বগুড়া সোসাইটির জাঁকজমকপূর্ণ অভিষেক

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্কের কুইন্সে প্রবাসী বগুড়াবাসীর মিলনমেলায় পরিণত হয় বগুড়া সোসাইটি ইউএসএ ইনকের নবনির্বাচিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান। গত ২৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় গুলশান টেরেসে আয়োজিত এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি-আমেরিকান কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার বিশিষ্টজনদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। উৎসবমুখর পরিবেশে দুই পর্বে অনুষ্ঠিত এ আয়োজন নতুন নেতৃত্বের আনুষ্ঠানিক যাত্রার পাশাপাশি কমিউনিটির ঐক্য ও সম্প্রীতির বার্তাও তুলে ধরে।

প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন ড. জাকিরুল ইসলাম এবং দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত সভাপতি মো. সাইফুল ইসলাম।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন নাফিস রায়াত।

সাদিয়া খন্দকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আশা গ্রুপের সিইও ইঞ্জিনিয়ার আকাশ রহমান। গেস্ট অব অনার ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রিয়েলটর আদেল বিন ইমানী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বারী গ্রুপের চেয়ারম্যান ও মুন সাইন লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি মুনমুন হাসিনা বারী, আশা গ্রুপের চেয়ারম্যান এশা রহমান, তারেক মুক্তি আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও আরএলবি গ্রুপের প্রেসিডেন্ট আকতার হোসেন বাদল এবং কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার ও নিউইয়র্ক বাংলাদেশি-আমেরিকান লায়ন্স ক্লাবের সাবেক সভাপতি আহসান হাবিব।

সম্মানিত অতিথিদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, নির্বাচন কমিশনার রুহুল আমিন সরকার, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক আশরাফুজ্জামান আশরাফ, সাংগঠনিক সম্পাদক মুনিরুল ইসলাম মনিরসহ আরও অনেকে।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সংগঠন ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, ব্যবসায়ী ও সামাজিক ব্যক্তিত্বরা। বক্তারা তাদের বক্তব্যে প্রবাসে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং নতুন কমিটির সফলতা কামনা করেন।

কমিউনিটিতে বিশেষ অবদানের জন্য আসেফ বারী টুটুলকে এবং সংগঠনে অবদানের জন্য আতোয়ারুল আলম ও রাফেল তালুকদারকে সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। তাদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন সাবেক সংসদ সদস্য সাইফুর রহমান ভান্ডারী রাজ, রাইছুল হকসহ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. জাকিরুল ইসলাম নবনির্বাচিত কমিটির সদস্যদের শপথ পাঠ করান।

নবনির্বাচিত কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন সভাপতি মো. সাইফুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম রুবেল, সিনিয়র সহ-সভাপতি ড. জাকিরুল ইসলামসহ বিভিন্ন পদে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা। শপথ গ্রহণ শেষে সকল কর্মকর্তার মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

এছাড়াও বীর মুক্তিযোদ্ধা, সাবেক সভাপতি এবং সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের অবদান রাখা ব্যক্তিদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। ২০০৬ সাল থেকে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত সাবেক নেতৃবৃন্দের অবদানও অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে স্বীকৃতি পায়।

সমগ্র আয়োজনটি প্রবাসে বগুড়া সোসাইটির শক্তিশালী অবস্থান এবং কমিউনিটির পারস্পরিক বন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

সাগর-রুনি হত্যা তদন্তে ১৪ বছর

ঢাকা : সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুন রুনি হত্যা মামলার তদন্ত শেষ করতে আরও ছয় মাস সময় পেয়েছে বিভিন্ন এজেন্সির অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স। এ নিয়ে তৃতীয়বারের মতো সময় পেল তারা। সময় চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি এ এফ এম সাইফুল করিমের সমন্বয়ে গঠিত হাই কোর্ট বেঞ্চ এ আদেশ দেন। এর আগে আদালতে তদন্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। আদালতে রাষ্ট্রপক্ষে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল শুনানি করেন, সঙ্গে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল আখতার হোসেন মো. আবদুল ওয়াহাব। বাদীপক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। রিট আবেদনকারী পক্ষে শুনানিতে অংশ নেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। এক রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২০১২ সালের ১৮ এপ্রিল হাই কোর্টের দেওয়া এক আদেশে মামলাটির তদন্তের দায়িত্ব পায় র্যাব। তদন্তের জন্য মামলাটি র্যাবের কাছে পাঠানোর করেন। গত বছরের ২৩ অক্টোবর বিষয়টি আদালতের কার্যতালিকায় ওঠে। সেদিন সময় চেয়ে রাষ্ট্রপক্ষের করা আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত আরও ছয় মাস সময় দেন। এরই ধারাবাহিকতায় বিষয়টি আদেশের জন্য আদালতের গতকালের কার্যতালিকায় পাঁচ নম্বর ক্রমিকে ওঠে। আদেশের পর নিজের কার্যালয়ে এক ব্রিফিংয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল সাংবাদিকদের বলেন, ১২ বছর ৬ মাস ১৫ দিন পর্যন্ত র্যাব এ মামলার তদন্ত করেছে বলে বর্তমান তদন্তকারী টাস্কফোর্স জানিয়েছে। তদন্তের পুরো সময়ে আটজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়। তার মধ্যে সাতজন কারাগারে আছেন। একজন জামিনে গিয়ে পলাতক হয়েছেন। সর্বশেষ এ মামলার অভিযুক্ত একজন হুমায়ুনকে (বাড়ির দারোয়ান) আদালতের অনুমতি নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, টাস্কফোর্স গঠনের পর ইতিপূর্বে দুবার আদালতে তদন্তের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। আজকে একটি অগ্রগতি প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ টাস্কফোর্স তিনবার অগ্রগতি প্রতিবেদন দিয়েছে। অগ্রগতি প্রতিবেদন সম্পর্কে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেন, ঘটনার (২০১২ সাল) সময় দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, অন্যান্য দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ব্যক্তি, ওই সময়ে পুলিশ প্রশাসনের তদন্তকারী সংস্থা ও এমনকি অন্যান্য সংস্থায় যারা দায়িত্বরত ব্যক্তি ছিলেন, তাদের কারও কাছে বর্তমান টাস্কফোর্স অ্যাকসেস পাচ্ছেন না। ওই সময়কালে সচারচর টেলিভিশনে সব সময় পরিচিত যে মুখগুলো দেখতাম ৫ আগস্টের পর তাদের পাওয়া যায়নি। তবে ঘটনা ২০১২ সালের, টাস্কফোর্স গঠনের আদেশ হচ্ছে ২০২৪ সালের। প্রতিবেদন দিচ্ছি ২০২৬ সালে। বাদীপক্ষের আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির এক ব্রিফিংয়ে বলেন, প্রায় ১৪ বছর হয়ে গেল, হত্যার রহস্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী উদ্ঘাটন করতে পারছে না। টাস্কফোর্স গঠনের পর সময় নেওয়া হয়েছে। এখন এসে তারা (টাস্কফোর্স) রিপোর্ট দিয়ে বলছেন আরও অমুক অমুককে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তবে যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে তারা দেশে নাই, তারা মিসিং। তিনি বলেন, তদন্ত প্রতিবেদনের চার-পাঁচটা জায়গায় তারা কতগুলো না, না, না বলেছেন।

এই আদেশ সংশোধন চেয়ে স্বরাষ্ট্র সচিবের পক্ষে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে হাই কোর্টে আবেদন করা হয়। এর শুনানি নিয়ে একই বছরের ৩০ সেপ্টেম্বর হাই কোর্ট সাগর-রুনি হত্যা মামলা তদন্তে বিভিন্ন এজেন্সির অভিজ্ঞদের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠন করতে নির্দেশ দেন। একই সঙ্গে তদন্ত শেষে ছয় মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়। আদালতের আদেশের পর উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হয়।
আগের ধারাবাহিকতায় গত বছরের ২২ এপ্রিল বিষয়টি আদালতে ওঠে। তদন্ত চলমান ও অগ্রগতি আছে উল্লেখ করে রাষ্ট্রপক্ষ সেদিন ৯ মাস সময়ের আরজি জানায়। শুনানি নিয়ে আদালত ছয় মাস সময় মঞ্জুর

ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের জোর প্রস্তুতি জামায়াতের

ঢাকা : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদকে সামনে রেখে বিরোধী দল বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী 'ছায়া মন্ত্রিসভা' গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দলটির একাধিক বিশেষজ্ঞ টিম ইতিমধ্যে এ নিয়ে কাজ শুরু করেছে। ভেতরে জোর প্রস্তুতি চললেও এখনই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসছে না। আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে প্রক্রিয়াটি চূড়ান্ত হতে পারে। চূড়ান্ত পর্যায়ের সকল প্রস্তুতি আগামী দুই-তিন মাসের মধ্যে শেষ হলে, এরপরই ঘোষণা আসতে পারে ছায়া মন্ত্রিসভার। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, নির্বাচিত সংসদ সদস্য, সিনিয়র নেতা ও বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে মন্ত্রণালয়ভিত্তিক এই কাঠামো গড়ে তোলা হবে, যা সরকারের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ ও বিকল্প নীতিমালা প্রণয়নে ভূমিকা রাখবে। বিশেষজ্ঞ প্রতিটি টিমে ৩ থেকে ৫ জন এক্সপার্ট সদস্য রয়েছে। যারা মন্ত্রিসভার কাজকর্ম প্রস্তুত করছেন। এদিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সমপ্রতি কিছু কথিত ছায়া মন্ত্রিসভার তালিকা ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে ডা. শফিকুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দেখানো হচ্ছে। তবে এই তালিকাকে সম্পূর্ণ ভুয়া বলে জানিয়েছে দলটি। এর আগে, সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী শিশির মনির গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি ফেসবুকে প্রথম ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের পরিকল্পনার কথা জানান। তিনি ভেরিফায়েড ফেসবুকে লেখেন, 'আমরা ছায়া মন্ত্রী পরিষদ গঠন করবো ইনশাআল্লাহ্।' পরদিন তিনি আরেক পোস্টে বলেন, রাজনীতিতে নতুনত্ব আনা প্রয়োজন। সরকারি দল মন্ত্রিসভা গঠন করবে, বিরোধীদল ছায়া মন্ত্রিসভা গঠন করবে- সংসদের ভেতরে ও বাইরে তুমুল বিতর্ক হবে। এতে সৃষ্টিশীল নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। এ প্রসঙ্গে জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখপাত্র আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া ১৫ই ফেব্রুয়ারি তার ভেরিফায়েড ফেসবুক পোস্টে লেখেন, 'আমরা ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তুতি নিচ্ছি। স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত এবং সার্বিক কার্যক্রমে ওয়াচডগ হিসেবে কাজ করবে ছায়া মন্ত্রিসভা।'
সূত্র জানায়, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকার গঠনের লক্ষ্য নিয়ে এগোলেও শেষ পর্যন্ত জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১ দলীয় জোট সংসদে বিরোধী দল হিসেবে অবস্থান নেয়। তাদের ৭৭ জন সংসদ সদস্য রয়েছে, যার মধ্যে জামায়াতের ৬৮ জন। এই প্রেক্ষাপটে সরকারকে পর্যবেক্ষণ ও বিকল্প নীতিমালা উপস্থাপনের জন্যই ছায়া মন্ত্রিসভা গঠনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সংসদীয় গণতন্ত্রে ছায়া মন্ত্রিসভা হলো বিরোধী দলের একটি বিকল্প কাঠামো, যা ক্ষমতাসীন সরকারের সমান্তরালে কাজ করে। এর প্রধান কাজ সরকারের কার্যক্রম বিশ্লেষণ, ত্রুটি চিহ্নিত করা এবং বিকল্প প্রস্তাব দেয়া। যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত। এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল এবং কেন্দ্রীয় প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এডভোকেট এহসানুল মাহবুব জুবায়ের মানবজমিনকে বলেন, ছায়া মন্ত্রিসভা জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে করা হচ্ছে। সার্বিকভাবে এটা কাজে লাগবে। ইতিমধ্যে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। দায়িত্বও বণ্টন করা হয়েছে। যাদের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তাদের সঙ্গে ৩ থেকে ৫ সদস্যের এক্সপার্ট টিম দেয়া হয়েছে। যারা ছায়া মন্ত্রিসভার লিড করতেছেন তারা জামায়াতের সিনিয়র নেতা ও সংসদ সদস্য। আগামী ২ থেকে ৩ মাস লাগবে এটা করতে। যারা কাজ করছেন তারা বিভিন্ন পেপারস রেডি করছেন। বিশেষজ্ঞ টিমের কাজ শেষ হলে একটা পর্যায়ে আমরা ঘোষণা দেবো। আপাতত কোনো ঘোষণায় যাচ্ছি না। অনলাইনে ছায়া মন্ত্রিসভার ফটোকার্ড ভাইরাল হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অনলাইনে যেসব কার্ড শেয়ার হচ্ছে। এর সবই ভুয়া।

BD TAX & ACCOUNTING LLC
FILE YOUR TAX RETURN BY FEDERALLY LICENSED (EA) TAX PROFESSIONAL
- Individual Tax (All States)
- Business Tax (All States)
- Bookkeeping (QuickBooks)
- Payrolls (Pay Stubs)
- New Business Setup (including for Foreigner)
- Licensing
- IRS/State Audit

Munir Ahmed EA, MBA
ENROLLED AGENT
Immigration Form Fill-up Service
- Family Petition
- Citizenship Application
- Affidavit of Support
- Green Card Renewal
- Green Card Condition Removal

Maximum Refund
Affordable Fees
Professional Service
We Accept
Cell: 917-655-8271
Office: 718-446-4200
37-22 73rd Street, Suite#2E
(Kabir Tower), Jackson Heights, NY 11372
Fax: 718-446-0042, Email: bdtaxllc@gmail.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.
AUTHORIZED e-file PROVIDER
http://ArmanCPA.com

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়
- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

সবচেয়ে বেশি ধনীর তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র

(শেষ পাতার পর)

ব্যক্তিদের সংখ্যায় যুক্তরাষ্ট্র এখনো স্পষ্টভাবে শীর্ষে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিজিটাল অর্থনীতির প্রসার, বিনিয়োগ প্রবাহ এবং পরিবর্তিত ব্যবসায়িক পরিবেশ এই ধারা বদলে দিচ্ছে। বিশ্বজুড়ে ধনী ব্যক্তিদের বর্তমান অবস্থান ও ভবিষ্যৎ প্রবণতা নিয়ে সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, বেশিরভাগ সম্পদ এখনো উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোতেই কেন্দ্রীভূত। তবে কিছু উদীয়মান দেশ দ্রুত এগোচ্ছে। এ খবর দিয়ে শীর্ষ ১০ ধনী দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে টাইমস অব ইন্ডিয়া। যুক্তরাষ্ট্র এখনো বিশাল ব্যবধানে শীর্ষে। সেখানে ১.৮ কোটিরও বেশি উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তি রয়েছে। এই ব্যবধান অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বড়। বিশ্লেষণ অনুযায়ী, দেশটির শক্তিশালী আর্থিক বাজার, বড় বেসরকারি খাত এবং বিনিয়োগ কাঠামো এই অবস্থান ধরে রাখতে সহায়তা করছে। চীন রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে। সেখানে ৫৫ লক্ষেরও বেশি উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তি রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যবধান অনেক বড় হলেও চীন এখনো বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রেখেছে। তথ্য অনুযায়ী, চীনে সম্পদ তুলনামূলকভাবে কিছু নির্দিষ্ট খাতে বেশি কেন্দ্রীভূত।

ফ্রান্স, জাপান ও বৃটেন- এই তিনটি দেশ প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে। প্রায় ২৩ থেকে ২৬ লাখ উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তি রয়েছেন এখানে। ফ্রান্স সামান্য এগিয়ে আছে, আর জাপান ও বৃটেন কাছাকাছি অবস্থানে। এসব দেশে সম্পদের বণ্টন তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং বড় ধরনের ওঠানামা নেই। জার্মানির সংখ্যা বৃটেনের কাছাকাছি হলেও কিছু সূচকে এটি এগিয়ে। বিশেষ করে শিল্প ও রপ্তানি খাত থেকে সৃষ্ট সম্পদের প্রভাব বেশি। অর্থনীতি নির্দিষ্ট খাতে শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। কানাডা ও অস্ট্রেলিয়া- দুটি দেশই স্থিতিশীল অবস্থান দেখিয়েছে। কানাডা সামান্য এগিয়ে থাকলেও ব্যবধান খুবই কম। উভয় দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধীর কিন্তু স্থায়ী এবং বড় ধরনের অস্থিরতা নেই। ইতালিতে ১২ লক্ষেরও বেশি উচ্চ সম্পদশালী ব্যক্তি রয়েছে, যা তালিকার তুলনামূলক নিচের দিকে। তবে দেশটির অর্থনীতিতে কোনো বড় ধরনের ওঠানামা দেখা যায়নি এবং সম্পদের বণ্টনও মোটামুটি ভারসাম্যপূর্ণ।

বাংলাদেশে ভারতের নতুন হাইকমিশনার

(শেষ পাতার পর)

সরকার। তিনি শিগগিরই ঢাকায় হাইকমিশনার হিসেবে যোগ দেবেন। গত ২৭ এপ্রিল ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই ঘোষণা দেয়। রীতি অনুযায়ী, দীনেশ ত্রিবেদী বাংলাদেশে আসার পর রাষ্ট্রপতির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয়পত্র পেশ করে হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করবেন। তিনি ঢাকায় ভারতের বর্তমান হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মার স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন। প্রণয় ভার্মা ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে ব্রাসেলসে যাচ্ছেন।

দীর্ঘদিন ধরে পেশাদার কূটনীতিকদের মধ্য থেকেই প্রতিবেশী দেশগুলোতে দূত পাঠিয়ে আসছে ভারত। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে সম্পর্কের গুরুত্ব বিবেচনায় রাজনীতিকদেরও রাষ্ট্রদূত বা হাইকমিশনার হিসেবে পাঠানো হয়। বাংলাদেশে ভারতের হাইকমিশনার পাঠানোর ক্ষেত্রেও এবার তা ঘটছে বলে ভারতের বিভিন্ন গণমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। ওইসব খবরে বলা হয়েছে, এমন এক সময় ভারত বাংলাদেশে নতুন হাইকমিশনার হিসেবে একজন রাজনীতিককে পাঠানোর সিদ্ধান্তের কথা জানাল, যখন দুই দেশই সম্পর্ক পুনর্গঠনের চেষ্টা করছে। ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটে। সেদিনই শেখ হাসিনা ভারতে আশ্রয় নেন। এর পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছিল। তবে গত ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে তারেক রহমানের নেতৃত্বে বিএনপি সরকার গঠনের পর দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা চলছে। ৭৫ বছর বয়সী দীনেশ ত্রিবেদী ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সাবেক রেলমন্ত্রী। মনমোহন সিংয়ের মন্ত্রিসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করেন। ২০১২ সালে রেল বাজেট পেশ করার সময় যাত্রীভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়ে তিনি দলীয় নেতৃত্বের তোপের মুখে পড়েন এবং পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এ ছাড়া তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবেও কাজ করেছেন। দীনেশ ত্রিবেদী লোকসভা ও রাজ্যসভা উভয় কক্ষেরই সদস্য ছিলেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোকসভার সদস্য এবং গুজরাট থেকে রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন এবং পরের মাসেই বিজেপিতে যোগ দেন। ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকায় গত ১৯ এপ্রিল উল্লেখ করা হয়, দীনেশ ঝরঝরে বাংলা বলেন। দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের এমবিএ। শুধু রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল সম্পর্কিত জানা-বোঝাই নয়, দুই বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত। দক্ষ সেতারবাদক দীনেশের হাতে শুধু ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্কই নয়, দুই বাংলার সম্পর্কও নতুন সুরে বাজতে পারে বলে মনে করছে কেন্দ্র।

শেখ হাসিনাকে এভাবে যেতে হল কেন!

(শেষ পাতার পর)

আইয়ুব খানের পর শেখ হাসিনার সময়ই বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশী উন্নয়ন হয়েছে। পদ্মা ব্রিজ ছিল স্বপ্নেরও অতীত। শেখ হাসিনার সময় এটা হয়েছে। যতই বলা হোক ভারতকে ট্রানজিট দেওয়ার জন্য হয়েছে বিশ্ব ব্যাংককে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যেভাবে পদ্মা সেতু হয়েছে এটা একটা বিষ্ময়। এর আগে যমুনা ব্রিজও শেখ হাসিনার সময়ই হয়েছে। যমুনা ব্রিজ তৈরীর মূল কাজটি করে গিয়েছিলেন হোসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। এরপর হঠাৎ ১৯৯০ সালের গনঅভ্যুত্থানে এরশাদের পতনের পর খালেদা জিয়া পরবর্তী চার বছর শুধু ভেরেন্ডা ভেজেছেন। এরপর শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসেই যমুনা ব্রিজের কাজটি সমাপ্ত করেন।

শেখ হাসিনার সময় মোবাইল ফোন দেশে সহজলভ্য হয়েছে। এর আগে সিটিসেলকে মানোপলি ব্যবসা করার সুযোগ দিয়েছিল বিএনপি। এরপর শেখ হাসিনার সময় মোবাইল ফোন সাধারন মানুষের নাগালে আসে। এছাড়া বঙ্গবন্ধু টানেল, রূপপুর পারমানবিক কেন্দ্র (যদিও এর আদৌ দরকার ছিল কি না এ নিয়ে বিতর্ক আছে), কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, শাহজালাল বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনাল এসব কিছুই শেখ হাসিনার সময় হয়েছে। কিন্তু তারপরও তাকে এভাবে বিদায় নিতে হল কেন? এর পেছনে অন্যতম কারণগুলি হচ্ছে তিনি সবকিছুতেই দলীয় করন ও পারিবারিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সবকিছুতেই তার পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে নিয়ে আসতেন। একাত্তরের সাফল্যকে নিজেদের একক সাফল্য বলে দাবী করতেন। শেখ মুজিব যেমন ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা। তেমনি স্বাধীনতা পরবর্তী তার দুর্বল ও দুঃশাসন তাকে জনগনের একটি বিরাট অংশের কাছে বিরাগভাজন করে তুলেছিল। শেখ হাসিনা এটা বুঝতে চানটি। সবকিছুকেই তিনি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বলে রাজনৈতিক ফায়দা নেওয়ার চেস্টা করতেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধে আওয়ামী বিরোধীদের অবদানকে একেবারেই স্বীকৃতি দিতে চাননি। জিয়াউর রহমানের জনপ্রিয়তাকে উপলব্ধি করতে পারেননি। উপরন্ত বিভিন্ন সময়ে জিয়াউর রহমান সম্পর্কে উদ্ভট ও অহেতুক মন্তব্য করে প্রকারান্তরে নিজেরই ক্ষতি করেছেন।

শেখ হাসিনা জনগনের ওপর আস্থা না রেখে আস্থা রেখেছিলেন বিদেশী শক্তির ওপর বিশেষ করে ভারতের ওপর। তিনি ভারতের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত অনুগত ছিলেন যা দেশের মানুষ ভালোভাবে নেয়নি। ভারতকে সন্তষ্ট করতে গিয়ে অনেক সময় তিনি দেশের স্বার্থকেও জলাঞ্জলি দিয়েছেন। তিনি ভারতীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ করেননি। তিনি ভারতকে তুষ্ট করতে গিয়ে সেনা কর্মকর্তাদের জেলে পাঠিয়েছেন এবং জামাত নেতাদের ফাসি দিয়েছেন। স্বাধীনতার ৪৫ বছর পর অস্পস্ট সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে বিতর্কিত বিচার করে তিনি নিজের পতন ডেকে এনেছেন। তিনি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেননি। তিনি জাতিকে বিভক্ত করে ফেলেছিলেন। জামাত নেতাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকরের মাধ্যমে তিনি দেশে প্রতিহিংসার রাজনীতিকে অন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। মূলত তখনই বোঝা গিয়েছিল ক্ষমতা হারালে শেখ হাসিনা (এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ) আর দেশে থাকতে পারবেন না। এর আগে বিরোধী দলের নেতাদের বড়জোড় গ্রেফতার করা হত। শেখ হাসিনা বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের ফাসি দেওয়ার নতুন ট্র্যাডিশন চালু করেন। এখন আর ভুয়া মামলা দিয়ে জেলে পাঠানো নয়, বিরোধী নেতাদের প্রয়োজনে ফাসি দেওয়া হবে। উদাহরন স্বরূপ শেখ হাসিনা নিজেই এখন ফাসির দন্ডপ্রাপ্ত আসামী হয়ে বিদেশে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তার জীবদ্দশায় বাংলাদেশে ফিরতে পারবেন বলে মনে হয় না।

শেখ হাসিনার আরেকটি বড় ভুল ছিল সবকিছুতেই মুক্তিযুদ্ধকে টেনে আনা। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারী চাকুরীতে কোটা দিয়েছিলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের ছেলেমেয়েদের দিয়েছেন। প্রচুর ঘুষের সুযোগ ও জবাবদিহিতা না থাকায় বাংলাদেশে সরকারী চাকুরী বাংলাদেশে অত্যন্ত লোভনীয় একটি জিনিস। শেখ হাসিনা এই সুযোগটা মুক্তিযোদ্ধাদের বংশধরদের নাম করে আওয়ামী লীগের মধ্যে রেখে দিতে চেয়েছিলেন। যার ফলে লোকজন মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। পরিনামে প্রকাশ্যে 'আমি কে, তুমি কে, রাজাকার রাজাকার' স্লোগান দিতে দেখা যায়। এরকম স্লোগান এরশাদের আমলেও কেউ দিতে সাহস পায়নি। শেখ হাসিনার আরেকটি সমস্যা তার মধ্যে সংযমের অভাব ছিল। কখন ব্রেক করতে হয় তিনি জানতেন না। দীর্ঘ ১৫ বছর ক্ষমতায় থাকার পরও তার কি দরকার ছিল এভাবে ক্ষমতা আকড়ে থাকার। মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে মানুষ পরিবর্তন চায়। কেউ যতই ভালো করুক একটা সময়ে মানুষ নতুন নেতৃত্ব বা শাসন ক্ষমতায় পরিবর্তন চায়। শেখ হাসিনা যখন দেখলেন আন্দোলন নিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাচ্ছে তখন সেটা নিয়ন্ত্রণ করতে যাওয়া ছিল তার সবচেয়ে বড় ভুল। তার মত ৭৫ বছরের এক বৃদ্ধার কি প্রয়োজন ছিল নাতির বয়সী ছেলেমেয়েদের বিরুদ্ধে এতটা কঠোর হওয়ার। তিনি যখন দেখলেন পাখির মত মানুষ মারা যাচ্ছে তখনও তার হুশ হয়নি। এ প্রসঙ্গে মাও সে তুং এর এক স্ত্রী একবার বলেছিলেন 'যৌনানন্দ প্রথম যৌবনের ব্যাপার, কিন্তু ক্ষমতার লোভ চীর জীবনের'। শেখ হাসিনাও সেরকমই ক্ষমতার লোভ নিয়ন্ত্রন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তার মাসুল তাকে দিতে হয়েছে, এবং এখনও দিচ্ছেন।

পরিশেষে, ভবিষ্যতে যারা রাস্ট্র ক্ষমতায় আসবেন বা বর্তমানে যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই ক্ষমতায় থাকতে হলে কাজ করতে হবে। জনগনের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। বিদেশী শক্তি নয়, জনগনের ওপর আস্থা রাখতে হবে। বিদেশী শক্তি হয়ত কখনও কখনও ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য সহায়ক হয়, কিন্তু জনগনের আশা আকাঙ্খা বুঝতে না পারলে এবং সেই অনুযায়ী কাজ না করলে পরিণাম হবে ধ্বংসাত্মক। ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী মনে করবেন না, এবং চিরস্থায়ী করার চেস্টাও করবেন না। যতই ভাল কাজ করুন এক সময় সরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। জনগনের ঘাড়ের ওপর বেশী দিন বোঝা হয়ে থাকবেন না। তাহলে এক সময় জনগন ঘাড় থেকে নামিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে এবং সেই সাথে পশ্চাৎদেশে পদাঘাত করে বের করে দেবে। তখন শেখ হাসিনার মত সব হারিয়ে দেশে দেশে ঘুরতে হবে।

লেখকঃ রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ড লায়ন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক।

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই

(শেষ পাতার পর)

দাঁড়িয়ে এখন নতুন এক রাজনৈতিক লড়াই শুরু হয়েছে। এই লড়াইয়ের কেন্দ্রে রয়েছে এক-সময়কার আমেরিকান স্বপ্ন 'একক পরিবার বা সিঙ্গেল ফ্যামিলি হোম'। সম্প্রতি মার্কিন সিনেটে একটি বড় আবাসন বিল পাস হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো বড় বড় বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর হাত থেকে সাধারণ মানুষের ঘর পাওয়ার সুযোগ রক্ষা করা। তবে এই বিলটি নিয়ে এখন দেখা দিয়েছে তীব্র বিতর্ক। একদিকে মালিকপক্ষ ও রাজনীতিবিদরা মনে করছেন ঘরগুলো মানুষের মালিকানায় থাকা উচিত, অন্যদিকে ভাড়াটেরা বলছেন আকাশচুম্বী দামের বাজারে এই একক বাড়িতে ভাড়া থাকার সুযোগই তাদের একমাত্র ভরসা।

অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের ফিনিক্স শহরের বাসিন্দা ৭২ বছর বয়সী মোনা তার ৯৪ বছর বয়সী মাকে নিয়ে একটি তিন বেডরুমের বাড়িতে ভাড়া থাকেন। মাসে ২৫০০ ডলার ভাড়ার এই বাড়িতে আছে বারান্দা ও বাগান। মোনার কাছে এই বাড়িটি আশীর্বাদের মতো। কারণ বয়সের ভারে তিনি আর বহুতল অ্যাপার্টমেন্টের সিঁড়ি ভাঙতে চান না, আবার বর্তমান বাজারে বাড়ি কেনার সামর্থ্যও তার নেই। মোনার মতো লাখ লাখ মানুষের জন্য এই 'বিল্ড-টু-রেন্ট' বা ভাড়া দেওয়ার জন্যই তৈরি করা বাড়িগুলো এখন বড় সমাধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে প্রতি ১০টি নতুন সিঙ্গেল বাড়ির মধ্যে মাত্র একটি তৈরি হচ্ছে ভাড়া দেওয়ার জন্য। কিন্তু মার্কিন কংগ্রেসের নতুন হাউজিং প্যাকেজ এই ব্যবস্থায় বাদ সেধেছে। গত মাসে সিনেটে পাস হওয়া এই বিলে একটি বিশেষ ধারা যুক্ত করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, যেসব বড় বিনিয়োগকারী বা প্রতিষ্ঠানের হাতে ৩৫০টির বেশি সিঙ্গেল বাড়ি আছে, তারা নতুন কোনো বাড়ি তৈরির সাত বছর পর সেগুলো ব্যক্তিগতভাবে বিক্রি করে দিতে বাধ্য থাকবে। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট উভয় পক্ষের নেতারাই এই বিলের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। এমনকি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও বলেছেন, 'আমেরিকা কোনো ভাড়াটে জাতি হতে পারে না, বাড়ি তৈরি করা হয় মানুষের জন্য, কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার জন্য নয়।'

বিনিয়োগকারীদের সমালোচকরা বলছেন, বড় বড় কোম্পানিগুলো যখন পাইকারি হারে বাড়ি কিনে নেয় বা তৈরি করে, তখন সাধারণ পরিবারগুলো প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ে। এর ফলে সাধারণ মানুষের সম্পদ জমানোর প্রধান উদ্দেশ্য 'ঘর কেনা' অসম্ভব হয়ে পড়ছে। বড় প্রতিষ্ঠানগুলো বিনিয়োগ বন্ধ করে দিলে বছরে অন্তত ৭২ হাজার নতুন ঘর তৈরির কাজ থমকে যেতে পারে। ইতোমধ্যে ফ্যানি মে এবং ফ্রেডি ম্যাকের মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই খাতের নতুন ঋণের আবেদন আটকে দিয়েছে।

আবাসন নির্মাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর দাবি, ভাড়া দেওয়ার জন্য তৈরি বাড়িগুলো সাধারণ বাড়ির মতো নয়। এগুলো কিছুটা ছোট হয় এবং রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধার্থে মেঝেতে কার্পেটের বদলে বিশেষ টাইলস ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া পুরো একটি বিশাল জমিতে একসঙ্গে অনেকগুলো বাড়ি নির্মাণ করা হয়। সাত বছর পর প্রতিটি বাড়ি আলাদা করে বিক্রি করা প্রযুক্তিগত ও আইনিভাবে প্রায় অসম্ভব। যারা বাড়ি কেনার জন্য পর্যাপ্ত ডাউন পেমেন্ট বা ক্রেডিট স্কোর জোগাড় করতে পারছেন না, তাদের জন্য এই কমিউনিটিগুলোই একমাত্র আশ্রয়। সেডি মরিন নামে এক মা জানান, চারটি সন্তান ও তিনটি কুকুর নিয়ে অ্যাপার্টমেন্টে থাকা ছিল নরক যন্ত্রণার মতো। এখন মাসে ২৭০০ ডলারে একক বাড়িতে ভাড়া থেকে তিনি শান্তি পাচ্ছেন এবং ভবিষ্যতে নিজের বাড়ি কেনার জন্য টাকা জমাচ্ছেন।

সব মিলিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন রাজনীতি এখন এক কঠিন মোড়ে দাঁড়িয়ে। একদিকে মধ্যবিত্তের বাড়ি কেনার স্বপ্ন পূরণ করতে বড় পুঁজিকে আটকাতে চাইছে সরকার, অন্যদিকে সেই কড়াকড়ির ফলে ভাড়াটেদের মাথা গোঁজার শেষ আশ্রয়টুকুও অনিশ্চিত হয়ে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। মালিকানা বনাম ভাড়ার এই লড়াই শেষ পর্যন্ত মার্কিন আবাসন বাজারের ভবিষ্যৎ কোন দিকে নিয়ে যায়, এখন সেটিই দেখার বিষয়। সূত্রঃ সিএনএন

বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য সংগ্রহ ও ভোটার নিবন্ধন সূচিতে পরিবর্তন

(শেষ পাতার পর)

নিবন্ধন কার্যক্রমের নির্ধারিত কয়েকটি সূচিতে পরিবর্তন আনা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে মানুষের ব্যাপক সাড়া থাকায় নতুন তারিখ ঘোষণা করে কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ব্রুকলিন, জ্যামাইকা এবং ব্রঙ্কস এলাকায় নির্ধারিত বিশেষ বুথগুলো সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়। আবহাওয়াজনিত কারণে স্বাস্থ্যগত বিষয় বিবেচনায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আগ্রহীদের সুবিধার্থে নতুন সূচি অনুযায়ী–ব্রুকলিনে ৮ মে শুক্রবার, জ্যামাইকায় ৯ মে শনিবার এবং ব্রঙ্কসে ১১ মে সোমবার সদস্য সংগ্রহ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিদিন বিকাল ৫টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত নির্ধারিত স্থানগুলোতেই কার্যক্রম পরিচালিত হবে। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য সংগ্রহ ও ভোটার নিবন্ধন কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে, যা চলবে আগামী ৩০ জুন পর্যন্ত। প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত এলামহার্স্টে সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে নিয়মিত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

মধ্যবর্তী নির্বাচনি জরিপে এগিয়ে ডেমোক্রেটরা

(প্রথম পাতার পর)

সামনে রেখে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান দলের তুলনায় ১০ পয়েন্টের বড় ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। সম্প্রতি বোস্টনের এমারসন কলেজ পরিচালিত নতুন জনমত জরিপে এই তথ্য উঠে এসেছে।জরিপ অনুযায়ী, ডেমোক্র্যাটরা বর্তমানে বেশ শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছেন।

গত সপ্তাহান্তে তিন দিনব্যাপি পরিচালিত এই জরিপে দেখা গেছে, সম্ভাব্য ভোটারদের ৫০ শতাংশ ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। অন্যদিকে, ৪০ শতাংশ ভোটার জানিয়েছেন তারা রিপাবলিকান প্রার্থীকে পছন্দ করেন। বাকি ১০ শতাংশ ভোটার এখনও কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেননি। গত মাসের তুলনায় ডেমোক্র্যাটদের এই অগ্রগতির হার ৩ পয়েন্ট বেড়েছে। গত মাসে দলটির সমর্থন ছিল ৪৯ শতাংশ এবং রিপাবলিকানদের ছিল ৪২ শতাংশ। ২০২৫ সালের দ্বিতীয়ার্ধে ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন ৪৪ শতাংশের আশেপাশে থাকলেও চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে তা বাড়তে শুরু করে। জানুয়ারিতে এই সমর্থন ৪৮ শতাংশে পৌঁছায় এবং বর্তমানে তা ৫০ শতাংশে ঠেকেছে। অন্যদিকে, রিপাবলিকানদের সমর্থন ৪২ শতাংশে স্থির থাকলেও এই মাসে তা ২ শতাংশ কমে ৪০ শতাংশে নেমে এসেছে।

এমারসন কলেজ পোলিংয়ের নির্বাহী পরিচালক স্পেন্সার কিমবল এই ফলাফলের বিশ্লেষণ করে জানিয়েছেন, মূলত হিস্পানিক ভোটার, নারী এবং স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে সমর্থন বৃদ্ধি পাওয়ায় ডেমোক্র্যাটরা এই শক্তিশালী অবস্থানে পৌঁছেছে। জরিপ অনুযায়ী, হিস্পানিক ভোটারদের মধ্যে ডেমোক্র্যাটরা ৩৫ পয়েন্টের বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে আছে। নারী ভোটারদের মধ্যে এই ব্যবধান ২১ পয়েন্ট এবং স্বতন্ত্র ভোটারদের মধ্যে ১৯ পয়েন্ট।

মধ্যবর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ক্রমাগত বাড়ছে। বিশেষ করে অর্থনীতি পরিচালনায় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নিম্নমুখী জনপ্রিয়তা ডেমোক্র্যাটদের পালে হাওয়া দিচ্ছে। এ ছাড়া ইরান যুদ্ধ নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্রমবর্ধমান হতাশা এবং জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি রিপাবলিকানদের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, প্রতিনিধি পরিষদে (হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস) সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন এখন ডেমোক্র্যাটদের জন্য অনেকটা নাগালের মধ্যে। বর্তমানে তারা সিনেটের দিকেও বিশেষ নজর দিচ্ছে। যদিও সিনেটের নির্বাচনি মানচিত্র রিপাবলিকানদের জন্য সু-বিধাজনক। বর্তমানে ১০০ আসনের সিনেটে রিপাবলিকানদের দখলে রয়েছে ৫৩টি আসন। সিনেটের নিয়ন্ত্রণ নিতে হলে ডেমোক্র্যাটদের নিজেদের ৪৭টি আসন ধরে রাখার পাশাপাশি রিপাবলিকানদের কাছ থেকে আরও ৪টি আসন ছিনিয়ে নিতে হবে। অন্যদিকে, প্রতিনিধি পরিষদের নিয়ন্ত্রণ পেতে ডেমোক্র্যাটদের মাত্র ৩টি আসন জেতা প্রয়োজন।

এমারসন ছাড়াও কুক পলিটিক্যাল রিপোর্টের সাম্প্রতিক এক জরিপেও ডেমোক্র্যাটদের এগিয়ে থাকার চিত্র দেখা গেছে। ৩৬টি প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনি এলাকায় পরিচালিত সেই জরিপে ডেমোক্র্যাটরা ৬ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল। গত ২৪ থেকে ২৬ এপ্রিল পর্যন্ত ১,০০০ সম্ভাব্য ভোটারের ওপর এমারসনের এই জরিপটি চালানো হয়। এই জরিপের মার্জিন অফ এরর বা ত্রুটির মাত্রা ধরা হয়েছে ৩ শতাংশ। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই ধারা অব্যাহত থাকলে আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতার ভারসাম্যে বড় ধরনের পরিবর্তন আসতে পারে।

নিউইয়র্কে উড়ল এয়ার ট্যাক্সি

(শেষ পাতার পর)

বিমানবন্দর পর্যন্ত যাত্রা করেছে। গত ২৪ এপ্রিল শুক্রবার এ পরীক্ষা চালানো হয়। এ সেবা ভবিষ্যতে বিশ্বের বিভিন্ন শহর ও নগরে দৈনন্দিন পরিবহনব্যবস্থার অংশ হয়ে উঠবে বলে আশা করছে পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান। বিদ্যুৎচালিত এয়ার ট্যাক্সি পরিচালনাকারী সংস্থা জোবি এভিয়েশন গত শুক্রবার নিউইয়র্ক নগরের দুই প্রান্তের মধ্যে প্রথমবারের মতো বৈদ্যুতিক এয়ার ট্যাক্সির পরীক্ষামূলক উড়ান পরিচালনা করে। প্রতিষ্ঠানটি সপ্তাহজুড়ে এ ধরনের পরীক্ষা চালিয়ে যাবে। এ বৈদ্যুতিক এয়ার ট্যাক্সিগুলো দেখতে অনেকটা বড় আকারের ব্যাট-ারিচালিত ড্রোনের মতো। এতে একজন পাইলটসহ সর্বোচ্চ পাঁচজন যাত্রী বহন করা যায়। এটি হেলিকপ্টারের মতো খাড়াখাড়িভাবে উড্ডয়ন ও অবতরণ করতে পারে। পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানের দাবি, এগুলোর শব্দ হেলিকপ্টারের তুলনায় অনেক কম। সম্পূর্ণ বিদ্যুৎচালিত হওয়ায় চলাচলের সময় কোনো ধরনের কার্বন নিঃসরণ হয় না। এ ধরনের এয়ার ট্যাক্সি পরিচালনার লক্ষ্য হলোড় লোয়ার ও মিডটাউন ম্যানহাটানের বিদ্যমান হেলিপোর্টগুলোকে সরাসরি জন এফ কেনেডি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সঙ্গে যুক্ত করা। এর মধ্য দিয়ে মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যে যাতায়াত সম্ভব হবে। বর্তমানে এই পথ গাড়িতে যেতে সময় লাগে এক থেকে দুই ঘণ্টা। নিউ-ইয়র্ক ও নিউ জার্সির বিমানবন্দর পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কেভিন ও'টুল এক বিবৃতিতে বলেন, 'নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির মানুষের সেবায় কীভাবে নতুন প্রজন্মের উড়োজাহাজ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ ফ্লাইটগুলো আমাদের কাজকে এগিয়ে নিচ্ছে।' হেলিকপ্টার রাইড শেয়ারিং সংস্থা ব্লেডের মালিক জোবি এভিয়েশন। সংস্থাটি আগে থেকেই প্রচলিত হেলিকপ্টার ব্যবহার করে একই রুটে যাত্রী পরিবহন করে আসছে। পাশাপাশি কোম্পানিটির সঙ্গে ডেল্টা এয়ার-লাইনস ও উবারের অংশীদারত্বও রয়েছে। জোবি ২০২৩ সাল থেকেই বিভিন্ন পরীক্ষামূলক ফ্লাইট চালিয়ে আসছে। তবে এ ১০ দিনের ফ্লাইট কার্যক্রমটি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (এফএএ) ইভিটিওএল ইন্টিগ্রেশন পাইলট প্রোগ্রামের অংশ হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৪ সালের মার্চে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন বিভাগ আটটি পাইলট কর্মসূচি নির্বাচন করে। এর আওতায় ইভিটিওএল বা খাড়াখাড়িভাবে উড্ডয়ন ও অবতরণের সক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক উড়োজাহাজ নিয়ে পরীক্ষা করার কথাও বলা আছে।

এই পরীক্ষাগুলোর আওতায় শুধু শহুরে এয়ার ট্যাক্সি নয়, বরং আঞ্চলিক যাত্রী পরিবহন, কার্গো পরিবহন, জরুরি চিকিৎসাসেবা, স্বয়ংক্রিয় ফ্লাইট এবং অফশোর জ্বালানি খাতের পরিবহন ব্যবস্থাও পরীক্ষা করা হচ্ছে। জোবি এভিয়েশন এ প্রকল্পে একাধিক সংস্থার সঙ্গে কাজ করছে। এর মধ্যে আছে নিউইয়র্ক ও নিউ জার্সির বিমানবন্দর পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ এবং টেক্সাস, ইউটাহ, ফ্লোরিডা ও নর্থ ক্যারোলাইনার পরিবহন বিভাগ। ২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান চলাচল প্রশাসন (এফএএ) নতুন নিয়ম প্রকাশ করেছে। এর ফলে এয়ার ট্যাক্সি বাস্তবে ব্যবহারের পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এর পর থেকে জোবির মতো কোম্পানিগুলো অনুমতিপত্র পেতে পরীক্ষামূলক কার্যক্রম বাড়িয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের পরিবহন বিভাগ গত মার্চে বলেছে, এসব পাইলট প্রকল্প একসঙ্গে বিশ্বের সবচেয়ে বড় বাস্তবভিত্তিক পরীক্ষার পরিবেশ তৈরি করবে, যেখানে পরবর্তী প্রজন্মের উড়োজাহাজ প্রযুক্তি পরীক্ষা করা হবে। এসব প্রকল্প থেকে পাওয়া তথ্য ব্যবহার করে এফএএ নতুন নিয়ম তৈরি করবে, যেন এই ভবিষ্যৎ প্রযুক্তি নিরাপদে বড় পরিসরে চালু করা যায়। বর্তমানে জোবির বৈদ্যুতিক এয়ার ট্যাক্সিটি এফএএর অনুমতিপত্র পাওয়ার জন্য নির্ধারিত পাঁচ ধাপের প্রক্রিয়ার শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

৩৭ হাজার কোটি টাকায় বোয়িংয়ের ১৪ প্লেন কিনবে বিমান

ঢাকা : যুক্তরাষ্ট্রের বিমান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বোয়িংয়ের সঙ্গে উড়োজাহাজ ক্রয় চুক্তি সই করতে যাচ্ছে জাতীয় পতাকাবাহী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। বৃহস্পতিবার (৩০ এপ্রিল) সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে চুক্তি সই হওয়ার কথা রয়েছে। প্রস্তাবিত চুক্তি অনুযায়ী, প্রায় ৩ দশমিক ৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে (৩৭ হাজার কোটি টাকা) ১৪টি নতুন বিমান কেনা হবে। এর মধ্যে রয়েছে আটটি বোয়িং ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার, দুটি বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার এবং চারটি বোয়িং ৭৩৭-৮ ম্যাক্স জেট। চুক্তি সই অনুষ্ঠানে ঊর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, কূটনীতিক ও বিমান চলাচল খাতের সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। বিমানের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও কায়জার সোহেল আহমেদ এবং বোয়িংয়ের পক্ষে স্বাক্ষর করবেন প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধি। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সূত্রে জানা গেছে।

বিমান সূত্রে জানা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানির সঙ্গে উড়োজাহাজ ক্রয় চুক্তি সই অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটনমন্ত্রী মিজ আফরোজা খানম, প্রতিমন্ত্রী এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত এবং বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন উপস্থিত থাকবেন। ওই চুক্তি জাতীয় বিমান সংস্থাটির আধুনিক ইতিহাসে সবচেয়ে বড় বিমানবহর সম্প্রসারণ পদক্ষেপ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিমানের কর্মকর্তারা জানান, দেশে যাত্রী চাহিদা ক্রমাগত বাড়তে থাকায় বিমানবহর আধুনিকীকরণ, দূরপাল্লার সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে এই উড়োজাহাজ অর্ডার দেওয়া হয়েছে। তাদের মতে, প্রশস্ত বডির ড্রিমলাইনার বিমানগুলো ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার দীর্ঘ রুটে সেবা সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অন্যদিকে, বোয়িং ৭৩৭ ম্যাক্স বিমানগুলো আঞ্চলিক ও স্বল্প দূরত্বের রুটে কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়ক হবে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ অনলাইনে পড়ুন

www.weeklybangladeshusa.com

ATTORNEY
M. MOSTAFA
(A Full Service Law Firm)
LL.B Honors (1st Class)
LL.M. (1st Class), Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law, NY
718-487-4873

PERSONAL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & Dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecology Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and Abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and Injury
- Taxi, Bus-Subway and Train Accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All Civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

IMMIGRATION MATTERS
- Political Asylum
- Detention and Bond
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Re-entry permit
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada & UK

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone: 718-487-4873 | Text: 917-285-6247
Email: abmostafa1@gmail.com

Law Offices of
Nasrin A Moznu

All Immigration Matters, Appeal & Waiver

Mohammed N Mujumder
Master of Laws (NY)
Chief Paralegal

আপিল এবং ওয়েভারসহ সকল প্রকার ইমিগ্রেশন এসাইলাম ও কনস্যুলার প্রসেসিং

এছাড়া সকল প্রকার দুর্ঘটনা, রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং ও বৈষম্যের (Discrimination) মামলায়ও কল দিতে পারেন। আমরা আপনাকে সঠিক আইনী নির্দেশনা দিতে পারি।

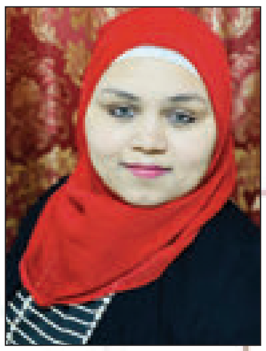

Nasrin A Moznu
Attorney at Law
New York

1222 white Plains Road, Bronx, NY 10472
Office Phone : 718-518-0470 (Office)
মি. মজুমদার : 917-597-6349
অ্যাটর্নি নাছরিন: 347-493-9906
E-mail: mujumderlaw@yahoo.com

জর্জিয়ায় বিএনপি'র দুই দিনব্যাপী কর্মশালা

(শেষ পাতার পর)

নজরুল ইসলাম খান। তিনি বলেন, দলের সাংগঠনিক শক্তি বাড়াতে সমর্থকদের কর্মীতে এবং কর্মীদের নেতৃত্বে পরিণত করার ওপর জোর দিতে হবে।

নজরুল ইসলাম খান আরও বলেন, সারাদেশে এবং প্রবাসে আমাদের যত শুভানুধ্যায়ী আছেন তাদেরকে সমর্থক বানাতে হবে, আবার যারা সমর্থক আছেন তাদেরকে কর্মী বানাতে হবে, আর যারা কর্মী হিসেবে কাজ করছেন তাদেরকে দলের নেতা বানাতে হবে। তবেই দল সাংগঠনিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী হবে। সম্মেলনের ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধান বক্তা ও বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন খোকন। তিনি বলেন, বিগত সময়ে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা সরকারের নির্যাতন ও নিপীড়নের সময় উত্তর আমেরিকার বিএনপির বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ যে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন, তার স্বীকৃতি দেয়া এবং ধন্যবাদ জানাতেই এই কর্মশালায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, প্রবাসে অবস্থানরত বিএনপি নেতাকর্মীদের অবদান দল কখনোই ভুলবে না। তাদের ত্যাগ ও সংগ্রামের ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে দলের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হয়েছে।

আনোয়ার হোসেন খোকন আগামী ২০৩১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রবাসীদের সম্পৃক্ততার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, কীভাবে অধিক সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি ভোটার হিসেবে নিবন্ধিত হতে পারেন, তাদের জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) নিশ্চিত করা যায় এবং দলীয় কাঠামোর মধ্যে আরও বেশি অন্তর্ভুক্ত করা যায়–এসব বিষয়ে কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।তিনি আরও বলেন, বিএনপির চেয়ারম্যান এবং প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান নির্বাচনের পূর্বে জনগণকে যে ওয়াদা করেছিলেন যেমন ফ্যামিলি কার্ড, কৃষক কার্ড, খাল খনন কর্মসূচি ইত্যাদি তিনি ক্ষমতায় এসে ভোটের কালি মুছে যাওয়ার আগেই তা বাস্তবায়ন করেছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, এ ধরনের কর্মশালার মাধ্যমে উত্তর আমেরিকার বিএনপির নেতাকর্মীরা আরও সংগঠিত, উদ্যোগী ও বলিষ্ঠ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবেন। একইসঙ্গে প্রবাসীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে আগামী দিনে দল আরও শক্তিশালী হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জর্জিয়া বিএনপির সভাপতি এবং বিএনপি কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাহিদুল খান। তিনি স্বাগত বক্তব্যে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত নেতৃবৃন্দদেরকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, আজকের এই কর্মশালা আগামী দিনে বিএনপির সাংগঠনিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করবে এবং এর মাধ্যমে আমরা তারেক রহমানের হাতকে আরও শক্তিশালী করব। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ বলেন, বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার বিএনপিকে যেভাবে নির্যাতন-নিপীড়ন করেছে এটা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। কিন্তু শহীদ জিয়ার সৈনিকেরা ন্যায়নীতি আদর্শ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত প্রহরী হিসেবে কাজ করেছে।

সম্মেলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় ছিল প্রবাসীদের জন্য পোস্টাল ব্যালট ভোটিং পদ্ধতি। এ বিষয়ে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত নেতৃবৃন্দ তাদের মতামত ও প্রশ্ন উপস্থাপন করেন। জবাবে সিনিয়র নেতৃবৃন্দ প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণ এবং ভবিষ্যতে অধিক সংখ্যক প্রবাসীকে বাংলাদেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করার উপায় নিয়ে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। দুই দিনব্যাপী এ কর্মশালা ও সম্মেলনে উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দের সক্রিয় অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সম্মেলনের মাধ্যমে প্রবাসী বিএনপি নেতাকর্মীদের মধ্যে ঐক্য, সংগঠনগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বর্ণাঢ্য অভিষেক

(৪১ পাতার পর)

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের পর বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কোরআন তেলাওয়াত করেন ক্লাবের কোষাধ্যক্ষ রশীদ আহমদ। এরপর দেশ-বিদেশের নিহত সকল সাংবাদিকের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফেরাত কামনা করে এক মিনিট নিরবতা পালন করার পর স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম। পরবর্তীতে ক্লাবের ২০২৬-২০২৭ সালের নতুন কার্যকরী কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার মঈনুদ্দীন নাসের। এসময় কমিশনের সদস্য এবিএম সালেহউদ্দীন ও মোহাম্মদ কাজল শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন।

অনুষ্ঠানে অভিষিক্ত কর্মকর্তারা হলেন: সভাপতি- মনোয়ারুল ইসলাম,সহ সভাপতি- মোহাম্মদ আবিদুর রহীম, সাধারণ সম্পাদক- মমিনুল ইসলাম মজুমদার, সহ সাধারণ সম্পাদক- মাহাথির ফারুকী, কোষাধ্যক্ষ- রশীদ আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক- সৈয়দ ইলিয়াস খসরু, দপ্তর সম্পাদক- মোস্তাফিজুর রহমান এবং কার্যকরী সদস্য যথাক্রমে শেখ সিরাজুল ইসলাম, রওশন হক, ফারুক হোসেন এবং শাহ আহমদ।

অনুষ্ঠনের দ্বিতীয় পর্বে ক্লাবের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ঢাকাস্থ জাতীয় প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মরহুম ফাজলে রশীদ স্মরণে প্রবর্তিত 'ফাজলে রশীদ পদক-২০২৬' প্রদান করা হয়। এবছর এই পদকের জন্য মনোনীত হয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক, লেখক, অনুবাদক এবং ক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ-এর উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু। এসময় ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সাপ্তাহিক ঠিকানা'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এম এম শাহীন, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, সাপ্তাহিক বর্ণমালা সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, সাপ্তাহিক প্রথম আলো সম্পাদক ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন, ক্লাবের উপদেষ্টা তাসের খান মাহমুদ তার হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। এর আগে আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু'র সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করেন ক্লাবের সাবেক সহ সভাপতি ও কার্যকরী সদস্য শেখ সিরাজুল ইসলাম। এসময় বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ইউএস সদস্য গ্রেং মেং-এর পক্ষ থেকে ক্লাবের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে 'ইউএস কংগ্রেশনাল রিকগনিশন' প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে 'ভয়েস-৫' শীর্ষক স্মরণিকা উন্মোচন করা হয়। এটি উন্মোচন করেন প্রেস মিনিস্টার গোলাম মর্তুজা। এসময় কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার সহ স্মরণিকা সম্পাদনা পরিষদের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুভেচ্ছা বক্তব্য পর্বে অতিথিবৃন্দ ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক ঠিকানা'র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এম এম শাহীন, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক আজকাল সম্পাদক শাহ নেওয়াজ, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি বদরুল হোসেন খান, সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য এবং জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার-জেএমসি'র সেক্রেটারী ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য কাজী আযম ও নাঈম টুটুল, খানস টিউটিরিয়াল-এর চেয়ারপার্সন নাঈমা খান, অ্যাসাল-এর ন্যাশনাল প্রেসিডেন্ট করিম চৌধুরী, ফোবানা'র এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারী ফিরোজ আলম, জেবিবিএ'র একাংশের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী লিটন, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট-৮৭ (ব্রঙ্কস) এর আগামী ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রাইমারী নির্বাচনে প্রার্থী জাকির চৌধুরী সিপিএ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী দেলোয়ার হোসাইন শিপন, ক্লাব সদস্য সুলতানা রহমান প্রমুখ। সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন নিপা জামান, তানিয়া আলীম, মারিয়া মরিয়ম প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন ক্লাব সদস্য তামান্না মুশতারী মৌ ও সৌরভ ইমাম। নৈশভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

আমার বিচিত্র জীবন

(শেষ পাতার পর)

জেনে গেছি। মাস দেড়েক পরে ঠাটারি বাজার থেকে ফিরে এসেছি। এই সময়ে উপন্যাস লেখা বন্ধ ছিল। যে খাতায় উপন্যাসটা লিখছিলাম সেই খাতাটা মাঝরাতে আমাকে ডাকত, ফিরে এসো, একা একা শেলফে পড়ে থাকতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে। আমি ফিরে এসেছি, কিন্তু ওর যত্ন নিতে পারছি না। একটা লাইনও লিখতে পারছি না।

দুপুরে খেয়ে-দেয়ে বন্যাদের বাড়ির পেছনে যে খোলা একটা মাঠ আছে, যেখানে জঙ্গুইলা বাড়ির লোকেরা ধান মাড়াইয়ের 'খোলা' বানিয়েছিল, সেখানে এসে দাঁড়াই। পূর্ব দিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা বিল। দূরে, কাঁঠালদিয়ার দিকে বর্ষার পানি চলে এসেছে। মেঘের ফাঁকে হঠাৎ একটু রোদ দেখা দিলেই বিলের পানি ঝিকমিক করে ওঠে। তখন আমার ভেতরটাও কেমন যেন হু হু করে। ধান মাড়াই প্রায় শেষ, ছোটো ছোটো খড়ের গাদাগুলো এখনো একেকটা বুরকা পরা মহিলার মতো স্থির দাঁড়িয়ে আছে। সোদা গন্ধ আসছে সেগুলো থেকে।

আমি আনমনে উত্তর বাড্ডা বাজারের দিকে হাঁটতে থাকি। একবার ভাবি ঠাটারি বাজারে চলে যাই। হয়ত মনিরের প্রতি খুব আকর্ষণ অনুভব করছিলাম। পথের মাঝখানে মিজানের সঙ্গে দেখা। দোস্ত, তোর কাছেই যাচ্ছিলাম।আমার কাছে মিজান যাচ্ছিল, একথা শুনে আমি কিছুটা অবাক হই। সাধারণত আমিই ওদের বাড়িতে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করি, আমাদের বাড়িতে ও কালে-ভদ্রে এসেছে আমার খোঁজে। এর একটা কারণও আছে, কেউ তো পেছনের দিকে যায় না, সকলেই সামনের দিকে যেতে যায়, নগরের দিকেই ধাবিত হয় মানুষ।

কী ব্যাপার বলতো? একটা টিউশনি করবি? আমি? টিউশনি? হ্যাঁ করবো। কোন ক্লাসের ছাত্র। শুধু ছাত্র না। ছাত্রীও আছে। ছাত্রী? না, থাক। আমি আসলে কিছুটা লজ্জা পাই। তার ভয় বা লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। ছাত্রী না, শিশু। ছাত্রীর বয়স ৭ বছর, থ্রি-তে পড়ে, আর ছাত্র টু-তে।

ও, তাহলে ঠিক আছে। চল আমার সঙ্গে। এখনই তোকে নিয়ে যাই। টাকা? ওরা খুব গরীব। ফ্রি পড়াব? আরে নাহ। একটু কম দিবে। দেড়শ টাকা দিবে। ঠিক আছে, পড়াব। জীবনের প্রথম টিউশনি যখন, দেড়শতেই সই। মিজানের সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে টিউশনি বাড়িতে যাই। মধ্য বাড্ডা আদর্শ নগরে। একেবারে মিজানের বাড়ির পাশেই। †তার ঘরের পেছনে, তুই পড়াচ্ছিস না কেন?

আমার একটা টিউশনি আছে, আরেকটা নিতে চাই না। না-কি টাকা কম সেজন্য?

মিজান একটু মন খারাপ করে। আমি ওর পিঠে হাত রাখি, বলি, জাস্ট মজা করলাম। ইট'স ওকে।

ছাত্রীর নাম কানন, ছাত্রের নাম বুলবুল। আমি কিন্তু জীবনের প্রথম টিউশনি করতে গিয়ে একটুও ঘাবড়ে যাইনি। কারণ আমার ভাইবোনদের আমি নিয়মিত পড়াই, স্কুলে, প্রায় সব ক্লাসেই, সহপাঠীদের অঙ্ক করিয়েছি, কাজেই পড়ানোটা আমার কাছে ডালভাত।

ওদের বাবা তেজগাঁয়ের একটি কারখানার ফোরম্যান, মা-ও কোথাও চাকরি করে। আমি রোজ বিকেলে পড়াতে যাই। ওর বাবা খুব রাগী, ছেলে-মেয়ে দুটোকে সারাক্ষণ পেটায়। ওরা একদিকে যেমন দুষ্টু অন্যদিকে মাথায় তেমন কিছু নেই। কানন তো একেবারেই মেধাহীন, বুলবুল বুঝিয়ে দিলে পড়াটা ধরতে পারে কিন্তু অতিমাত্রায় দুষ্টুমির কারণে, আজ কী পড়িয়েছি কাল আর তা মনে করতে পারে না। কাননের বয়স ৭ বছর হলেও ভীষণ ইঁচড়েপাকা। নারী-পুরুষের গোপন সম্পর্কের ব্যাপারে ওর দারুণ কৌতুহল।

পরদিন মনির এসে হাজির। মনির এবং আমার মধ্যে একটা কেমিস্ট্রি এই দেড়মাসে ডেভেলপ করেছে। আমরা দুজন পরস্পরের প্রতি বেশ আকর্ষণ অনুভব করি। এরপর থেকে মনির রোজই আসতে শুরু করে। আগে কিন্তু মনির কখনোই আমাদের বাড়িতে আসেনি। রোজ এসেই আম্মাকে বলে, ভাবী শুটকির ভর্তা খাবো, ভাবী ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে পুইশাক খাবো, ভাবী কাঁঠালের বিচির ভর্তা খাবো। এইরকম অদ্ভুত অদ্ভুত খাবারের বায়না ধরে, আম্মা তার পিচ্চি দেবরের চাহিদা অনুযায়ী রোজই এটা সেটা রান্না করেন। মনির আমাকে এখানে-সেখানে নিয়ে যেতে চায়, ঠাটারি বাজারে ফিরে যেতে বলে কিন্তু আমি যাই না। আমার যে যেতে ইচ্ছে করে না তা নয়, পুরনো ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় হাঁটার একটা অন্যরকম আনন্দ আছে, ওয়ারি, বনগ্রাম, অন্যদিকে সিদ্দিক বাজার, নয়াবাজার, বেগম বাজার, ইংলিশ রোড, আরো কত কত জায়গায় ছুটে যেতাম। সদরঘাটের বড়ো কাটরা, ছোটো কাটরা, হোসনী দালান এইসব এলাকায়ও চলে যেতাম। তাছাড়া ওখানে আছে প্রাচুর্য, যখন যেটা খুশি খেতে পারার অবাধ সুযোগ। মোগলাই পরোটা, বিরিয়ানি, কলিজা সিঙ্গারা, শিক কাবাব, রেস্টুরেন্টের খাসির মাংস, সব লোভনীয় খাবার।

কিন্তু আমি যেতে পারছি না। এখন তো আমি বেকার না, আমার একটা টিউশনি আছে, রোজ বিকালে পড়াতে হয়, ২৪ ঘন্টার জন্য তো কোথাও যেতে পারি না। মনিরের প্রকৃতি প্রেম, একেবারে গ্রামের খাবারের প্রতি আকর্ষণ, দূর-দূরান্তে বেড়াতে যাওয়া এই বিষয়গুলোর সঙ্গে আমার দারুণ মিল আছে কিন্তু শিল্প-সাহিত্য নিয়ে তো ওর সঙ্গে কথা বলা যায় না। ও কবিতার প্রতি আগ্রহ দেখায়, আমি জানি এটা ও করে আমাকে খুশি করার জন্য, কিন্তু ওর কাব্যবোধ একেবারেই নিম্ন পর্যায়ের, বলা যায় ও এসবের কিছুই বোঝে না। এই জায়গাটায় গিয়ে ওর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব পানসে হয়ে যায়, হালকা হয়ে যায়, ঢিলে হয়ে যায়। মনিরও তা টের পায় এবং হঠাৎ আসা বন্ধ করে দেয়।

টিউশনির প্রথম মাসের টাকা পেয়ে অতি দ্রুত ছুটতে ছুটতে বাসায় আসি। এসেই আম্মার হাতে নোটগুলো তুলে দিই। টাকাটা আম্মাকে দিয়ে মুখে কিছুই বলিনি কিন্তু আমার মনের ভেতর কত কথা। মনে মনে বলছি, আম্মা দেখেন, আমি একজন যোগ্য সন্তান, টাকা উপার্জন করতে পারি। আমাদের আর অভাব থাকবে না। আমি সব অভাব দূর করে দেব। আব্বাকে বলবেন, আমাদের দুঃখের দিন শেষ। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারি। আম্মা আমাকে জড়িয়ে ধরেন। মায়েরা সন্তানের মনের অব্যক্ত কথাও শুনতে পান। আমার আম্মাও মনে মনে বলা আমার সব কথা শুনে ফেলেছেন। স্কুলে কেউ আমাকে বকা দিলে, কিল-ঘুষি দিলে বাসায় ফেরার সঙ্গে সঙ্গে আম্মা বলতেন, কী-রে বাবা, কারো সঙ্গে ঝগড়া, মারামারি হয়েছে? আমার সোনামানিকের মুখ কালো কেন? আমি বলি, কই না-তো আম্মা। কিছুই হয়নি। আম্মা বলেন, লুকাতে হবে না, খুলে বলো কী হয়েছে। তখন আমি ঝরঝর করে কেঁদে ফেলি এবং আম্মাকে সব খুলে বলি। আম্মা টাকাগুলো আমার হাতে ফেরত দিয়ে বলেন, যাও, তোমার নানার জন্য কিছু একটা কিনে আনো। আমি মধ্য বাড্ডা বাজারে গিয়ে আমার নানার জন্য একটা সবুজ রঙের শাল কিনি, সম্ভবত আশি টাকা দিয়ে। সেই শালটা পেয়ে নানা খুব খুশি হয়েছেন, আম্মা এবং আমার বড়ো খালাম্মা খুশি হয়েছেন নানার চেয়েও অনেক বেশি। আম্মার মুখে গর্বের হাসি তার ছেলে নিজে উপার্জন করে তার পিতাকে উপহার কিনে দিয়েছে। আমার নানা এই শালটা আমৃত্যু যত্ন করে পরেছেন, প্রথম কিছুদিন গ্রামের কেউ এলেই তাকে দেখিয়ে বলতেন, আমার নাতি ছাত্র পড়িয়ে প্রথম মাসের বেতনের টাকা দিয়ে আমার জন্য এটা কিনেছে।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

কানাডার পার্লামেন্টে বাংলাদেশি ডলি বেগম

বাংলাদেশ ডেস্ক : বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নবনির্বাচিত কানাডীয় এমপি ডলি বেগম কানাডায় বসবাসরত বাঙালি কমিউনিটির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন বলে মনে করছেন অনেকে। তার কণ্ঠে দেশটির পার্লামেন্টে অভিবাসী ও অভিবাসনপ্রত্যাশী বাঙালিদের সমস্যা-সম্ভাবনার বিষয়গুলো আরও জোরালোভাবে উঠে আসবে–এমন প্রত্যাশা রয়েছে কমিউনিটির মধ্যে। বিশ্লেষকদের মতে, টরন্টোর আসনটি ভবিষ্যতেও বাংলাদেশিদের প্রতিনিধিত্বে ধরে রাখা অনেকটাই নির্ভর করবে এমপি হিসেবে ডলি বেগমের সফলতার ওপর।

বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত কানাডার নাগরিক ডলি বেগম সম্প্রতি কানাডার ফেডারেল উপনির্বাচনে ঐতিহাসিক জয় পেয়েছেন। তিনি টরন্টোর স্কারবরো সাউথওয়েস্ট আসন থেকে এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। পার্লামেন্ট সদস্য হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর তিনি বিভিন্ন কমিউনিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করছেন এবং নির্বাচনি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ওপর জোর দিচ্ছেন।নবনির্বাচিত এই নেত্রী কর্মসংস্থান, সাশ্রয়ী বাসস্থান এবং স্বাস্থ্যসেবা খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছেন। পাশাপাশি অভিবাসী ও নতুন প্রজন্মের সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাসও দিয়েছেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ডলি বেগমের এই বিজয় কানাডার পার্লামেন্টে বাঙালিদের প্রতিনিধিত্ব ধরে রাখার নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছে।মৌলভীবাজার জেলার কন্যা ডলি বেগম কানাডার এমপি হওয়ায় বাংলাদেশি কমিউনিটিতে প্রত্যাশা আরও বেড়েছে। তার মাধ্যমে অভিবাসী ও অভিবাসনপ্রত্যাশী বাঙালিদের নানা সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়গুলো জোরালোভাবে সামনে আসবে বলে মনে করছেন অনেকে।

কানাডা প্রবাসী গবেষক অধ্যাপক মো. আসিউজ্জামান বলেন, ‘তিনি আমাদের কমিউনিটিতে খুবই সক্রিয়। আগে কানাডায় ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষায় অনেক ভাষায় পরীক্ষা দেওয়া গেলেও বাংলায় সুযোগ ছিল না। তার উদ্যোগের পর এখন বাংলাতেও পরীক্ষা দেয়া যায়।’স্থানীয় বিভিন্ন ইস্যুর সমাধান থেকে শুরু করে কানাডার মূলধারার

রাজনীতিতে কার্যকর ভূমিকা রাখা–সব ক্ষেত্রেই এখন ডলি বেগমের দিকে নজর থাকবে। নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও তিনি বাঙালি কমিউনিটির উন্নয়নে কতটা অবদান রাখতে পারেন, সেটিই এখন দেখার বিষয়।

LAW OFFICES
OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)
মজিবুর রহমান
লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্ট

- Bankruptcy
- Divorce
- Major Accident Cases
- Business, Incorporation
- Investment
- Estate, Litigation
- Landlord & Tenant Commercial
- Real Estate Closing
- Trade Disputes

Trade Dispute and Investments Involve Bangladeshi Legal Matters

718-545-2600, 917-834-9269

30-05, 30th Avenue, 2Fl, Astoria, NY 11102

বিপার দু'দিনের জমজমাট বাংলা বর্ষবরণ

(শেষ পাতার পর)

ও আবেগঘন মিলনমেলায়। গত ২৬ এপ্রিল রোববার অনুষ্ঠিত মূল আয়োজনে উপস্থিত দর্শকরা যেন ফিরে যান অতীতের স্মৃতিমাখা সময়ে। পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে ছিল নস্টালজিয়ার আবহ, যেখানে বিটিভির জন-প্রিয় অনুষ্ঠান "রুমঝুম"-এর আবহ মঞ্চে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। অনুষ্ঠানে এই অনুষ্ঠানের পরিচালক লায়লা হাসানকে সম্মাননা জানানো হলে মুহূর্তটি বিশেষ তাৎপর্য পায়। শিশুদের পরিবেশনায় "প্রজাপতি প্রজাপতি কোথায় পেলে ভাই এমন রঙিন পাখা" গানটি দর্শকদের মুগ্ধ করে। একইভাবে "মেঘের কোলে রোদ হেসেছে" পরিবেশনা অনেককেই ফিরিয়ে নেয় শৈশবের স্মৃতিতে। শিশু-কিশোরদের সাবলীল অংশগ্রহণ এবং সৃজনশীল কোরিওগ্রাফি ছিল অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ।

অনুষ্ঠানের বিশেষ পর্ব "রুপালি স্মৃতি" পুরনো বাংলা চলচ্চিত্রের গানের এক ব্যতিক্রমধর্মী উপস্থাপনা হিসেবে দর্শকদের দৃষ্টি কাড়ে। ১৯৫৬ সালের "মুখ ও মুখোশ" থেকে শুরু করে আশির দশকের বিভিন্ন চলচ্চিত্রের গান ধারাবাহিকভাবে পরিবেশন করা হয়। প্রতিটি গানের আগে সংশ্লিষ্ট নির্মাতা, গীতিকার ও সংগীত পরিচালকদের তথ্য তুলে ধরা হয়, যা এই আয়োজনকে শুধু বিনোদন নয়, বরং এক ধরনের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে পরিণত করে। সংগীত পরিচালক নাদিম আহমেদের পরিকল্পনা ও পরিচালনায় এই অংশটি বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়।লাইভ যন্ত্রসংগীতে পরিবেশনা আরও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। কণ্ঠ দেন সেলিমা আশরাফ, নীলুফার জাহান, লেমন চৌধুরী, আলভান চৌধুরী, ফাবিহা হোসেন নিসা এবং কাজী এম হক। নৃত্য পরিচালনায় এ্যানী ফেরদৌস ও তাঁর দল প্রতিটি পরিবেশনাকে শৈল্পিকভাবে উপস্থাপন করেন। চমৎকার কস্টিউম, প্রপস ও আলোর ব্যবহারে মঞ্চসজ্জা হয়ে ওঠে দৃষ্টিনন্দন।

এদিনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য পরিবেশনা ছিল এনওয়াইইউ থেকে সদ্য গ্রাজুয়েট অভিনেত্রী রুপন্তি ওয়াজেদের একক নাট্য উপস্থাপনা "এ লাভ লেটার টু মাই পিপল", যা দর্শকদের গভীরভাবে স্পর্শ করে।অনুষ্ঠানের সূচনা হয় "এসো হে বৈশাখ" গানের সঙ্গে বিপার অভিভাবকদের নৃত্য পরিবেশনার মাধ্যমে। পুরো অনুষ্ঠানটি সাবলীলভাবে উপস্থাপনা করেন বিপার বর্তমান প্রেসিডেন্ট নাদিয়া ইসলাম দৃষ্টি। নেপথ্য বর্ণনায় ছিলেন জারিন মাইশা খান ও ইউসুফ খান।এর আগে ২৫ এপ্রিল শনিবার অনুষ্ঠিত প্রথম দিনের আয়োজন ছিল মূলত সংগীত ও আবৃত্তিনির্ভর। শিশু-কিশোরদের সমবেত সংগীত "ধূসর বৈশাখ", আবৃত্তি "ঢাক ঢোল ঝাঁঝর বাজে" এবং সমবেত পরিবেশনা "ফাগুন লেগেছে শাখে শাখে" দর্শকদের প্রশংসা কুড়ায়। দীর্ঘ তিন দশকের পথচলায় বিপা প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতি চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শুধু শিল্পচর্চা নয়, নতুন প্রজন্মের মধ্যে শিকড়ের পরিচয় তুলে ধরার ক্ষেত্রেও সংগঠনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আয়োজকরা জানান, ভবিষ্যতেও এ ধরনের সৃজনশীল ও সাংস্কৃতিক আয়োজন অব্যাহত থাকবে, যা প্রবাসে বেড়ে ওঠা প্রজন্মকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির সঙ্গে আরও নিবি-ড়ভাবে যুক্ত করবে।

বর্তমান সরকারের আমলে ৪৬৪টি হত্যা ও ৬৬৬টি ধর্ষণ মামলা হয়েছে

ঢাকা : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ জানিয়েছেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে ৪৬৪টি হত্যা মামলা এবং ৬৬৬টি ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়েছে। এসব হত্যা মামলায় ৬০৪ জন এবং ধর্ষণ মামলায় ৫৩০ জন আসামী গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে হত্যা মামলায় ১১ জন এবং ধর্ষণ মামলায় ৭১ জন আসামী জামিনে মুক্তি পেয়েছে। মঙ্গলবার জাতীয় সংসদে এনসিপির সংসদ সদস্য (কুমিল্লা-৪) আবুল হাসনাতের (হাসনাত আবদুল্লাহ) প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ তথ্য জানান। স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে বৈঠকের শুরুতে প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপিত হয়। জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য মো. মুজিবুর রহমানের প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জমি দখল, চাঁদাবাজি ও অবৈধ কর্মকাণ্ড ঘৃণ্য অপরাধ, যা সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। দেশের উন্নয়নে সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অপরাধ মুক্ত সমাজ ব্যবস্থার বিকল্প নেই। ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকার একটানা ১৫ বছরের বেশি সময় ক্ষমতায় থাকাকালে তাদের অনুগত সন্ত্রাসী বাহিনী ভূমি দখল, জল, বালু মহাল দখল, বিভিন্ন সেক্টরে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি ও বিভিন্ন অবৈধ কর্মকাণ্ডের কারণে মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠে। বর্তমান সরকার এ সকল অপরাধের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করায় অল্প সময়ের মধ্যে ভূমি দখল, চাঁদাবাজি এবং অবৈধ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও আইনের আওতায় আনার ফলে এ সকল অপরাধ অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

বিএনপির সংসদ সদস্য জাহান্দার আলী মিয়ার প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশ পুলিশে ২ লাখ ১৮ হাজার ৫৫৪টি পদ রয়েছে। এর মধ্যে পুলিশ পদ ২ লাখ ৭ হাজার ৭৪৫, নন-পুলিশ পদ ৮ হাজার ৪৭টি এবং নন-পুলিশ আউটসোর্সিং পদ ২ হাজার ৭৬২টি। এ ছাড়া নতুন করে আরও ১৪,৫০০ পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর মধ্যে এএসপি পদ ৫০০, এসআই (নিরস্ত্র) ৪ হাজার এবং ১০ হাজার কনস্টেবল। বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ২৭০৩টি কনস্টেবলের শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া সরাসরি ২ হাজার এএসআই নিয়োগ করা হবে। জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য শাহজাহান চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, গুম কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনে সংরক্ষিত আছে। নিখোঁজ বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের বা ভুক্তভোগী পরিবারগুলিকে আইনী সহায়তাসহ সকল ধরনের সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

দুই শিক্ষার্থীর মরদেহ আনার উদ্যোগ : বিএনপির সংসদ সদস্য এ ই সুলতান মাহমুদের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান জানান, যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ফ্লোরিডায় দুইজন বাংলাদেশী শিক্ষার্থী নির্মমভাবে নিহত হয়েছেন। ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ও ফ্লোরিডারস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল নিহতদের পরিবার, বিশ্ববিদ্যালয় ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সাথে এ বিষয়ে নিবি-ড়ভাবে যোগাযোগ রেখেছে। নিহতদের দেহাবশেষ বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছে। বিএনপির সংসদ সদস্য এমরান আহমদ চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, ইউএনএইচসি-সআরের সর্বশেষ (১৩ এপ্রিল) তথ্য মতে মিয়ানমার থেকে আসা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১১ লাখ ৮৯ হাজার ২১৩ জন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আন্তর্জাতিক বিচারিক আদালতে (আইসিজে) চলমান মামলার রায় শিগগিরই আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. খলিলুর রহমান। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংঘটিত গণহত্যার অভিযোগে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে একটি মামলা বিচ-ারাধীন রয়েছে। এ মামলায় মিয়ানমারের দায় নির্ধারণ, চলমান নিপীড়ন বন্ধ, ভুক্তভোগীদের ন্যায় বিচার ও ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করা এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের অপরাধ প্রতিরোধের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে। একাধিক রাষ্ট্রের অংশগ্রহণে লিখিত ও মৌখিক শুনানি সম্পন্নসহ মামলাটি ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে অগ্রসর হয়েছে। আদালতের রায় শীঘ্রই প্রত্যাশিত। যদিও বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে এ মামলার পক্ষ নয়, তবে ওআইসির মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং আর্থিকসহ বিভিন্নভাবে সহায়তা প্রদান করে আসছে। বিএন-পির সংসদ সদস্য লুৎফর রহমানের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান বলেন, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে বর্তমান সরকার বাংলাদেশে অস্থায়ীভাবে বসবাসরত ১২ লাখ রোহিঙ্গার দ্রুততার সঙ্গে মিয়ানমারে ফেরত পাঠানোর জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের সীমানা সুরক্ষিত রাখা এবং মানব পাচার, মাদক চোরাচালানসহ বিভিন্ন সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিএনপির সংসদ সদস্য এ এম মাহ-বুব উদ্দিনের প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান জানান, ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলের মধ্যকার চলমান উত্তেজনা ও সংঘাতের প্রেক্ষাপটে সেখানে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশীদের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্বারোপ করেছে। এ লক্ষ্যে সরকার নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার প্রবাসী বাংলাদেশীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সাথে প্রয়োজনীয় সব পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে বলে তিনি জানান।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR
ADULT DAYCARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
elderplan.
Anthem.
Hamaspik
RiverSpring Living
MetroPlus Health
S W H
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
FUHAD HUSSAIN
CCO
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CFO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
SHAH NAWAZ GROUP
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
CONTACT US:
Off: 718-516-3424
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
86-11 101 Avenue,
Ozone Park, NY 11416

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

জ্যামাইকায় বাংলাদেশি মালিকানাধীন
নতুন ফার্নিচার স্টোর ‘জেভিআই’

(শেষ পাতার পর)

২৬ এপ্রিল রোববার অপরাহ্নে দোয়া মুনাজাত এবং বেলুন উড়ানো ও ফিতা কাটার আয়োজন করা হয়। দোয়া মুনাজাত পরিচালনা করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মির্জা আবু জাফর বেগ এবং উদ্বোধন করেন নিউইয়র্ক ষ্টেট অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধীকারী একেএম শফিকুল ইসলাম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগত অতিথিদের স্বাগত জানান। দোয়া মুনাজাতের পর রং বে রং এর এক গুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে এবং ফিতা কেটে ‘জেভিআই এস ফার্নিচার এন্ড ম্যাটট্রেস’-এর উদ্বোধন করা হয়। এসময় অ্যাসেম্বলীম্যান ডেভিড ওয়েপ্রীন তার পক্ষ থেকে স্বত্বাধীকারী একেএম শফিকুল ইসলাম-কে সাইটেশন প্রদান করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক হককথা ও আজকের টেলিগ্রাম সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ, ইমাম হাফেজ রফিকুল ইসলাম, মুফতি মোহাম্মদ মালেক, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সেক্রেটারী ও জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, বিডিইয়র্ক.কম সম্পাদক শাহ ফারুক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী বিটি আলম সহ বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী উপস্থিত ছিলেন। একেএম শফিকুল ইসলাম জানান, সপ্তাহের ৭দিনই সকাল ১০ থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত স্টোরটি খোলা থাকবে। ভিয়েতনাম থেকে আমদানী করা বাসা-বাড়ীর জন্য প্রয়োজনীয় ও পছন্দের সকল ফার্নিচার পাওয়া যাবে এখানে। রিটেল আর হোলসেলে চলবে বেচাকেনা। উদ্বোধন উপলক্ষ্যে চলছে সর্বোচ্চ ৫০% বিশেষ ছাড়।

‘ফ্রি ভিসার ফাঁদ’: মালদ্বীপে ভোগান্তি ও বেকারত্বের শিকার বহু বাংলাদেশি

বাংলাদেশ ডেস্ক : নতুন কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে মালদ্বীপে পাড়ি জমানো বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশি এখন ভিসা জটিলতায় পড়ে চরম ভোগান্তি ও বেকারত্বের শিকার হচ্ছেন। মিথ্যা প্রলোভন আর মালিকানা ভিসার নাম করে ‘ফি ভিসা’র মাধ্যমে এ অসহায় যুবকদের সরলতার সুযোগ নিয়েছে প্রতারকচক্র। নিজের এবং পরিবারের ভাগ্য বদলাতে প্রবাসে প্রতিবছর পাড়ি জমান অসংখ্য বাংলাদেশি। এই কঠিন পথে কখনও স্বজাতি আবার কখনও ভিনদেশির রোষানলে পড়তে হয় এসব অসহায় মানুষদের। তেমনই এক করুন দৃশ্য দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার পর্যটন নির্ভর দেশ মালদ্বীপে।

নতুন কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে দেশটিতে পাড়ি জমানো বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি যুবক এখন ভিসা জটিলতায় পড়ে চরম ভোগান্তি ও বেকারত্বের শিকার হচ্ছেন। মিথ্যে প্রলোভন আর মালিকানা ভিসার নাম করে ‘ফ্রি ভিসা’র মাধ্যমে এ অসহায় যুবকদের সরলতার সুযোগ নিয়েছে প্রতারকচক্র।উচ্চ বেতনে চাকরি, বোনাসসহ ভালোভাবে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, এসব মিথ্যে প্রলোভন দেখিয়ে দালালরা একেকজনের কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে ৫ থেকে ৬ লাখ টাকারও বেশি। তাদের অনেকের কাজ তো মিলছেই না, ঠিকমতো খাবারও জুটছে না। অনেক ভুক্তভোগী হাইকমিশনে এসে দালালদের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাশাপাশি দেশে ফিরতে ট্রাভেল পারমিটের আবেদনও করছেন। কেউ কেউ আবার দেশ থেকে ঋণ করে টাকা এনে ফিরে যাওয়ার কথাও জানিয়েছেন।

মালদ্বীপে নতুন কর্মসংস্থানের জন্য বাংলাদেশ সরকার নির্ধারিত অভিবাসন ব্যয় প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার টাকা। এজন্য কাজের ভিসায় মালদ্বীপ যেতে আগ্রহী বাংলাদেশিদের এ ব্যয়ের অতিরিক্ত কোনো অর্থ না দেয়ার অনুরোধ ক রেন দেশটিতে নিযুক্ত বাংলা দেশ হাইক মিশন। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, মালদ্বীপে ‘ফ্রি ভিসা’ বলতে কোনো কিছুই নেই। এ তথ্য সবার জানা থাকা সত্ত্বেও, এটিকেই পুঁজি করে প্রতারণার বড় ফাঁদ পেতেছে দুই দেশে থাকা অসাধু চক্র।

গিটারিস্ট নেওয়াজ শরীফকে সম্মাননা

(শেষ পাতার পর)

বেইজ গিটারিস্ট এ এম এম নেওয়াজ শরীফ, যিনি বিশ্বজুড়ে ‘বেসম্যান নেওয়াজ’ নামে সমাদৃত। তাঁর বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে এবার যুক্ত হলো যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির দ্বৈত সম্মাননা। গত ২৪ এপ্রিল নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি মেম্বার জেনিফার রাজকুমার আনুষ্ঠানিকভাবে নেওয়াজ শরীফকে একটি সম্মানসূচক ‘সার্টিফিকেট অব মেরিট’ এবং একটি অফিশিয়াল ‘প্রোক্ল্যামেশন’ প্রদান করেন।

আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির মুকুটে নতুন পালক বেসম্যান নেওয়াজ কেবল নিউ ইয়র্ক থেকেই নয়, এর আগে বিশ্বমঞ্চে একাধিক মর্যাদাপূর্ণ স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। ২০২৩ সালে তিনি অর্জন করেন সম্মানজনক ‘গ্লোবাল মিউজিক অ্যাপ্রিসিয়েশন অ্যাওয়ার্ড’ (Global Music Appreciation Award 2023)। এছাড়াও তাঁর ঝুলিতে রয়েছে: ঢালিউড ফিল্ম অ্যান্ড মিউজিক অ্যাওয়ার্ড (২০২৩) * এনআরবি অ্যাওয়ার্ড (২০২৩) * জেমিনি অ্যাওয়ার্ড (২০২৫) - শ্রেষ্ঠ বেইজ গিটারিস্ট হিসেবে।

সংগীতে অনন্য অবদান অ্যাসেম্বলি ওম্যান জেনিফার রাজকুমার তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, নেওয়াজ শরীফের বেইজ গিটার পারফরম্যান্স সংগীতের কাঠামোগত ভিত্তি এবং সুরের ভারসাম্যে এক অনন্য মাত্রা যোগ করে। তাঁর কাজের মধ্যে প্রফেশনালিজম এবং সৃজনশীলতার যে সংমিশ্রণ রয়েছে, তা দর্শকদের ওপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে।

বাংলাদেশে থাকাকালীনই দেশের সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকপ্রাপ্ত এবং প্রতিভাবান বেইজ প্লেয়ার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করা নেওয়াজ শরীফের সংগীতে মিশে আছে রক, ক্লাসিক্যাল, পপ, জাজ এবং ফোকের এক অনন্য ফিউশন। বর্তমানে নিউ ইয়র্ক প্রবাসী এই শিল্পী চলচ্চিত্র, টেলিভিশন এবং লাইভ কনসার্টে নিয়মিত পারফর্ম করার পাশাপাশি সংগীত শিক্ষার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করছেন।

নিউ ইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলির এই রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি কেবল একজন ব্যক্তির নয়, বরং বিশ্ব সংগীতে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বর্ণাঢ্য অভিষেক

(শেষ পাতার পর)

কমিউনিটির মিডিয়াগুলো সাধ্যমতো দায়িত্ব পালন করে চলেছে। যা প্রশংসার দাবী রাখে। গত ২৪ এপ্রিল, শুক্রবার সিটির উডসাইডের গুলশান ট্যারেসে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ইউএস কংগ্রেসের অন্যতম প্রভাবশালী সদস্য গ্রেং মেং এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ও ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে নিযুক্ত প্রেস মিনিস্টার গোলাম মর্তুজা। *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

ফ্লোরিডায় ২ বাংলাদেশি ছাত্র নৃশংসভাবে খুন

(শেষ পাতার পর)

রাখেন। ইউনির্ভাসিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার দুই বাংলাদেশি ডক্টরাল শিক্ষার্থী জামিল লিমন ও নাহিদা সুলতানা বৃষ্টিকে পরিকল্পিতভাবে অস্ত্র ব্যবহার করে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত আবুগারবিয়েহ এদিন আদালতে শারীরিকভাবে উপস্থিত ছিল না; তিনি নিজেই উপস্থিতির অধিকার ত্যাগ করেন।

উল্লেখ্য যে, গত ১৬ এপ্রিল ফ্লোরিডার টাম্পায় ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার দুই বাংলাদেশি শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমন, নাহিদা সুলতানা বৃষ্টি নিখোঁজ হন। তাঁদের বয়স ছিল ২৭ বছর। লিমন ভূগোল, পরিবেশবিজ্ঞান ও নীতি বিষয়ে এবং বৃষ্টি কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি করছিলেন। পরদিন ১৭ এপ্রিল তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পেরে এক পারিবারিক বন্ধু বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানান। ২১ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুলিশ বিভাগ আনুষ্ঠানিকভাবে নিখোঁজের তথ্য প্রকাশ করে। হিলসবরো কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় জানায়, জিজ্ঞাসাবাদের ভিত্তিতে হাওয়ার্ড ফ্রাঙ্কল্যান্ড ব্রিজ এলাকা থেকে লিমনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।এরই মধ্যে বৃষ্টির ভাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছেন, তবে এখনো তার মরদেহ পাওয়া যায়নি।

নিখোঁজের এক সপ্তাহের বেশি সময় পর গত ২৪ এপ্রিল শুক্রবার লিমনের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় হিশাম সালেহ আবুঘরবেহ নামের এক মার্কিন নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি জামিলের সঙ্গে একই কক্ষে থাকতেন।

মঙ্গলবারের (২৮ এপ্রিল) শুনানিতে প্রসিকিউটররা গুরুত্বপূর্ণ নতুন তথ্য উপস্থাপন করেন। ফোনের ডেটা বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ১৭ এপ্রিল রাত ১টা থেকে ভোর ৫টার মধ্যে–অর্থাৎ দুই শিক্ষার্থীর নিখোঁজ হওয়ার পরবর্তী সময়ে–আবুগারবিয়েহ অন্তত ছয়বার হাওয়ার্ড ফ্যাঙ্কল্যান্ড ব্রিজ এলাকায় যাতায়াত করেন।

তদন্তকারীদের ধারণা, তিনি একাধিকবার যাতায়াত করে ভিকটিমদের মরদেহ ও সংশ্লিষ্ট আলামত পানিতে ফেলে দেন, যাতে প্রমাণ নষ্ট করা যায়। প্রসিকিউটরদের মতে, দুই শিক্ষার্থীকে অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরেই হত্যা করা হয়। এরপর মরদেহ ট্র্যাশ ব্যাগে ভরে গাড়িতে করে সেতুর দিকে নেওয়া হয়।

ঘটনাস্থলের কার্পেটে পাওয়া মানবাকৃতির রক্তের দাগ, টেনে নেওয়ার (ড্র্যাগিং) চিহ্ন এবং স্মিয়ারিংয়ের প্যাটার্ন এই অভিযোগকে সমর্থন করছে।স্টেট অ্যাটর্নির কার্যালয় আদালতকে জানায়, আবুগারবিয়েহ সমাজের জন্য "উল্লেখযোগ্য হুমকি" এবং তাকে বিচারপূর্ব আটক রাখা জরুরি। বিচারক এই যুক্তি মেনে জামিন আবেদন নাকচ করেন। হিলসবোরো কাউন্টির স্টেট অ্যাটর্নি সুজি লোপেজ আগেই সামাজিক মাধ্যমে তাকে "সমাজের জন্য বিপজ্জনক" বলে উল্লেখ করেছিলেন। মামলাটি বর্তমানে ডিসকভারি পর্যায়ের প্রাথমিক ধাপে রয়েছে। প্রথম শ্রেণির হত্যার দুই অভিযোগ ছাড়াও আসামির বিরুদ্ধে শারীরিক প্রমাণ নষ্টের চেষ্টা, অননুমোদিতভাবে মরদেহ সরানো এবং মৃত্যুর ঘটনা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে না জানানোর অভিযোগ আনা হয়েছে।সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখন মৃত্যুদণ্ড। ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে প্রথম শ্রেণির হত্যা মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ হলেও প্রসিকিউটররা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে মৃত্যুদণ্ড চাইবেন কিনা তা ঘোষণা করেননি। ধারণা করা হচ্ছে, মামলার পরবর্তী ধাপে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসতে পারে।এদিকে, আবুগারবিয়েহর পক্ষে একজন পাবলিক ডিফেন্ডার নিয়োজিত রয়েছেন। প্রতিরক্ষা পক্ষ জানিয়েছে, তারা তাদের মক্কেলের ন্যায্য বিচারের অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছেন এবং এ মুহূর্তে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করবেন না।শুনানির বাইরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে এসেছে। নিহতদের পরিবার অভিযোগ করেছে, নিখোঁজ হওয়ার আগে তারা যে অফ-ক্যাম্পাস আবাসন কর্তৃপক্ষের কাছে রুমমেট সংক্রান্ত সমস্যা জানিয়েছিলেন, তা উপেক্ষা করা হয়েছিল। পরিবারের দাবি, যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হলে এই মর্মান্তিক ঘটনা এড়ানো সম্ভব হতে পারত। বিষয়টি এখন সম্ভাব্য আইনি দায় হিসেবে নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

আদালত একটি স্ট্যাটাস কনফারেন্সের তারিখ নির্ধারণ করেছে, যেখানে মামলার পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়া ঠিক করা হবে। ডিসকভারি পর্যায়ে আরও প্রমাণ–ল্যাপটপের ডেটা, ফোনের লোকেশন ইতিহাস, অনলাইন ক্রয়সংক্রান্ত তথ্য এবং ডুপ্লিকেট চাবির ঘটনাসহ–উপস্থাপন করা হবে।বাংলাদেশে নিহত দুই শিক্ষার্থীর পরিবার এখনো শোকে স্তব্ধ। ২৬ এপ্রিল উদ্ধার হওয়া একটি মরদেহ বৃষ্টির বলে ধারণা করা হলেও মেডিকেল এক্সামিনারের চূড়ান্ত রিপোর্ট এখনো প্রকাশিত হয়নি। পরিবার সেই রিপোর্টের অপেক্ষায় রয়েছে।বাংলাদেশি কমিউনিটি ন্যায়বিচারের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ। প্রতিটি শুনানি, প্রতিটি প্রমাণ এবং প্রতিটি অগ্রগতি–সবই এখন দুই পরিবারের জন্য ন্যায়বিচারের পথে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জামিল লিমনের মরদেহ হস্তান্তর : দেশে ফেরার প্রক্রিয়া শুরু

ফ্লোরিডার টাম্পায় হিলসবোরো কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় ২৮ এপ্রিল মঙ্গলবার জামিল লিমনের মরদেহ আনুষ্ঠানিকভাবে ফিউনারেল কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করেছে। এই হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে জামিলের মরদেহ বাংলাদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলো। মিয়ামিতে বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের কার্যালয় এই পুরো প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে। কনস্যুলেট বাংলাদেশি কমিউনিটির প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করেছে এবং ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার সঙ্গে সমন্বয় করে মরদেহ হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, মরদেহ হস্তান্তরের আগে কনস্যুলেট জামিল লিমনের পরিবারের আনুষ্ঠানিক সম্মতি নিয়েছে। বাংলাদেশে শোকগ্রস্ত পরিবার এই সিদ্ধান্তে একমত হয়েছেন।দেশে পাঠানোর আগে ফ্লোরিডার স্থানীয় বাংলাদেশ কমিউনিটি একটি জানাজার মাধ্যমে জামিলকে শেষ বিদায় জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন। নামাজে জানাজার স্থান ও সময় এখনও জানানো হয়নি। স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটি সন্তান হারা দুইটি পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে এবং এ নিয়ে কমিউনিটির সংগঠকরা সক্রিয় রয়েছেন। স্থানীয় বাংলাদেশ কনস্যুলেট অফিসও এ নিয়ে কমিউনিটির সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে। মুসলিম রীতি অনুযায়ী মরদেহের পরবর্তী সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। জামিল একজন মুসলিম ছিলেন এবং পরিবার চাইছেন ইসলামি নিয়ম মেনেই তার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হোক। মরদেহ বাংলাদেশে পাঠানোর আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে আরও দুই থেকে তিন দিন সময় লাগতে পারে বলে জানা গেছে। আন্তর্জাতিক মরদেহ পরিবহনে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র, ডেথ সার্টিফিকেট, ইমব্যামিং এবং কনস্যুলার ডকুমেন্টেশন

সম্পন্ন করতে এই সময় লাগে।

ফ্লোরিডায় মিলল মরদেহের আরেকটি অংশ, বৃষ্টির কি না জানা যাবে পরীক্ষার পর

ফ্লোরিডায় দুই বাংলাদেশি পিএইচডি শিক্ষার্থী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। জামিল আহমেদ লিমনের মরদেহ উদ্ধারের স্থান থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে আরেকটি খণ্ডিত দেহাংশ উদ্ধার করেছে পুলিশ, যা নাহিদা সুলতানা বৃষ্টির কি না, তা জানতে চলছে পরীক্ষা।

রবিবার স্থানীয় সময় বিকেলে হিলসবরো কাউন্টি শেরিফের কার্যালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, পিনেলাস কাউন্টির একটি জলাশয় থেকে এই দেহাংশ উদ্ধার করা হয়। হিলসবরো ও পিনেলাস কাউন্টির আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর যৌথ অভিযানে ইন্টারস্টেট ২৭৫ এবং ৪ নম্বর স্ট্রিট নর্থ সংলগ্ন এলাকা থেকে দেহাবশেষটি উদ্ধার করা হয়েছে।পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার করা খণ্ডিত অংশ বর্তমানে পিনেলাস কাউন্টি মেডিক্যাল এক্সামিনারের দপ্তরে রাখা হয়েছে। ফরেনসিক পরীক্ষার মাধ্যমে দেহাবশেষের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। এটি নারী নাকি পুরুষের দেহাংশ, সেটিও এখনো নিশ্চিত নয়।ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন হাতে এলে বিষয়টি আরও পরিষ্কার হবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে নিখোঁজ ব্যক্তিদের তালিকার সঙ্গে উদ্ধার দেহাংশের মিল খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তদন্তকারীদের বর্ণনায় উঠে এল লিমন-বৃষ্টি হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত চিত্র

বাংলাদেশ ডেস্ক : ফ্লোরিডায় বাংলাদেশি দুই পিএইচডি শিক্ষার্থী হত্যার ঘটনায় অভিযুক্ত সন্দেহভাজনের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ গঠন করা হয়েছে। তদন্তকারীরা শিক্ষার্থীদের নিখোঁজ হওয়া থেকে শুরু করে হত্যাকাণ্ড পর্যন্ত বেশ কিছু ভয়াবহ ও চাঞ্চল্যকর তথ্য তুলে ধরেছেন।

নিহতরা হলেন জামিল আহমেদ লিমন ও নাহিদা সুলতানা বৃষ্টি। দুজনেরই বয়স ২৭। প্রায় দুই সপ্তাহ আগে তাদের সর্বশেষ দেখা যায়। প্রায় ১০ দিন নিখোঁজ থাকার পর লিমনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

তদন্তকারীদের ধারণা, বৃষ্টিকেও হত্যা করে লাশ নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে।এই হত্যার ঘটনায় লিমনের রুমমেট হিশাম আবুগারবিয়েহকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পূর্বপরিকল্পিতভাবে অস্ত্র ব্যবহার করে হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। ২৮ এপ্রিল মঙ্গলবার হিশাম আবুগারবিয়েহকে জামিন না দিয়ে কারাগারে আটক রাখার নির্দেশ দিয়েছেন ফ্লোরিডার আদালত। তার বিরুদ্ধে অস্ত্রসহ পূর্বপরিকল্পিত দুটি হত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে।সরকারি কৌঁসুলিরা তাকে জামিন ছাড়া কারাগারে রাখার আবেদন করে একটি বিস্তারিত সময়রেখা তুলে ধরেছেন, যেখানে হত্যার আগে ও পরে সন্দেহভাজন এবং ভুক্তভোগীদের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

১৩ এপ্রিল

গত ২৫ এপ্রিল শনিবার হিলসবরো কাউন্টি আদালতে আবেদনটি করেছিলেন সরকারি আইনজীবীরা। আদালতে করা আবেদনে বলা হয়েছে, আসামি চ্যাটজিপিটির সঙ্গে কথোপকথনে জিজ্ঞাসা করেন, 'কোনো মানুষকে কালো ময়লার ব্যাগে ভরে ডাম্পস্টারে ফেলে দিলে কী হয়?' পরে আবার প্রশ্ন করেন, 'এটা কীভাবে ধরা পড়বে?'

১৬ এপ্রিল

এই দিনে সর্বশেষ লিমন ও বৃষ্টির সঙ্গে তাদের বন্ধুদের যোগাযোগ হয়। দুপুরে বৃষ্টিকে ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডা ক্যাম্পাসে দেখা গেলেও সন্ধ্যায় একটি নির্ধারিত সাক্ষাতে তিনি যাননি।

অন্যদিকে লিমনের ফোন লোকেশন প্রথমে বাসা ও ক্যাম্পাস এলাকায় থাকলেও সন্ধ্যায় তা ক্লিয়ারওয়াটার এলাকায় দেখা যায়। একই সময়ে সন্দেহভাজনের গাড়িকেও ওই এলাকায় দেখা যায়।

মামলার প্রসিকিউটররা বলছেন, রাত ১০টার দিকে সন্দেহভাজনের ফোন থেকে ডোরড্যাশের মাধ্যমে আবর্জনা রাখার ব্যাগ, ক্লিনিং সামগ্রীসহ বিভিন্ন জিনিস অর্ডার করা হয়। একই রাতে সন্দেহভাজন আসামি হিশামের রুম থেকে কার্ডবোর্ডের বাক্স অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সের ময়লা ফেলার স্থানের দিকে নিতে দেখা যায়। রাত ১টা থেকে ভোর সাড়ে ৪টার মধ্যে তাকে একাধিকবার একটি সেতু এলাকায় যাতায়াত করতে দেখা যায়।

১৭ এপ্রিল

লিমন ও বৃষ্টি নিখোঁজের খবর। মামলার গ্রেফতারি পরোয়ানার হলফনামায় বলা হয়েছে, হিশাম আবুগারবিয়েহ চ্যাটজিপিটির কাছে একটি বিষয় জানতে চেয়েছিলেন, তা হলো 'হিলসবরো রিভার স্টেট পার্কে কি গাড়িতে তল্লাশি করা হয়?' ১৭ এপ্রিল রাত ১টা থেকে সাড়ে ৪টার মধ্যে দুইবার হাওয়ার্ড ফ্রাঙ্কল্যান্ড সেতুতে গিয়েছিলেন তিনি।

এরইমধ্যে লিমন ও বৃষ্টির নিখোঁজের খবর আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়। এর পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বৃষ্টির কাজের জায়গায় তল্লাশি করে পুলিশ। সেখান থেকে তার খাবারের বাক্স, একটি ম্যাকবুক, আইপ্যাডসহ বিভিন্ন ব্যক্তিগত জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয়।

২২ এপ্রিল

আদালতে করা আবেদন অনুযায়ী, তদন্তকারীরা সন্দেহভাজনের মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। তার ময়ের ভাষ্য অনুযায়ী, তার ছেলে আগে রাগ নিয়ন্ত্রণে সমস্যায় ভুগতেন এবং পরিবারের সঙ্গে সহিংস আচরণ করেছেন।

২৩ এপ্রিল

দুই শিক্ষার্থীর নিখোঁজের অবস্থা 'ঝুঁকিপূর্ণ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তদন্তকারীরা একটি ময়লা ফেলার স্থানে তল্লাশি চালান। সেখানে তারা রক্তমাখা একটি কালো রঙের ফ্লোর ম্যাট, বৃষ্টির মুঠোফোনের কভার এবং লিমনের মানিব্যাগ, চশমা ও রক্তমাখা পোশাক খুঁজে পান। পরে সন্দেহভাজন তার গাড়ি তল্লাশির অনুমতি দেন, তবে সেটি সম্প্রতি পরিষ্কার করা হয়েছে বলে মনে হয়।

জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বারবার ভিন্ন ভিন্ন তথ্য দেন। প্রথমে তিনি দাবি করেন, তিনি কখনো ক্লিয়ারওয়াটারে যাননি। পরে স্বীকার করেন, মাছ ধরার জায়গা খুঁজতে গিয়েছিলেন। আরও পরে বলেন, লিমন ও তার বান্ধবীকে সেখানে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন।

এপ্রিল ২৪

এদিন খোঁজ পাওয়া যায় লিমনের মরদেহের। আদালতে করা আবেদন অনুযায়ী, হাওয়ার্ড ফ্রাঙ্কল্যান্ড সেতুতে তল্লাশি চালিয়ে কালো রঙের একটি আবর্জনার ব্যাগ খুঁজে পান গোয়েন্দারা। আবুঘরবেহের ফোনের তথ্য অনুযায়ী, ১৭ এপ্রিল ওই জায়গাতে থেমেছিলেন তিনি।

সরকারি কৌঁসুলিরা বলছেন, আবর্জনার ওই ব্যাগ আবুঘরবেহের বিছানার নিচে পাওয়া ব্যাগগুলোর মতো। আদালতে করা আবেদনে তারা আরও বলেছেন, সেতুতে পাওয়া ব্যাগের ভেতর থেকে একজন পুরুষের দেহাবশেষ উদ্ধার করা হয়। সেগুলো লিমনের বলে শনাক্ত করা হয়।

২৫ এপ্রিল

এদিক সকালে আবুগারবিয়েহকে প্রথমবারের মতো আদালতে তোলা হয়। হিলসবরো কাউন্টি শেরিফের কার্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, হত্যার অভিযোগ ছাড়া তার বিরুদ্ধে আরও কয়েকটি অভিযোগ আনা হয়েছে। সেগুলো হলো–বেআইনিভাবে মৃতদেহ সরানো, গোপন করার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর খবর না জানানো, তথ্যপ্রমাণ নষ্ট করা, অবৈধভাবে আটকে রাখা এবং শারীরিক লাঞ্ছনা।

২৬ এপ্রিল

শেরিফ অফিসের কর্মকর্তারা জানান, হাওয়ার্ড ফ্র্যাঙ্কল্যান্ড ব্রিজের কাছ থেকে মানবদেহের অংশ উদ্ধার করা হয়েছে এবং সেগুলোর পরিচয় শনাক্তের কাজ চলছে। ধারণা করা হচ্ছে মানবদেহের ওই অংশটি বৃষ্টির হতে পারে।

২৭ এপ্রিল

ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্য ওপেনএআই-এর বিরুদ্ধে চলমান ফৌজদারি তদন্তে এই হত্যাকাণ্ডকে অন্তর্ভুক্ত করেছে বলে ঘোষণা দেন অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস উথমায়ার। এক বিবৃতিতে ওপেনএআই-এর মুখপাত্র ড্রিউ পুসাতেরি বলেন, 'এটি একটি ভয়াবহ অপরাধ। আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখছি এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে সর্বোচ্চ সহায়তা করব।'

২৮ এপ্রিল

এদিনে মামলার অগ্রগতি নির্ধারণে একটি শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। হিলসবরো কাউন্টির বিচারক লোগান মারফি সরকারি কৌঁসলিদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হিশামকে দুটি হত্যা মামলায় জামিন ছাড়া কারাগারে রাখার নির্দেশ দেন। একইসঙ্গে আসামি হিশাম আবুঘারবেহকে কোনো সাক্ষী বা নিহতদের আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ না করার নির্দেশ দেন। তবে ওই শুনানিতে অভিযুক্ত আদালতে উপস্থিত ছিলেন না বলে জানিয়েছে স্থানীয় সংবাদমাধ্যম।

ফ্লোরিডায় দুই শিক্ষার্থী হত্যার বিচার চায় বাংলাদেশ

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'এটি অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। তরুণ শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তরুণীর মরদেহ এখনো পাওয়া যায়নি। আমরা দাবি করব বাংলাদেশ থেকে ও মন্ত্রণালয় থেকে, যাতে যুক্তরাষ্ট্র এর তদন্তটা ভালোমতো করে, দ্রুততার সঙ্গে করে। যারা এ নৃশংস ঘটনা ঘটিয়েছে, তা বের করে যেন তাদের বিচারের আওতায় আনা হয়, সেটা অবশ্যই আমরা চাইব।' যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব সাউথ ফ্লোরিডার (ইউএসএফ) বাংলাদেশী পিএইচডি শিক্ষার্থী জামিল আহমেদ লিমন ও নাহিদা সুলতানা বৃষ্টিকে বিশ্ববিদ্যালয়টিরই সাবেক এক শিক্ষার্থী নৃশংসভাবে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তারা দুজন ১৬ এপ্রিল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। শুক্রবার লিমনের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। তারপর পুলিশ বৃষ্টির পরিবারকে ফোনে জানায়, তাকেও হত্যা করা হয়েছে। তবে এখনো তার মরদেহ পাওয়া যায়নি। লিমনের মরদেহ উদ্ধারের পর তার রুমমেট ২৬ বছর বয়সী মার্কিন নাগরিক হিশাম আবুগারবিয়াহকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। হিশামের বিরুদ্ধে পরিকল্পিতভাবে হত্যার দুটি অভিযোগ আনা হয়েছে। এ ঘটনা নিয়ে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এ ঘটনায় বাংলাদেশ ওয়াশিংটনে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন, যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট, এফবিআই ও সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করছে।' শামা ওবায়েদ জানান, তিনি দুই পরিবারের সঙ্গেই কথা বলেছেন এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
অনলাইনে পড়ুন
www.weeklybangladeshusa.com

SECI
Sonali Exchange Co. Inc.
Secure, Fast, Reliable.
বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন
জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে
আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা
ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে
Sonali Exchange Mobile App
ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইনক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL
NMLS NO. 1098789
সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন
CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590
আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

PRINTING
সকল প্রকার প্রিন্টিং সার্ভিস
সেবা সমূহ
ব্যানার - পাসপোর্ট ফটো
সাইনবোর্ড - মগ
ক্যালেন্ডার - ওয়েব সাইট ডিজাইন
ম্যাগাজিন - লেভেল/স্টিকার
ফ্লায়ার - আইডি কার্ড
মেনু - টি-শার্ট
পত্রিকা এড - রাবার স্ট্যাম্প
বিয়ের কার্ড - ভিজিটিং কার্ড
পোষ্টার - লেমিনেশন
ক্রেস্ট - ফোল্ডার
We are in Jackson Heights NY 11372
আমাদের অকৃত্রিম সেবা
ডিজাইন
প্রিন্টিং
বাইন্ডিং
www.bigdesignus.com
সুবিধা সমূহ
সার্বক্ষনিক ইন্টারনেট সুবিধা
জরুরী প্রয়োজনে রেডিমেড ডিজাইন
কাজের সুন্দর পরিবেশ
ফোন, ফ্যাক্স ও ই-মেইল সুবিধা
BIG DESIGN
PROFESSIONAL
37-55, 72 Street, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-645-6904, 718-255-1158
Email: bigdesign360@gmail.com

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

রাজনৈতিক মত প্রকাশের কারণে বাতিল হতে পারে গ্রিনকার্ড

(প্রথম পাতার পর)

অন্তর্ভূক্ত, তাদের গ্রিনকার্ড বাতিল করা হতে পারে বলে ট্রাম্প প্রশাসন এক নির্দেশনা জারি করেছে। নিউইয়র্ক টাইমস এর এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, যথেচ্ছ রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ, ইসরায়েলকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করা অথবা ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভে অংশগ্রহণের কারণে ইমিগ্রান্টদের গ্রিনকার্ড বাতিল করা হতে পারে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পতাকার অবমাননা ও আমেরিকান মতাদর্শ বিরোধী প্রচারণাও গ্রিনকার্ড পাওয়ার অযোগ্যত হিসেবে বিবেচনা করার কথাও বলা হয়েছে।

ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি'র অফিসারদের কাছে প্রেরিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ উপাদানে অফিসারাদের সম্ভাব্য আমেরিকান বিরোধী বা ইহুদিবিদ্বেষী আচরণ সম্পর্কিত বিষয় পর্যালোচনার নির্দেশ দেওয়া হয়। নিউইয়র্ক টাইমস আরও বলেছেন যে ইউএস সিটিজেনশিপ এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস 'ইমিগ্রান্ট বেনিফিট রিকোয়েস্টস' এর আওতায় এ ইমিগ্রেশন অফি-সারদের নির্দেশনা দিয়েছে গ্রিনকার্ডধারীদের অবস্থা হালনাগাদ করতে। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির এক মুখপাত্র বলেছেন,

'যারা আমেরিকাকে ঘৃণা করে এবং আমেরিকান মতাদর্শ বিরোধী প্রচারণা চালালা, তাদেরকে আমেরিকার সুবিধা দেওয়া উচিত নয়।' পত্রিকাটির খবরে অফিসারদের কাছে পাঠানো নির্দেশনায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'আমেরিকান মতাদর্শ বিরোধী প্রচারণা ও অনুরূপ প্রচারণা সমর্থন করা, বা ইহুদিবিদ্বেষী সন্ত্রাস, মতাদর্শ বা গোষ্ঠীগত সমর্থনের রেকর্ড থাকা ব্যক্তিদের গ্রিনকার্ড দেওয়া উচিত নয়। নির্দেশনা অনুযায়ী, কাউকে অযোগ্য করে তুলতে পারে এমন কাজের উদাহরণগুলোর মধ্যে রয়েছে 'যুক্তরাষ্ট্রের সরকার উৎখাতের আহ্বান জানানো হয়েছে, এমন পোস্টার বহন করা, এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ইসরায়েলের পতাকার উপর ক্রস চিহ্ন দেওয়া ছবির সঙ্গে 'স্টপ ইসরায়েলি টেরর ইন প্যালেস্টাইন' জাতীয় পোস্ট করা। এ ধরনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইমিগ্রান্টদের বিষয়গুলোর অধিকতর পর্যালোচনার জন্য তাদের উর্ধ্বতন ও জেনারেল কাউন্সেলের অফিসে পাঠাতে বলা হয়েছে।

ট্রাম্প প্রশাসনের গৃহীত নীতি বৈধ মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করছে, এমন অভিযোগের প্রেক্ষিতে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র অ্যাবিগেইল জ্যাকসন নিউইয়র্ক টাইমসকে বলেছেন, 'এসব নির্দেশনার মধ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই। নির্দেশনাগুলো আমেরিকান প্রতিষ্ঠান, নাগরিকদের নিরাপত্তা, জাতীয় নিরাপত্তা এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য।

নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, সাম্প্রতিক মাসগুলোতে সেক্রেটারি অফ স্টেট মার্কো রুবিও ফিলিস্তিন-পন্থী অ্যাক্টিভিস্টদের ভিসা বাতিল করেছেন। এছাড়া গত ডিসেম্বর (২০২৫) মাসে জানানো হয়েছিল যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের শর্ত হিসেবে বহু দেশের পর্যটকদের কাছে পাঁচ বছরের সোশ্যাল মিডিয়া ইতিহাস চাওয়া হতে পারে। গত মার্চ মাসে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নির্দেশ দেন যে, কর্মী সংকট মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবন্দরগুলোতে আমেরিকানরা ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) কর্মকর্তাদের উপস্থিতি কামনা করেছিল। 'ট্রুথ সোস্যালে' এক পোস্টে ট্রাম্প তাদের 'মহান আমেরিকান দেশপ্রেমিক' বলে বর্ণনা করেন, এবং 'আইস'কে ধন্যবাদ জানান।

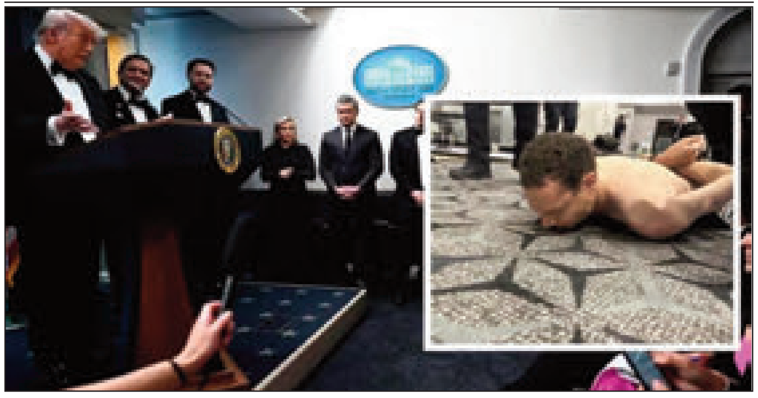

ওয়াশিংটনে নৈশভোজে ট্রাম্পের উপর বন্দুক হামলার চেষ্টা

(প্রথম পাতার পর)

হোয়াইট হাউজ করেসপনডেন্টস ডিনার। হলভর্তি মন্ত্রী, কর্মকর্তা ও সাংবাদিক। মঞ্চে বসে আছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। হঠাৎ ভেসে এলো গুলির শব্দ। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন অতিথিরা। কেউ টেবিলের নিচে আশ্রয় নেন। কেউ মেঝেতে শুয়ে পড়েন। অনেকে ডাইনিং হলের সামনের দিকে ছুটে যান। ট্রাম্প ও মেলানিয়া মঞ্চের পেছনে নিচু হয়ে বসেন। এরপর সিক্রেট সার্ভিসের সদস্যরা দ্রুত তাদের সেখান থেকে সরিয়ে নেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স, প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথসহ প্রশাসনের অন্য শীর্ষ কর্মকর্তাদেরও নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়। বন্দুকধারী হামলাকারী সিক্রেট সার্ভিসের এক সদস্যের দিকে গুলি ছুড়েছিলেন। তিনি সুরক্ষা পোশাক পরা থাকায় তার কোনো ক্ষতি হয়নি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হামলাকারীকে মাটিতে ফেলে গ্রেফতার করা হয়। তার নাম কোল টমাস অ্যালেন। বয়স ৩১। ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা। সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য বলছে, লস অ্যাঞ্জেলেসের কাছে টরেন্সে শিক্ষকতা করতেন। তার কাছে শটগান, হ্যান্ডগান ও একাধিক ছুরি পাওয়া গেছে। তিনি হোটেলেরই অতিথি ছিলেন। সিক্রেট সার্ভিসের মুখপাত্র অ্যান্টনি গুগলিয়েলমি জানান, স্থানীয় সময় শনিবার রাত ৮টা ৩৫ মিনিটে অনুষ্ঠানের প্রবেশপথে মূল তল্লাশি এলাকার কাছে এ গুলির ঘটনা ঘটে। এত বড় অনুষ্ঠানে হামলাকারী কীভাবে শটগান নিয়ে ঢুকলেন, সিক্রেট সার্ভিস তা তদন্ত করছে। যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের হোয়াইট হাউজ সংবাদদাতাদের জন্য আয়োজন হয়েছিল বার্ষিক এই নৈশভোজ। এতে প্রায় ২ হাজার ৬০০ জন অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

হামলার মূল লক্ষ্য ট্রাম্প ছিলেন কি না, তা তাৎক্ষণিকভাবে পরিষ্কার না হলেও সাংবাদিকদের কাছে ট্রাম্প জানান, তিনি নিজেকেই লক্ষ্যবস্তু বলে মনে করেন। ২০২৪ সালের পর থেকে এ নিয়ে তৃতীয়বার গুপ্তহত্যা চেষ্টার হাত থেকে বাঁচলেন ট্রাম্প, যা মূলত যুক্তরাষ্ট্রের গভীর রাজনৈতিক মেরুকরণেরই প্রতিচ্ছবি। ঘটনার পর হোয়াইট হাউজের ব্রিফিং রুমে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন ট্রাম্প। এ সময় তার পাশে ছিলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সসহ মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যরা, যাদের অনেকেই তখনো সন্ধ্যার পোশাক পরিহিত ছিলেন। মেলানিয়া ট্রাম্প পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, তবে ট্রাম্প তাকে রাতের ঘটনা নিয়ে কথা বলতে বললেও তিনি তা এড়িয়ে যান। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমরা পাশাপাশি বসে ছিলাম। আমার ডান পাশে ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ছিলেন। হঠাৎ একটা শব্দ শুনি। প্রথমে মনে হয়েছিল হয়তো ট্রে পড়ে গেছে, অথবা গুলির শব্দ।' তবে তার মতে, মেলানিয়া দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন এটি খারাপ কিছু এবং ঘটনাটি তার জন্য বেশ আতঙ্কের ছিল। তিনি আরও বলেন, মেলানিয়া আগেও তাকে সতর্ক করে বলেছেন, 'তুমি খুব ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছ।' ট্রুথ সোশ্যালে ট্রাম্পের প্রকাশিত সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায়, সন্দেহভাজন ব্যক্তি দ্রুত একটি নিরাপত্তা চেকপয়েন্ট

দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন এবং নিরাপত্তারক্ষীরা অস্ত্র বের করার আগেই তাদের অপ্রস্তুত করে ফেলেন। তাকে আটক করার আগে তিনি দুটি চেকপয়েন্ট পার হয়ে গেলেও বন্দুকধা-রীর দিকে কোনো গুলি ছোড়া হয়নি। ট্রাম্প বলেন, সে ৫০ গজ দূর থেকে দৌড়ে আসছিল, অর্থাৎ রুম থেকে বেশ দূরেই ছিল সে। সে খুব দ্রুত ছুটছিল। ট্রাম্পের ধারণা, হামলাকারী একাই এই কাজ করেছে। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, নিরাপত্তাকর্মীরা ট্রাম্পকে দ্রুত সরিয়ে নিচ্ছেন; একপর্যায়ে তিনি সামান্য হোঁচট খেয়ে নিচু হয়ে যান, পরে আবার উঠে দাঁড়িয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যান। ট্রাম্প দৃঢ় অবস্থান নিয়ে বলেন, এ হামলার কারণে অনুষ্ঠান বাতিল করা হবে না; বরং ৩০ দিনের মধ্যেই এটি পুনরায় আয়োজন করা হবে।

ওয়াশিংটনের অন্তর্বর্তীকালীন পুলিশপ্রধান জেফরি ক্যারল জানান, সন্দেহভাজনের কাছে একটি শটগান, একটি হ্যান্ডগান ও একাধিক ছুরি ছিল। প্রথমে তাকে স্থানীয় একটি হাস-পাতালে নেওয়া হয়েছে, তবে হামলার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এখনই কিছু বলা যাচ্ছে না বলে জানান ক্যারল। তিনি আরও জানান, প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে ধারণা করা হচ্ছে, ওই ব্যক্তি হোটেলেরই একজন অতিথি ছিলেন। এর আগে ১৯৮১ সালে এই ওয়াশি-ংটন হিলটন হোটেলের বাইরেই তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানকে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল।

হামলাকারী 'সেরা শিক্ষক' ছিলেন : পেশ-াজীবীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম লিংকডইনের তথ্যসহ বিভিন্ন নথিপত্র যাচাই করে সিএনএন জানতে পেরেছে, কোল টমাস অ্যালেন ক্যালিফোর্নিয়ার দক্ষিণাঞ্চলের বাসিন্দা। তিনি একজন শিক্ষক ও ভিডিও গেম ডেভেলপার হিসাবে কাজ করেন। ৩১ বছর বয়সি অ্যালেন লস অ্যাঞ্জেলেসের টরেন্স শহরে বসবাস করেন। তার নাম ও ছবির সঙ্গে লিংকডইনের একটি প্রোফাইলের মিল পাওয়া গেছে। লিংকডইনের ওই প্রোফাইলে তাকে টিউটরিং কোম্পানি সি টু এডুকেশনের খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কোম্পানির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট অনুযায়ী, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে সি টু এডুকেশন তাকে 'মাসের সেরা শিক্ষক' হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। প্রোফাইল অনুযায়ী, অ্যালেন ২০১৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জি-নয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। গত বছর ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটি, ডমিনগুয়েজ হিলস থেকে কম্পিউটার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর করেছেন। হুইলচেয়ারের জন্য একটি প্রোটোটাইপ ইমার্জেন্সি ব্রেক তৈরি করার কারণে ২০১৭ সালে কোল টমাস অ্যালেন স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হয়েছিলেন। সেসময় তিনি ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির শিক্ষার্থী ছিলেন। এছাড়া কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, অ্যালেন ২০২৪ সালের অক্টোবরে তৎকালীন ডেমোক্রেটিক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের নির্বাচনি প্রচারণায় ২৫ ডলার অনুদান দিয়েছিলেন। অ্যালেন তার লিংকডইন প্রোফাইলে নিজেকে ভিডিও গেম ডেভেলপার হিসাবে উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেখা যায়, তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে বোরডাম নামে একটি ভিডিও গেম তৈরি করেছেন, যা অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্ম স্ট্রিমে ১ দশমিক ৯৯ ডলারে বিক্রি করা হয়।

নৈশভোজে গুলি করা কে এই হামলাকারী অ্যালেন? : যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসির ওয়াশিংটন হিলটন নামে হোটেলে স্থানীয় সময় শনিবার রাতে নৈশভোজের সময় অতর্কিত গুলিবর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। এ সময় দ্রুত সেখান থেকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প ও ফার্স্টলেডি মেলেনিয়া ট্রাম্পকে। মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে, সাত থেকে আটটি গুলির শব্দ শোনার পর প্রেসিডেন্ট, ফার্স্টলেডি এবং অন্য অতিথিদের নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়। প্রচণ্ড গুলির শব্দের সময় সিক্রেট সার্ভিসের কর্মকর্তারা চিৎকার করে সবাইকে টেবিলের নিচে আশ্রয় নিতে বলেন। সেই সময় আমন্ত্রিত অতিথিদের কেউ মেঝেতে লুটিয়ে পড়েন, কেউ আবার আশ্রয় নেন টেবিলের নিচে। বিবিসি জানিয়েছে, অনুষ্ঠানে দফায় দফায় গুলির শব্দ পাওয়ার পর সেখান থেকে ট্রাম্পের পাশাপাশি এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেলসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদেরও সরিয়ে নেয়া হয়। নৈশভোজের ওই অনুষ্ঠানে প্রায় ২ হাজার ৬০০ অতিথি ছিলেন। ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র জানান, হামলায় গুলিবিদ্ধ এজেন্টকে হাসপাতালে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছে। এফবিআইয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওয়াশিংটন ডিসির ওয়াশি-ংটন হিলটনে গুলির ঘটনার পর এফবিআই ওয়াশিংটন ফিল্ড অফিসের ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রেসপন্স স্কোয়াড দ্রুতই ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ইতিমধ্যে এই হামলার ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে ক্যালিফোর্নিয়ার ৩১ বছর বয়সী কোল টমাস অ্যালেনকে শনাক্ত করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তাকে বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রাখা হয়েছে। অ্যালেন ক্যালিফোর্নিয়ার টরেন্সের বাসিন্দা বলে জানা গেছে। মার্কিন গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, অ্যালেন স্নাতক শেষ করার পর শিক্ষকতা করছিলেন।

সিবিএস নিউজ বলছে, অ্যালেন নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি থেকে স্নাতক শেষ করার পর টরেন্সে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এ ছাড়া তিনি ভিডিও গেম ডেভেলপার হিসেবে কাজ করতেন।অ্যালেনের একটি লিংকডইন প্রোফাইলের বরাতে সিএনএন জানিয়েছে, তিনি টেস্ট প্রিপারেশন ও টিউটরিং প্রতিষ্ঠান সি-২ এডুকেশনে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত পোস্টে দেখা যায়, ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে অ্যালেনকে 'টিচার অব দ্য মান্থ' নির্বাচিত করা হয়েছিল। পুলিশ ধারণা করছে, হামলাটি এককভাবে পরিচালিত হয়েছে। তবে এই হামলার পেছনের উদ্দেশ্য এখনো অস্পষ্ট। তদন্তকারীরা ক্যালিফোর্নিয়ায় সন্দেহভাজনের বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছেন এবং ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ অব্যাহত রয়েছেন। গুলির এই ঘটনার পর অ্যালেন এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে সোমবার আদালতে অভিযোগ আনা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগে ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণার সময় ট্রাম্পের ওপর দু'টি হত্যাচেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। তবে ট্রাম্পের ওপর এই নতুন হামলা দেশটিতে নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা ও ঝুঁকিপূর্ণ জীবন

(প্রথম পাতার পর)

জীবন যেমন বিচিত্র এবং রহস্যঘেরা, তেমনি অত্যন্ত ঝঁকিপূর্ণ। আততায়ীর অদৃশ্য ছায়া প্রতিনিয়ত অনুসরণ করে তাকে। দেশটির আড়াই শতাব্দীর ইতিহাসে ৪৭জন প্রেসিডেন্ট আমেরিকাশাসন করেন। যাদের অনেকেই ছিলেন যশ-খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। আবার অনেক প্রেসিডেন্ট শিকার হন জনরোষের। আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীন রাজনীতি, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও বর্ণ বৈষম্যের কারণে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধও মোকাবিলা করতে হয়েছে কয়েকজন প্রেসিডেন্টকে। আলোচনা-সমালোচনা, সুনাম-দুর্নাম সবকিছুর সম্মিলনেই প্রবাহিত হয়েছে প্রেসিডেন্টদের জীবনধারা। নিরাপত্তার কারণে তাদের স্বাভাবিক জীবন চলার পরিধি সীমিত। তারপরও প্রায়শই অনেক বড় হয়ে দেখা দেয় তাদের জীবনের ঝুঁকি। যুক্তরাষ্ট্রে আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাতে হয় চারজন প্রেসিডেন্টকে। বিভিন্ন সময় হত্যাচেষ্টায় আহত হন বেশ ক'জন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ওপর হামলা

সম্প্রতি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নিরাপত্তা জনিত কিছু ঘটনার মধ্য দিয়ে পুনরায় আলোচনায় এসেছে তার জীবনের ঝুঁকিপূর্ণ দিক এবং সিক্রেট সার্ভিসের কঠোর নিরাপত্তা তৎপরতার। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ওপর হামলা হয়েছে বেশ কয়েকবার। তবে প্রতিবারই বেঁচে গিয়েছেন তিনি। আমেরিকাররাজধানীতেওয়াশিংটন হিল্টন হোটেলে গত ২৫ এপ্রিল রাতে হোয়াইট হাউসের সাংবাদিকদের সঙ্গে নৈশভোজ ছিল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের। এ সময় এক বন্দুকধারী হোটেলটিতে ঢুকে গুলি ছোড়ে। ঘটনার পর প্রেসিডেন্টকে ঘিরে ফেলে তার নিরাপত্তা বাহিনী। দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হয় ফার্স্ট লেডি মেলেনিয়া ও প্রেসিডেন্টকে। বন্দুকধারী জোর করে চেকপয়েন্ট পার হওয়ার চেষ্টা করে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের লক্ষ্য করে হামলা করতে চেয়েছিলেন কোল টমাস অ্যালেন। আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আটক করেছে অ্যালেনকে। তার কাছ থেকে পাওয়া গেছে একটি শটগান, হ্যান্ডগান এবং একাধিক ছুরি।

ট্রাম্পের ওপর হামলার ঘটনা ঘটে আসছে ২০১৬ সাল থেকেই। সেবছর লাস ভেগাসে এক ব্রিটিশ নাগরিক ট্রাম্পের সমাবেশে পুলিশ কর্মকর্তার বন্দুক ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। ২০২৪ সালের জুলাই মাসে নির্বাচনি প্রচারের সময় হত্যাচেষ্টার মুখে পড়েছিলেন ট্রাম্প। পেনসিলভেনিয়ার বাটলারে নির্বাচনি সমাবেশে ট্রাম্পকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় এক আততায়ী। ট্রাম্পের কান ছুঁয়ে বেরিয়ে যায় সেই গুলি। রক্তাক্ত হন তিনি। একই বছর ফ্লোরিডার ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল গলফ ক্লাবে রাইফেলসহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে সিক্রেট সার্ভিস। নর্থ ডাকোটায় ২০১৭ সালে ট্রাম্পের গাড়িবহরে হামলার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয় এক আততায়ী। এছাড়া এক ফরাসি-কানাডীয় দ্বৈত নাগরিক ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে, মারাত্মক রাইসিন বিষযুক্ত একটি চিঠি পাঠান ট্রাম্পকে।

প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা ব্যবস্থা

বিশ্বের সবচেয়ে সুরক্ষিত ব্যক্তিদের একজন আমেরিকারপ্রেসিডেন্ট। যার নিরাপত্তায় মূল দায়িত্ব পালন করে ইউনাইটেড স্টেটস সিক্রেট সার্ভিস। এই নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিচ্ছিদ্র, অত্যাধুনিক এবং প্রযুক্তিনির্ভর। প্রতিটি মুহূর্তের সম্ভাব্য ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে তারা গ্রহণ করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। তারা প্রেসিডেন্টের সাথে থাকে ২৪ ঘণ্টা এবং নিশ্চিত করে তার পরিবার, অফিস, ক্যাম্প ডেভিড ও হোয়াইট হাউসের কড়া নিরাপত্তা। গাড়িতে বা উড়োজাহাজে যাতায়াতকালে প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা থাকে কয়েক স্তরে। কোন বিপদ হলে প্রেসিডেন্টকে সাথে সাথে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেয় সিক্রেট সার্ভিসের বিশেষ ক্যাট টিম। এজন্য তিনি যেখানেই যান আগে থেকেই সেখানে নির্ধারিত থাকে একটি সুরক্ষিত গোপন কক্ষ। এছাড়া ১৯৬৫ সালের আইন অনুযায়ী আজীবন সিক্রেট সার্ভিসের সুরক্ষা পেয়ে থাকেন একজন প্রাক্তনপ্রেসিডেন্ট এবং তার পরিবার।

প্রেসিডেন্ট- যারা হত্যা ও হামলার শিকার

আমেরিকারচারজন প্রেসিডেন্ট বিভিন্ন সময়ে শিকার হয়েছেন হত্যার। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথম গুপ্তহত্যার শিকার হওয়া প্রেসিডেন্ট ছিলেন আব্রাহম লিঙ্কন। ১৮৬৫ সালে ওয়াশিংটন ডিসির ফোর্ডস থিয়েটারে মাথার পেছন থেকে গুলি করা হয় তাকে। প্রেসিডেন্ট জেমস গারফিল্ড ১৮৮১ সালে ওয়াশিংটন ডিসির একটি ট্রেন স্টেশনে গুলিবিদ্ধ হন আততায়ীর হাতে। আঘাতের একমাস পর নিউজার্সিতে মারা যান গারফিল্ড। নিউইয়র্কের বাফেলোতে ১৯০১ সালের সেপ্টেম্বরে আততায়ীর হাতে নিহত হন প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম ম্যাককিনলে। লিওন সিজলগোস নামের এক নৈরাজ্যবাদী হত্যা করেন তাকে।প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনডি নিহত হন ১৯৬৩ সালের নভেম্বরে ডালাসে। স্নাইপারের গুলিতে লি হার্ভে অসওয়াল্ড নামের এক ব্যক্তি হত্যা করেন কেনেডিকে। অপরদিকে ১৯৮১ সালে রোনাল্ড রেগান, জেরাল্ড ফোর্ড ১৯৭৫ সালে এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০২৪ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় হত্যাচেষ্টা থেকে বেঁচে ফিরেন। এছাড়া থিওডোর রুজভেল্ট, ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট, জর্জ ডব্লিউ বুশ, বারাক ওবামার ওপর হামলা হয়েছে। বিশ্ব ইতিহাস এবং তথ্যানুসারে ১৮৭৫ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ছাড়াও স্পেন এবং ডোমেনিকান রিপাবলিক শীর্ষে রয়েছে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান নিহতের তালিকায়। যাতে দেশ তিনটিতে এই সময় সর্বোচ্চ পর্যায়ের তিনজন করে নেতা নিহত হন।

হোয়াইট হাউসে প্রেসিডেন্টদের বন্দি জীবন

আমেরিকারপ্রেসিডেন্ট নিরাপত্তা জনিত কারণে হোয়াইট হাউসে অনেকটাই বন্দি জীবন যাপন করেন, চরম সীমাবদ্ধতার মধ্যে। স্থায়ীভাবে বিশেষ নিরাপত্তা বাহিনী সবসময় কড়া নজরদারিতে রাখে তাকে। রাজনৈতিক বি-ভাজন এবং চরমপন্থার কারণে তবুও সবসময়ই ঝুঁকি থাকে তার জীবনের। ফলে কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হয় তাকে। অনেক কিছু করতে পারেন না তিনি। দায়িত্বে থাকাকালীন গাড়ি চালানোর সুযোগ নেই প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্টের। অবসরের পরও অনেক ক্ষেত্রে গাড়ি চালাতে পারেন না খোলা রাস্তায়। লিন্ডন বি. জনসন ছিলেন শেষ প্রেসিডেন্ট যিনি নিজেই গাড়ি চালিয়েছেন। তবে প্রেসিডেন্ট সাইকেল চালানো বা হাঁটার সুযোগ পান ক্যাম্প ডেভিডের মতো সুরক্ষিত এলাকায়। প্রেসিডেন্ট নিরাপত্তার জন্য ব্যবহার করতে পারেন না বাজার থেকে কেনা সাধারণ ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা স্মার্টফোন। বারাক ওবামা অনেক লড়াই করেছিলেন তার প্রিয় ব্ল্যাকবেরি ব্যবহারের জন্য। পরে বিশেষভাবে সুরক্ষিত করে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয় তাকে। প্রেসিডেন্ট চাইলেই তার সন্তানদের স্কুল বা অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারেন না। অনেক প্রেসিডেন্টের সন্তান এ কারণেই পড়াশোনা করেছে হায়াইট হাউসের ভেতরেই।

প্রেসিডেন্ট তার ব্যক্তিগত সামাজিক মাধ্যমের অ্যাকাউন্ট থেকে কাউকে ব্লক করতে পারেন না। বাইরের আক্রমণ ঠেকাতে হোয়াইট হাউসের জানালা সিল করা থাকে সবসময়। প্রেসিডেন্ট চাইলেই খুলতে পারেন না হায়াইট হাউস বা তার গাড়ির জানালা। প্রেসিডেন্টর জন্য 'এয়ার ফোর্স ওয়ান'-এর মতো বিলাসবহুল বিমানের ব্যবস্থা থাকে। এর বাইরে তার কোনো সুযোগ নেই সাধারণ মানুষের মতো লাইনে দাঁড়িয়ে বিমানে ওঠার। 'প্রেসিডেন্সিয়াল রেকর্ডস অ্যাক্ট' অনুযায়ী, তার প্রতিটি ইমেইল এবং দাপ্তরিক কাগজ সংরক্ষণ করা বাধ্যতামূলক। প্রেসিডেন্ট চাইলে তার নিজের অফিস পরিষ্কার করতে পারেন না। প্রেসিডেন্ট কখনোই অস্বীকার করতে পারেন না সিক্রেট সার্ভিসের সুরক্ষা নিতে।

প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও যোগ্যতা

সংবিধান অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট প্রার্থীকে অবশ্যই জন্মসূত্রে আমেরিকার নাগরিক এবং প্রমাণ থাকতে হবে কমপক্ষে ১৪ বছর আমেরিকায় বসবাসের। বয়স হতে হবে কমপক্ষে ৩৫ বছর। প্রেসিডেন্ট চার বছরের জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকেন ইলেক্টোরাল কলেজ পদ্ধতিতে। সরকারের প্রধান নির্বাহী হলেনপ্রেসিডেন্ট। দেশের প্রধান ডিপ্লোম্যাট এবং পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারক, বৈদেশিক চুক্তির মধ্যস্থতাকারীও তিনি। প্রেসিডেন্ট কংগ্রেসের অনুমোদন সাপেক্ষে বিদেশে রাষ্ট্রদূত নিয়োগের অধিকারী এবং আর্মী, নেভী, এয়ারফোর্স ও মেরীনের প্রধান-কমান্ডার ইন চীফ। প্রেসিডেন্টের বার্ষিক বেতন ৪ লক্ষ ডলার ও অতিরিক্ত ভাতা ৬০ হাজার ডলার। এছাড়া ভ্রমণ ও আপায়্যান ভাতা ১ লক্ষ ডলার পেয়ে থাকেন।

হোয়াইট হাউস হচ্ছে প্রেসিডেন্টের সরকারী বাসভবন। ওয়াশিংটন ডিসি'র পটোম্যাক নদীর ১০ বর্গ মাইলের মধ্যে অবস্থিত এই ভবনে ১৮০০ সালে আমেরিকার দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডমস এবং তার স্ত্রী অ্যাবিগেল অ্যাডমস প্রথম বসবাস শুরু করেন।হোয়াইট হাউজের পশ্চিমাংশে ডিম্বাকৃতির কক্ষটি হচ্ছে ওভাল অফিস। ১৯০৯ সালে প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম হাওয়ার্ডের সময় থেকে ওভাল অফিস প্রেসিডেন্টের প্রধান সরকারী দপ্তর হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রায় শতাধিক বিভাগে সামরিক ও বেসামরিক মিলে প্রায় ৩০ লক্ষ কর্মকর্তা প্রেসিডেন্টের অধীনে কর্মরত।আমেরিকার২৪৯ বছরের ইতিহাসে ৬০টি নির্বাচনে ৪৭ জন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন এবং শেষ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এদের মধ্যে ২০ জন প্রেসিডেন্ট পুনঃনির্বাচিত হন। ডেমোক্রেটিক পার্টি ১৮২৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর এ পর্যন্ত ১৫ জন প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্র শাসন করেন। দেশটির ৭ম প্রেসিডেন্ট এন্ড্রু জ্যাকসন ছিলেন প্রথম এবং ৪৪তম প্রেসিডেন্ট ছিলেন বারাক ওবামা। রিপাবলিকান পার্টির প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৫৪ সাল। দলটির মোট ১৯ জন প্রেসিডেন্টের নিয়ন্ত্রণে ছিলো হোয়াইট হাউজ। যুক্তরাষ্ট্রের ১৬তম প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন ১৮৬১ সালে রিপাবলিকারন পার্টি থেকে প্রথমবারের মতো নির্বাচিত হন। দলটির ১৯তম প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে সমর্থন করেন ৩৪ শতাংশ মার্কিন : রয়টার্স/ইপসোসের জরিপ

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা তাঁর বর্তমান মেয়াদের মধ্যে সর্বনিম্ন পর্যায়ে নেমে এসেছে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি এবং ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে মার্কিন নাগরিকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। রয়টার্স/ইপসোস পরিচালিত নতুন এক জনমত জরিপে এমন চিত্র দেখা গেছে। চার দিন ধরে পরিচালিত এই জরিপ গত সোমবার শেষ হয়। এতে দেখা যায়, বর্তমানে মাত্র ৩৪ শতাংশ মার্কিন নাগরিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পকে সমর্থন করেন। এর আগে ১৫ থেকে ২০ এপ্রিল পর্যন্ত রয়টার্স/ইপসোসুএর আরেকটি জরিপে এ হার ছিল ৩৬ শতাংশ। জরিপে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তর নেওয়া হয়েছিল গত শনিবার রাতে ওয়াশিংটনের নৈশভোজে গুলির ঘটনার আগেই। শনিবার ওয়াশিংটনের হিলটন হোটেলে হোয়াইট হাউস করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের নৈশভোজ চলার সময় এক বন্দুকধারী গুলি ছোড়েন। পরে তাঁকে সেখান থেকে আটক করা হয়। ওই অনুষ্ঠানে ট্রাম্পও উপস্থিত ছিলেন। ঘটনাটির কারণে জনমতে পরিবর্তন আসবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

ফেডারেল কৌঁসুলিরা অভিযুক্ত বন্দুকধারীর বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টকে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ এনেছেন। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে দায়িত্ব নেওয়ার সময় ট্রাম্পের প্রতি জনসমর্থন ছিল ৪৭ শতাংশ। তবে এর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে কমেছে। বিশেষ করে গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে আগ্রাসন শুরুর পর জ্বালানির দাম বেড়ে গেলে তাঁর জনপ্রিয়তায় বড় ধাক্কা লাগে। সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী, জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্পের ভূমিকাকে মাত্র ২২ শতাংশ মানুষ সমর্থন করেছেন। আগের রয়টার্স/ইপসোস জরিপে এ হার ছিল ২৫ শতাংশ।

যুক্তরাষ্ট্রে জ্বালানির দাম ৪০ শতাংশের বেশি বেড়ে প্রতি গ্যালন প্রায় ৪ দশমিক ১৮ ডলারে পৌঁছেছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল আকস্মিকভাবে ইরানে হামলা চালানোর পর তেহরানের পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির এ ঘটনা সাধারণ পরিবারগুলোর ওপর বড় ধরনের চাপ তৈরি করছে। ট্রাম্পের রিপাবলিকান দলের ভেতরেও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। তাদের আশঙ্কা, আসন্ন নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনে তারা কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণ হারাতে পারে। জরিপ অনুযায়ী, রিপাবলিকানদের মধ্যে এখনো বড় একটি অংশপ্রায় ৭৮ শতাংশ ট্রাম্পকে সমর্থন করেন। তবে একই দলের ৪১ শতাংশ জীবনযাত্রার ব্যয় নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্পের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। মধ্যবর্তী নির্বাচনে স্বতন্ত্র ভোটাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে মনে করা হয়। জরিপে স্বতন্ত্র ভোটাররা ডেমোক্র্যাটদের ১৪ পয়েন্টে এগিয়ে রেখেছেন। ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন জানিয়েছেন ৩৪ শতাংশ, আর রিপাবলিকানদের সমর্থন জানিয়েছে ২০ শতাংশ স্বতন্ত্র ভোটার। প্রতি চারজনের একজন বলেছেন, তাঁরা এখনো সিদ্ধান্ত নেননি। ট্রাম্প ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নিত্যপণ্যের দাম কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে জয়ী হয়েছিলেন। কিন্তু এখন অর্থনীতিসংক্রান্ত ভূমিকার ক্ষেত্রে তাঁর জনপ্রিয়তা মাত্র ২৭ শতাংশ, যা তাঁর ২০১৭২০২১ মেয়াদের যেকোনো সময়ের চেয়ে কম।ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদে তাঁর জনপ্রিয়তা দীর্ঘ সময় ধরে প্রায় ৪০ শতাংশের আশপাশে ছিল। নতুন জরিপের ফলাফল সে সময়ের সবচেয়ে নিচের পর্যায় (৩৩ শতাংশ)-এর তুলনায় কিছুটা বেশি হলেও এটি এখনো আগের তুলনায় দুর্বল অবস্থাতেই আছে। সাম্প্রতিক রয়টার্স/ইপসোস জরিপটি যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে অনলাইনে পরিচালিত হয়। এতে মোট ১ হাজার ২৬৯ জন প্রাপ্তবয়স্ক মার্কিন নাগরিক অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে ১ হাজার ১৪ জন নিবন্ধিত ভোটার ছিলেন।

যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশিদের ২৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি সম্পদ জব্দ করা হয়েছে

ঢাকা : যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি নাগরিকদের ২৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের বেশি সম্পদ জব্দ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক। তিনি জানান, ২০২৫ সালের জুন থেকে এখন পর্যন্ত এই সম্পদ জব্দ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (২৮ এপ্রিল) জাতীয় প্রেসক্লাবে ডিপ্লোম্যাটিক করেসপনডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ (ডিক্যাব) আয়োজিত 'ডিক্যাব টক' অনুষ্ঠানে তিনি এ তথ্য জানান। সারাহ কুক বলেন, আইনের শাসন ও আন্তর্জাতিক আর্থিক ব্যবস্থার স্বচ্ছতা রক্ষায় যুক্তরাজ্য কঠোর অবস্থানে রয়েছে। সে কারণেই প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'আমরা এ বিষয়ে আরও কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার বিষয়ে মন্তব্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রমাণের ভিত্তিতে আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, যা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। ব্রিটিশ হাইকমিশনার জানান, অর্থনৈতিক সুশাসন জোরদারে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে যুক্তরাজ্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গত দেড় থেকে দুই বছর ধরে এ বিষয়ে দুই দেশ ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন, আগামী জুনে লন্ডনে অবৈধ অর্থায়ন বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে বিভিন্ন দেশের সরকার, নাগরিক সমাজ ও বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিরা অংশ নেবেন। সম্মেলনের লক্ষ্য হলো অবৈধ অর্থপ্রবাহ রোধে বৈশ্বিক সহযোগিতা বাড়ানো এবং পাচারকৃত অর্থ উদ্ধারে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ। সারাহ কুক আশা প্রকাশ করেন, এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনে বাংলাদেশও প্রতিনিধিত্ব করবে। তিনি জানান, বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে ডিক্যাব সভাপতি এ কে এম মঈনুদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক ইমরুল কায়েস বক্তব্য দেন।

হাইকমিশনার মুনা ও তার স্বামীর নথি চেয়েছে দুদক

ঢাকা : প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে পাচারের অভিযোগে সাবেক হাইকমিশনার সাঈদা মুনা তাসনিম ও তার স্বামীর নথিপত্র পেতে বিভিন্ন দফতরে চিঠি দিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। সোমবার (২৭ এপ্রিল) দুদকের উপ-পরিচালক আকতারুল ইসলাম সাংবাদিকদের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। আওয়ামী লীগ শাসনামলে ২০১৮ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের হাইকমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সাঈদা মুনা তাসনিম।

তার বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের অভিযোগে গেল বছরের জুনে অনুসন্ধানে নামে দুদক। অভিযোগে বলা হয়, তার স্বামী জেনারেশন নেক্সট ফ্যাশন লিমিটেডের চেয়ারম্যান তৌহিদুল ইসলাম চৌধুরীর সঙ্গে মিলেমিশে ১২টি বাণিজ্যিক কোম্পানি এবং নামসর্বস্ব ভুয়া কোম্পানির নামে বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে আনুমানিক দুই হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে বিদেশে পাচার করেন। এসব নথিপত্র পেতে এনবিআর, বিএফআইইউসহ বিভিন্ন দফতরে চিঠি দিয়েছে দুদক। তলব করা হলেও হাজির হননি তারা। এদিকে, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের সাবেক প্রশাসক মোহাম্মদ এজাজের বিরুদ্ধে গাবতলী হাট ইজারা, ই-রিকশা প্রকল্পসহ বিভিন্ন দুর্নীতির নথিপত্র সংগ্রহ শেষে যাচাই-বাছাই করছে সংস্থাটি। এরইমধ্যে উত্তরের সাবেক প্রশাসককে দুদকের আবেদনে দেশত্যাগেও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ WEEKLY BANGLADESH

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

বাসা ভাড়া

বাড়ি ভাড়া

জ্যামাইকা ১৬৯ স্ট্রিটে লিবার্টি অ্যাভিনিউ সংলগ্ন খোলামেলা পরিবেশে ব্র্যান্ডনিউ বাড়ির দোতলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, ১১০০ বর্গফুট, ড্রয়িং-ডাইনিং-কিচেন, স্ট্রিট পার্কিং, ভাড়া: ৩,০০০ ডলার + গ্যাস ও বিদ্যুৎ বিল। ব্যাকগ্রাউন্ড + থ্রি টাইমস ইনকাম। কেবলমাত্র সিঙ্গেল ফ্যামিলির জন্য। ওযাগাযোগ: ৩৪৭-৬১৭-৭০৬৬, ৬৪৬-৩৬৮-৮৪৭২ বি-৪৭-৪৯

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকার ১০৭-২০ এভিনিউ, ওয়াল্টহ্যাম স্ট্রিটে ২ বেড, লিভিং-ডাইনিং-কিচেন-বাথরুম ও ব্যাকইয়ার্ডসহ ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ৫১৬-৮০০-৩৫৯৯
বি-৪৭-৪৯

অ্যাটিক ভাড়া হবে

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের পাশে ১৬৮ স্ট্রিটে অ্যাটিকে একটি স্টুডিয়ো রুম পৃথক কিচেন, পৃথক বাথরুমসহ একজন অথবা দু'জন কর্মজীবী মহিলার কাছে ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-৫৭১-৭০০২ বি-৪৭-৪৯

বেসমেন্ট ভাড়া

বেলরুজ-এ ২৪৪ স্ট্রিটে নতুন Eat in kitchen, Bathroom সহ এক বেডরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। এক ব্লকের মধ্যে হিলসাইড এভিনিউ এবং গ্রোসারি ও শপিং এর সুবিধা। যোগাযোগ : **646-725-3634**

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা এভিনিউ, ১১৭ স্ট্রিট, রিচমন্ডহিল, 'J', 'E' ও 'F' ট্রেন স্টেশ এবং Q10 বাসস্টপের কাছে তৃতীয় তলায় ২ বেড, কিচেন, বাথসহ একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: 347-255-4846, 347-259-2954। বি-৪৪

বাড়ি ভাড়া

200-03 109th Avenue, Saint Albans, NY 11412. ,এটিক ১ বেড রুম, ১ লিভিং রুম, বাথ ও কিচেন, সেমি-বেসমেন্ট ২ বেড রুম ১ বাথ ও কিচেন। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। সম্পূর্ণ নতুন এবং খালি। যোগাযোগ ঃ ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫৩ ও ৬৪৬-৩১৮-৯৮৬৪-পার্কিং পাওয়া যায়। অতি নিকটে সুপার মার্কেট, ফার্মেসী, রেষ্টুরেন্ট, কাছেই দুটি মসজিদ। সোলার সিস্টেম আছে । বি-৪৩-৪৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকা ১০৪-৩০ ১৬৪ স্ট্রিট, ইয়র্ক কলেজের পাশে ৩ বেডরুম ২ বাথরুম, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং ও ফ্যামিলি পার্টির জন্য ব্যাকইয়ার্ডে প্রশস্ত স্থান ও সামারে সব্জি চাষের সুবিধা রয়েছে। ভাড়া: ২৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৬৮৪-৬৮৭৫, ৩৪৭-৩৬২-৮৪৬২ এবং ৩৪৭-৫৩৬-৬৫৭২ বি-৪৩-৪৪

সেমিবেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকায় ২০৫ স্ট্রীট কিউ-৭৭ এবং কিউ-৮৩ স্টপের সন্নিকটে একটি সম্পূর্ণ রিনেভেটেড এক বেডরুম সেমিবেসমেন্ট আলাদা প্রবেশপথসহ আগামী মাস থেকে ভাড়া হবে। কল অথবা টেক্সট : **917-514- 0907.**বি-৪৩-৪৪

বেসমেন্ট অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণ রেনোভেটেড বেসমেন্টে এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। মাসিক ভাড়া ১৫৫০ ডলার। যোগাযোগ : 917,686-2870. বি-৪২-৪৪

Apartment for Rent

One bedroom Basement apartment rent nice and clean fully renovation ,Queens Village rent, $1550. Contact number, 917,686-2870.

House for rent

Renovated Duplex Two Bedroom, One Living Room, One Kitchen, One Bathroom House For Rent At 174 Street AND 106 Avenue in Jamaica, Close to BUS, PARK, SCHOOL, MOSQUE, ETC, Details **Call-929 350 9509**

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

কুইন্স ভিলেজে সুন্দর ও সুবিধাজনক লোকেশনে বড় অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া দেওয়া হবে। দ্বিতীয় তলায় ৪ বেডরুম, ১টি ফুল ও ১টি হাফ বাথরুম, প্রশস্ত লিভিং রুম, ডাইনিং ও কিচেন রয়েছে। বাসস্টপের খুব কাছে। পরিবার নিয়ে থাকার জন্য উপযুক্ত। যোগাযোগ: 917-686-2870 বি-৪১-৪৩

Health Career Training & Licensing

EKG- Phlebotomy-Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office), NYSCEINc@GMAIL.COM

বাসার কাজের জন্য মহিলা আব্যশক

বাসায় রান্নাসহ অন্যান্য কাজে সহায়তা করার জন্য
একজন মহিলা কর্মী আবশ্যক।
যোগাযোগ: **347-536-6572 I 347-362-8462**
বি-৪৩-৪৪

PLOT FOR SALE IN DHAKA

ঢাকা শহরের কেন্দ্রস্থলে কমলাপুর রেল ও মেট্রো স্টেশনের নিকটে বাসাবো-কদমতলা-রাজারবাগ মেইন রোডের পাশে ১৯৬৯ সালে খরিদকৃত অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং, কমিউনিটি সেন্টার, মেডিকেল ক্লিনিক ও শপিং সেন্টার নির্মাণের উপযোগী দেওয়াল ঘেরা সাড়ে ৮ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ: মোহাম্মদ খান।
ফোন: ৯১৭-৩৬৫-১৪০১ বি-৩৮-৪০

রুম ভাড়া

রুম ভাড়া

উডসাইড (৪৮-৩৫, ৪৬ ষ্ট্রিট) ফ্যামিলির সাথে থাকার জন্য একটি রুম ভাড়া হবে। মহিলা অথবা ছাত্রী হতে হবে। ৭ ট্রেন স্টেশনের পাশে। ফোন: 347-536-6169, 347-653-6415
বি-৪৪

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার, মান্নান গ্রোসারি এবং 'এফ' ট্রেন স্টেশনের কাছে ২য় তলায় একটি রুম ভাড়া দেওয়া হবে। স্বামী-স্ত্রী অথবা কর্মজীবী মহিলাদের অগ্রাধিকার। যোগাযোগ: 347-255-4846, 347-259-2954
বি-৪৪

রুমমেট আবশ্যক

NY Queens এর Far Rockaway ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টে একজন রুমমেট প্রয়োজন। খুবই নিরিবিলি পরিবেশ পার্কিং এর কোন সমস্যা নেই এবং A Train বাসার কাছে। | 1-917-545-9877 text করুন। বি-৪৫-৪৭

Building For Sale

১০৮-৫৫ সাটফিন বুলেভার্ডে ২ ফ্যামিলি স্টোরফ্রন্ট, ৩টি ইউনিট বিক্রয় হবে। মূল্য: $985,000

108-55 Sutphin Blvd, 2 Family, Storefront, 3 Units, Asking Price: $985K

Contact- Phone: **718-298-5885**
Email: lewislionel@aol.com বি-৪৪-৪৮

Full-time Radiologic Technologist & Technician needed

"APOLLO IMAGING MGMT in Elmhurst, NY 11373 needed full-time Radiologic Technologist & Technician: $72,571 annual salary ($34.89 p/h). Duties include MRI & X-ray equipment operation, Imaging Protocol management, Quality Control Assurance, Radiology procedures, Interdisciplinary collaboration, patient assessment, ability to communicate with the engineers and tech support regarding Radiology machines and Equipment etc. Required associate degree

in Radiologic Technology. Call **917-207-6822 or Email at apollo1102@yahoo.com.**

লোক আবশ্যক

এস্টোরিয়ায় একটি পোলট্রিতে হালাল জবাই কাজের জন্য ২৫ থেকে ৪০ বছর বয়সের একজন লোক জরুরিভিত্তিতে আবশ্যক। আকর্ষণীয় বেতন দেয়া হবে। বৈধভাবে কাজের অনুমতি থাকতে হবে। যোগাযোগ : **347-754-8548, 347-741-2802, 347-451-9552, 718-729-1445**

House for Rent

1. 3 bed 1 bath living, dining behind York College, $2600,
2. Basement 2 bed 1bath, 169th St & Mefield Rd,
3. 3 bed 2 bath 164th & 107th Ave,
4. Woodside 3 bed 1.5 bath, living dining, 65 St Subway Satation,
5. 2 bed 1 bath living, 105-51 Remington St,
6. 3 bed 2 bath dining 168 St & JMC,
7. 2 bed 1 bath living, dining 206th St & Hillside Ave,
8. 3 bed 2 bath living, dining Parsons Blvd & 85th Ave,
9. 3 bed 1 bath living, 2nd flr
10. 3 bed 1 bath living, dining 158 St & 115 Ave,
11. Briarwood 1 bed 1 bath living, dining, 3rd flr, $2200
12. 3 bed 1 bath living, dining $3500 including
    3 bed 1 bath living, dining $3400 including
13. 3 bed 1 bath living, dining, Sutphin Blvd & 108 Ave
14. 3 bed 1 bath living, 177th St & 93rd Ave, 1st flr
15. 3 bed 1 bath Bachelor or Students, F train Parsons
16. 4 bed 1 bath Balcony, living dining, 139th St 87th Ave
17. 2 bed 1 bath A Train to Grand Ave, tenant pay utility
18. 2 bed 1 bath living, dining, big apartment, 193-01 Linden Blvd
19. Apartments: 2 bed 1 bath 1st flr
    3 bed 2 bath 2nd flr
    1 bed 1 bath 1st flr
    Corona/Flushing short walk from 7 Train
20. 3 bed 1 bath living, 1st flr 200th St & Hillside Ave, 1st flr
21. Duplex 3 bed 1 bath living dining 153 St & 110 Ave
22. 2 bed 1 bath 241-87th Ave, 2nd flr
23. 3 bed 2 bath Parsons Blvd & 85th Ave, Central A/C & heat
24. 2 bed 1 bath living, 2nd flr
25. East Elmhurst 2 bed 1 bath, living dining, 2nd flr $2500,
    100-02 23rd Ave
26. Jackson Heights, 3 bed 1 bath living dining, 71St & 34th Ave
27. 2 bed 1 bath 104-03 196th St
28. 3 bed 1 bath living, dining, 71st St & 34th Ave
29. 3 bed 2 bath 1st flr, close to Sutphin Blvd
30. 2 bed 2 bath 1st flr (section 8)
31. Duplex, 3 bed 3 bath living dining, 2nd flr, Remington St.
32. 2 bed 1 bath living, dining,
    4 bed 2 bath living dining
33. 1 bed 1 bath, husband-wife priority, 196th St & Hillside Ave
34. Astoria 2 bed 1 bath, living dining 21-28 25th St, Apt# 2B
35. Jackson Heights 2 bed 1 bath living, 73rd St & 37th St
36. 4 bed 2 bath, $3200 Utility included, close to 69 Station subway
37. 3 bed 1 bath $2500, Utility included, close to 69 Station subway
38. 3 bed 1 bath living dining, Sutphin blvd & 108th Ave
39. East Elmhurst 1 bed 1 bath living dining, 24-10 78th St
40. 3 bed 1 bath dining 168th St & Hillside Ave
41. Richmond Hill, 1 bed 1 bath living
42. 3bd, 1bath, living, Dining, 1st floor. 200th Street & Hollis Ave.
    1bd, 1bath, living 173 rd St. & 90th Ave.
43. Jackson Heights 3bd, 1bath, living, Dining, 71st Street & 34th Avenue.
44. 1bd, 1bath, 196th Street Hillside Ave. Husband & wife
45. 3bd, 1bath, living, 2nd floor. 177-51, 105th Ave. 2600 plus bills.
46. 3bd, 1bath, Dining 1st floor, $2700 plus bills, 161-44, 86th Ave.
    2bd, 1bath, living, Dining, 2nd floor, 84-19, 150th St. $2600 plus cooking gas+utility.
47. 3bd, 1 bath living 169th St. & Hillside Ave. $2700 + Bills.
    Studio Apartment 105-41, 189th St. $1400 including.—-
48. Basement 1bd, 1bath 183-27, Jamaica Ave. 2 women or husband & wife $1300.
49. Basement 2bd, 1 bath, living, 168th St. & 84th Ave.
50. 2bd, 1bath, 164th St & Highland Ave. 2 people.
51. 3bd, 1.5 bath, 3rd floor, 169th St. & 89th Ave.
52. From May, 4bd, 2bath, living, Dining, close Hillside Ave.
53. 1bd, 1bath, 173rd St. Close F train.
54. 3bd, 1bath, living, 177th St. & 93rd Ave.
55. 3bd, 2 bath, living, Dining, 2nd floor, 185th St. & 90th Ave.
56. 3bd, 1bath, living 2nd floor. $2600 plus bill.
57. 1bd, 1bath, living, 1st floor. Queens Village.

Contact:
Mohammad Salim Reza, Realtor
929-393-7331

১ সপ্তাহ ১০ ডলার
৩ সপ্তাহ ২০ ডলার

ক্লাসিফাইড

যোগাযোগ : ৭১৮-৫২৩-৬২৯৯, ফ্যাক্স : ৭১৮-২০৬-২৫৭৯
E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com

কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত কাজী

ইমিগ্রেশন ও সিটির ল' মুতাবিক ম্যারেজ সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয় এবং সাক্ষীর ব্যবস্থা করা হয়। সব সময় খোলা ইংরেজী অথবা বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা হয়

Cell: 347-527-6438

ইমাম জুবাইর রাশিদ

ইমাম ও খতিব, পার্কচেস্টার জামে মসজিদ

1203 Virginia Ave, Bronx, NY 10472
Email:abuljubayer@gmail.com

Multiple Award Winners

Thinking of Selling Your Home?

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় অথবা ভাড়া যেকোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন।

BUY-SELL-LEASE

Jashim Chowdhury.com
347-200-0567
২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

- Free Market Analysis
- Professional Photography
- Shorter Days on Market
- Sell for Top Dollars

EXIT REALTY PRIME

JN REAL ESTATE DEVELOPMENT CORP.
All Real Estate Services
Buying • Selling • Construction • Development

189-10 Hillside Ave, Suite E
Hollis, NY 11423

Cell : 347-200-0567
Phone : 718-262-0205
Email : c21jashim@gmail.com

গাজীপুরে জমি বিক্রয়

গাজীপুর সিটি করপোরেশন শিল্প জোন হাতিয়ার খিলপাড়া মাদ্রাসার উল্টো দিকে ৫৪ (চুয়ান্ন) শতাংশ নিষ্কন্টক জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : **01781095167**

Open House For Sale

New Jamaica two family house 8 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 5000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 5 bedrooms, 2 bath rooms, finished basement. 4000 Sq. feet lot. **Please call Shahadat-917-593-9311**

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

Saturday & Sunday 3-4pm
or call to see anytime.
Shahadat: 917-593-9311

NINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

আরবী পড়াতে চাই

আপনার সন্তানকে যদি ছহীহ শুদ্ধভাবে (কোরআন) আরবী শিক্ষা দিতে চান তাহলে যোগাযোগ করুন]
হাফেজ মওলানা শামসুল আলম
৯২৯-২৪২-৪৬৯২

কোর-আন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলেই পড়তে পারবেন।
যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮ বি-১৮-২১

কোরআন শিক্ষা দেয়া হয়

বাংলা এবং ইংরেজী অর্থসহ ছহি শুদ্ধভাবে নুরানী ও ক্বারীয়ানা পদ্ধতিতে পবিত্র কোর-আন, নামাজ ও মাছলা মাছায়েল শিক্ষা দেয়া হয়। ৩০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ক্বারী। বাসায় গিয়ে পড়ানো হয়। শিশু, কিশোর এবং বয়স্ক সকলের পড়তে পারবেন। দূরের স্টুডেন্টগণকে অনলাইনে পড়ানো হয়। যোগাযোগঃ ৬৪৬-৭৯৭-০৬৫৮।

পাত্রী চাই

আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ২৮ বছর বয়সী ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার পাত্রের জন্য পাত্রী প্রয়োজন। পাত্র সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করার পর বর্তমানে কর্মরত। তিনি ৫ ফুট থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার ফর্সা ও সুন্দরী পাত্রী খুঁজছেন, যার বয়স হবে ২৪ থেকে ২৭ বছর বয়সের মধ্যে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, ফাইন্যান্স, আইন বা কম্পিউটার সায়েন্সে শিক্ষিত পাত্রীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ: ২১৫-৭৯১-১২৯১
বি-৪৫-৪৭

প্লট বিক্রয়

চট্টগ্রাম সিডিএ'র 'কল্পলোক' আবাসিক জি-ব্লক, ২.৫ কাঠা প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে। যোগাযোগ:
347-335-9887
বি-১৪-১৬

বাড়ী ক্রয় এ ইচ্ছুক

বাফেলো ইউনিভার্সিটির নর্থ ক্যাম্পাস নিকটসংলগ্ন আবাসিক এলাকায় বাড়ী কিনিতে ইচ্ছুক।
যোগাযোগ করুন
আহসান
৩৪৭-২১০-২৩৩৪

বাড়ি বিক্রয়, বাসা ভাড়া

Short Sale এর জ্যামইকা, এস্টোরিয়ায় ২ ফ্যামেলি, ১ ফ্যামেলি বাড়ি বিক্রয় হবে। এছাড়া ৩ বেডরুম, ২ বেডরুম, ১ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। সব ধরণের সেকশন-৮, Fheps প্রোগ্রাম গ্রহণ করি। যোগাযোগ :
৯১৭-৫৯৩-৯৩১১

বসুন্ধরায় জমি বিক্রয়

ঢাকার বসুন্ধরায় বারিধারা প্রকল্পে এফ ব্লকে ৪ কাঠা জমি বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ: নাসের।
ফোন: ৯০১-৩৪০-৬৮৬২; ইমেইল: **naserllc@yahoo.com**
বি-২৪-২৭

শিক্ষক আবশ্যক

উডসাইড মাদানী মসজিদের মক্তব (ইসলামি স্কুল) এর জন্য একজন শিক্ষক আবশ্যক।
যোগাযোগ:
917-428-9818, 646-578-7802,
917-623-2231, 347-469-8270

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনের জন্য সেরা মেডিকেয়ার প্ল্যান খুঁজে পেতে সাহায্য করি।
- HEALTHFIRST
- WELLCARE
- HUMANA
- AETNA
- UNITED

মেডিকেয়ার ইন্স্যুরেন্স এর যাবতীয় তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
মোহাম্মদ তুহিন **(718)310-0413**
Lic. Insurance Agent
nymedicare@aol.com

পাত্রী চাই

আমেরিকায় জন্ম নেওয়া ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি উচ্চতার পাত্র বিবাহের জন্য কনে খুঁজছেন। পাত্রের বয়স ২৮ বছর, সাইবার সিকিউরিটিতে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং বর্তমানে কর্মরত। তিনি ৫ ফুট থেকে ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার, ফর্সা ও সুন্দর কনে খুঁজছেন, যার বয়স ২৪ থেকে ২৭ বছরের মধ্যে। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিস্ট, ফাইন্যান্স, আইন বা কম্পিউটার সায়েন্সে শিক্ষিত কনেদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। যোগাযোগ **215-791-1291**

পাত্র আবশ্যক

স্বপরিবারে New York এ বসবাসরত বাঙালি মুসলিম পরিবারে বেড়ে উঠা Accounting এ Graduate ভদ্র, মার্জিত, নামাযী ২৮ বছর বয়সী Senior Associate Head Fund (SS & C technologies) কর্মরত পাত্রীর জন্য নিউইয়র্কে কর্মরত শিক্ষিত নামাযী পাত্র চাই। শুধুমাত্র পাত্র অথবা পাত্রের অভিভাবক যোগাযোগ করুন।
ফোন ঃ **631-552-9502**

পাত্র-পাত্রী চাই

17 Years Experience

আপনার স্বপ্নের জীবন সংগী/সংগিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদা নিয়োজিত।

যোগাযোগ:
JIBON SONGI
evergreenlife5001@gmail.com
farhanarayhan@yahoo.com
+1 (281)-912-7812
+1(713)-900-6023
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

CIVIL SERVICE – GOV JOBS!
ARE YOU IN JOB SEARCH?

Try a civil service job with federal/state/city gov; You may work from any locations in the US. We help for job applications and interview preparation.

Contact : K M Tarek FCA
email: kmtarekfca@gmail.com; Phone: 571-234-9648
Queens, NY-11432
বি-১৫-১৭

ইলেকট্রিক্যাল কাজ করি

সবধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ এবং ফ্রিজ, এয়ার কন্ডিশনার মেরামত, পুরো বাড়ির ইলেকট্রিক্যাল কাজ দক্ষতার সাথে করে থাকি।
যোগাযোগ: মো. ওয়ালিউল্লাহ
ফোন: 929-636-6816

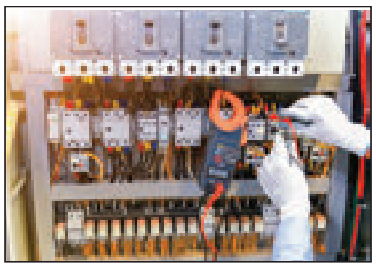

Health Career Training & Licensing
EKG- Phlebotomy - Home Health Aide (HHA).
646-420-7156
(Dr .Masood, Instructor) .
718-297-1400 (Office)
NYSCEINc@GMAIL.COM

হিলসাইড এভিনিউর পাশেই ১৬৮ স্ট্রিট ও লিবার্টিতে
L. ALLADIN LIVE POULTRY MARKET

100% HALAL
গরু, খাসি, ভেড়া, হাঁস-মোরগী, টার্কি হালালভাবে জবাই করে তাজা মাংস বিক্রি করা হয়।
কোরবানির অর্ডার নেয়া হয়

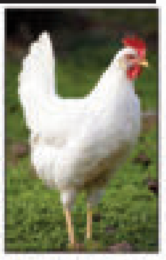

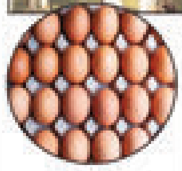

- 3 Red Fowl for $15
- Buy 10 white chicken get 1 Free
- Wednesday Buy 9 Fowl get 1 Free

গুণগতমান ও সেরা সেবা পেতে আজই আসুন
এল. আলাদিন লাইভ পোল্ট্রি মার্কেট
Hours of operation → Mon-Sat 7:00 am-6 pm
Sun-7:00 am-3 pm
Phone : 718-526-1422, Toll Free: 1-877-526-1422
168-25 Liberty Ave, Jamaica, NY 11433

Sagar CHINESE
Sagar Restaurant
168-25B, Hillside Ave., Jamaica, NY-11432
Tel: 718-298-5696, 718-657-2855
www.sagarfood.com

Jamaica Branch
87-47 Homelawn Street
(169 Street & Hillside Ave.)
Jamaica, NY-11432
Tel: 718-657-3333, 718-657-3334
www.sagarchinese.com

Bellerose Branch
252-05 Union Tpke
Bellerose, NY-11426
Tel: 718-343-4444, 718-343-4448
www.sagarchinese.com

ক্যাটারিং স্পেশালিষ্ট
Catering Special

Popular Package $13
Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Sweets, Salad.

Premium Package $15
Vegetable Pakora, Chicken Roll, Polao Rice, Chicken Roast, Beef Curry, Mix Vegetables, Shami kabab, Dessert (Sweets/Dodhi) Borhani, Salad.

Sagar Box Package $6
Polao Rice, Chicken Roast, Shami Kabab, Laddu.

Wedding Package $28
Mixed Grill, Vegetable Roll, Crispy Fish, Polao Rice (Kalajeera), Karai Goat, Beef Rezala or Chicken Makhni, Chicken Roast, Mixed Vegetable, Naan, Chana Dal, Borhani, Raita, Chatni, Desi Style Salad, Desi Style Rasmalai, Any Sweets

BLOOMBERG CONSTRUCTION CO. INC.
37-15 73rd St, Jackson Heights, NY 11372
(718) 478-7000 ; (347) 652-9500
Call Mohammad for Free Estimate INSURED & WORK PERMIT

- Brick Pointing
- Water Proofing
- Lintel Replacement
- Parapet Wall Replacement
- All Kind of Cement Work
- Painting
- Plastering
- Carpenter
- Tiles, Wood Floor
- Sidewalk/Driveway

Electric Plumbing

অনুবাদ ইন্টারপ্রেটেশন ও কম্পোজ
বাংলা থেকে ইংরেজি ও ইংরেজি থেকে বাংলায় সাবলীল অনুবাদ, ইমিগ্রেশন অফিসসহ অন্যান্য সরকারি অফিসে ইন্টারপ্রেটেশন নির্ভুল বাংলা ও ইংরেজি কম্পোজের জন্য যোগাযোগ করুন।
News Net
85-59, 168st, Jamaica, NY 11432
Tel: 347-355-0731, Fax: 718-206-2579

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান?
আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক স্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান?
তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।
আমরা আপনাকে হেলথ্ফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ্ কেয়ারসহ অন্যান্য ইস্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ
বাংলাদেশ সেন্টার , 917-547-6832
Bangladesh Center inc
বি-২০-২২

সাপ্তাহিক বাংলাদেশ
WEEKLY BANGLADESH

UNIQUE TAX & MULTI SERVICES

ABDUR RASHID
B.S.S (Honors). M.S.S (Economics)
DHAKA UNIVERSITY

- INCOME TAX & BUSINESS TAX
- IMMIGRATION HELP
- INDIVIDUAL TAX ID (ITIN)
- NOTARY AND MUCH MORE

IRS
- IRS ACCEPTANCE AGENT
- IRS E-FILE PROVIDER

Cell: 718-736-4095
E-mail: rashidtax2@gmail.com

168-25 Hillside Avenue, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
(সাগর রেষ্টুরেন্ট-এর উপরে)

Hillside Multi Services Inc.

হিলসাইড মাল্টি সার্ভিসেস ইনক

IRS e-file

Income Tax & Accounting
Immigration Help
Travel-Notary

Tel: 718-480-3313
Cell: 917-600-4937

Mohammed M. Alam
M.com (Managment), L.L.B
Notary Public

167-11 Hillside Ave, 2nd Floor, Jamaica, NY 11432

SHAHADAT HASAN
Licensed Realtor

House Sell

New Queens Village two family house 6 bedroom, 5 bath rooms, finished basement, huge 5 car parking, huge 4000 sq. feet lot. Please call **Shahadat-917-593-9311**

New Hollis two family house. 6 badrooms, 5 bath rooms, finishad basement. 4000 Sq. feet lot.
Please call Shahadat-917-593-9311

FHEPS, CITY FHEPS, Sec 8 or any program, we give 1 bed, 2 bed and 3 bedroom apartment.
Please call 917-593-9311

we buy 1, 2, 3 family, house & business property and rent 1,2, and 3 bedroom apartment. **Please call 917-593-9311**

WINZONE REALTY INC
Licensed Real Estate Broker

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার
এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MIPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

ফারহানা
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বাণিজ্য প্রতিনিধি

আমরা একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠান,
যারা বাংলাদেশের বাজারের জন্য নির্ভরযোগ্য ও যোগ্য
আমদানিকারক ও সরবরাহকারীদের খুঁজি।
যোগাযোগ:
+1 (281) 912-7812
greenlife5001@gmail.com
অবস্থান: যুক্তরাষ্ট্র

কাজী অফিস

সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা

148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435

বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ

917-428-1519

উডসাইড কাজী অফিস

নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজী। এখানে সহীহ ও সুন্নতী তরিকায় বিবাহ পড়ানো হয়।
যোগাযোগ: ইমাম হেলাল আহমেদ।
ফোনঃ ৩৪৭-৭৬১-৭৩৯৮।
ইমেইল:Helal.woodside@gmail.com বি-২৯-৪১।

মুসলিম কাজী অফিস

- তাজবীদ ও হিফজুল কুর'আন ক্লাস
- বয়স্কদের কুর'আন শিখানো হয়
- কাজী, নিউইয়র্ক সিটি রেজিস্টার
- ফিনারেল সার্ভিস, হজ্ব ও উমরাহ্ গ্রুপ
- শনি-রবিবার মোক্তব, সামার ক্লাস

Build a Community

American Muslim Center Inc.
৮৯-১৪, ১৫০ স্ট্রিট জ্যামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩২
৭১৮-৮৬৮-৭৭২৯, ৩৪৭-৫৭৫-১১১০

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2Fl
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Liceensed R. E. Salesperson

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
কুইন্সের প্রাণকেন্দ্র E & F Train Subway সংলগ্ন। অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটির বাংলাদেশীয় মালিকানায় অভিজাত ও সৌন্দর্য মন্ডিত রেস্টুরেন্টে ও ব্যাংকুয়েট হল। আগ্রা প্যালেসে আপনাদের স্বাগতম
এখানে গায়ে হলুদ বিবাহ এনগেজমেন্টস সুইট সিক্সটিন বেবি শাওয়ার ফান্ড রেইজিং
বিভিন্ন ধরণের সভা, সেমিনার এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্যু-ব্যবস্থা করা হয়।
৫০-৪০০ পর্যন্ত বুকিং করে থাকি।
২টি ফ্লোরে দুটি পৃথক হল
Valet Parking-এর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
আমরা ক্যাটারিং করে থাকি
১০০% হালাল ফুড পরিবেশন করে থাকি।
বাঙালি কমিউনিটির জন্য রয়েছে বিশ্ব মানের বাংলাদেশী শেফ
বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agraPalace
Restaurant & Party Hall
Contact: 718-261-8880, 929-521-2019 (ম্যানেজার)
Address: 116-33 Queens Blvd. Forest Hills, NY 11373
E-mail: agrapalacequeens@gmail.com web: agrapalaceNYC.com

PRIME HEALTH NYC
FAMILY HEALTH & WELLNESS
Total Family Health
Vitamin Infusion
Regenerative Therapy
Anti-Aging & Wellness Clinic
PROVIDE HIGH QUALITY CARE AND BEST OFFICE EXPERIENCES
WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCES
JAMAICA OFFICE
167-10 highland Ave, Jamaica, NY 11432
(929) 998-3971, (929) 998-3972
(929) 998-3995
BRONX OFFICE
1444 Olmstead Ave, Bronx, NY 10462
(516) 960-3030, (516) 960-3020
(516) 960-3028
www.primehealthnyc.com
Email: primehealthnyc@hotmail.com

জ্যামাইকা হিলসাইড এভিনুতে
বাংলাদেশী মালিকাধীন

স্টার কেয়ার ফার্মেসী

Star Care Pharmacy

175-20 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432

Tel : 718-262-8789, Fax: 718-262-9083, Email: StarCarePharmacy@gmail.com

আমরা প্রায় সবধরণের ইন্সুরেন্স প্ল্যান গ্রহণ করে থাকি

EXPERIENCE THE PERSONAL CARE YOU CAN ONLY GET FROM YOUR NEIGHBORHOOD PHARMACY

আমাদের ফার্মেসী থেকে উন্নততর ব্যক্তিগত সেবার অনন্য অভিজ্ঞতার সুযোগ নিন।

আমাদের সেবা সমূহ:

- ফ্রী কো-পেমেন্ট সহযোগিতা
- পিএ সহায়তা ও ঔষধ থেরাপি ব্যবস্থাপনা
- ফ্লু-শট ও টিকা দানের ব্যবস্থা
- এটিএম বুথ
- ওটিসি নেটওয়ার্ক
- পাসপোর্ট ফটো
- ডিএমভি'র জন্য দৃষ্টিশক্তি পরীক্ষা
- মেট্রোকার্ড।

OUR SERVICES

- Free Copay Assistance
- Free Special packaging for adherence & Compliance
- Free App & online refill reminder
- Free Loyalty Card for Savings on OTC medicaitons
- PA Assistance & Medication Therapy Mgmt. (MTM)
- Flu shots & immunizations
- ATM
- OTC Network
- Passport Photos
- DMV Vision test
- Metrocards

একই দিনে ফ্রি ডেলিভারি

SAME DAY FREE DELIVERY

We accept Most Insurance plans!

Ask your doctor to E-Script your prescription

আপনার ডাক্তারকে বলুন ই-মেইল প্রেসক্রিপশন পাঠাতে
অথবা আজই আমাদেরকে ফোন করুন

Tel : 718-262-8789

Email: StarCarePharmacy@gmail.com
www.StarCarePharmacy.com

Call us today and start saving!
TOLL FREE:
888-216-STAR (7827)

বাংলাদেশে ভারতের নতুন হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী

ঢাকা : ভারতের সাবেক রেলমন্ত্রী এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) জ্যেষ্ঠ নেতা দীনেশ ত্রিবেদীকে বাংলাদেশের হাইকমিশনার পদে নিয়োগ দিয়েছে ভারত *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

সবচেয়ে বেশি ধনীর তালিকায় যুক্তরাষ্ট্র

বাংলাদেশ ডেস্ক : ২০২৬ সালে বৈশ্বিক সম্পদের বন্টন এমন একটি চিত্র তুলে ধরেছে যা একদিকে পরিচিত, অন্যদিকে কিছুটা পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। উচ্চ সম্পদশালী *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং। পাশে অতিথিরা।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের বর্ণাঢ্য অভিষেক

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের নতুন কমিটির কর্মকর্তারা অভিষিক্ত হয়েছেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তারা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা আর পেশাগত দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, নানা প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে সাংবাদিকতা পেশা এগিয়ে চলছে। বিশেষ করে 'এথনিক জার্নালিজম' সহজ নয়। তারপরও *(বাকি অংশ ৪১ পাতায়)*

নিউইয়র্কে উড়ল এয়ার ট্যাক্সি

বাংলাদেশ ডেস্ক : সম্পূর্ণ বিদ্যুৎচালিত একটি উড়োজাহাজ পরীক্ষামূলকভাবে নিউইয়র্ক নগরের ম্যানহাটন থেকে একই নগরের জন এফ কেনেডি *(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)*

বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য সংগ্রহ ও ভোটার নিবন্ধন সূচিতে পরিবর্তন

বাংলাদেশ রিপোর্ট: বৈরি আবহাওয়ার কারণে বাংলাদেশ সোসাইটির সদস্য সংগ্রহ ও ভোটার *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

বিপার দু'দিনের জমজমাট বাংলা বর্ষবরণ

বাংলাদেশ রিপোর্ট : প্রবাসে বাংলা সংস্কৃতির চর্চায় ধারাবাহিক সৃজনশীলতার আরেকটি উজ্জ্বল উদাহরণ রাখল বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস (বিপা)। গত ২৫ ও ২৬ এপ্রিল নিউইয়র্কের জ্যামাইকা পারফর্মিং আর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী বাংলা নববর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠান পরিণত হয় এক নান্দনিক *(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)*

আমার বিচিত্র জীবন

কাজী জহিরুল ইসলাম

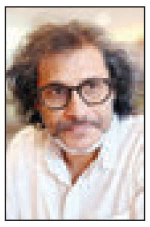

(পর্ব- ৯) মেঘলা আকাশ। হয়ত অকারণেই, আমার খুব মন খারাপ। মানুষের মনের ওপর মেঘেদের এতোটা আধিপত্য থাকে খুব কম বয়সেই আমি তা *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

গিটারিস্ট নেওয়াজ শরীফকে সম্মাননা

নিউইয়র্ক : নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক সংগীতাঙ্গনে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করে চলেছেন *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

উদ্বোধন করেন অ্যাসেম্বলিম্যান ডেভিড ওয়েপ্রিন

জ্যামাইকায় বাংলাদেশি মালিকানাধীন নতুন ফার্নিচার স্টোর 'জেভিআই'

নিউইয়র্ক (ইউএনএ): নিউইয়র্ক সিটির জ্যামাইকা এভিনিউতে বাংলাদেশী মালিকানাধীন নতুন ফার্নিচার হাউসের উদ্বোধন করা হয়েছে। 'জেভিআই এস ফার্নিচার এন্ড ম্যাটট্রেস' নামের স্টোরটি ১০৮-০৩ জ্যামাইকা এভিনিউ, নিউইয়র্ক ১১৪৩২ ঠিকানায় অবস্থিত। স্টোরটির উদ্বোধন উপলক্ষে *(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)*

শেখ হাসিনাকে এভাবে যেতে হল কেন!

চৌধুরী মোহাম্মদ কাজল: শেখ হাসিনার পতন হল কেন? উন্নয়নতো কম হয়নি শেখ হাসিনার সময়। প্রচুর রাস্তা ঘাট, ফ্লাই ওভার হয়েছে। *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ি নিয়ে রাজনৈতিক লড়াই

বাংলাদেশ ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের আবাসন সংকটের মুখে *(বাকি অংশ ৩৪ পাতায়)*

জর্জিয়ায় বিএনপি'র দুই দিনব্যাপী কর্মশালা

বাংলাদেশ রিপোর্ট : জর্জিয়ার আটলান্টায় শনিবার ও রোববার (২৫ ও ২৬ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হয়েছে উত্তর আমেরিকা বিএনপির দুই দিনব্যাপী কর্মশালা ও সম্মেলন। এতে যুক্তরাষ্ট্রের ২২টি অঙ্গরাজ্য থেকে আগত বিএনপির নেতৃবৃন্দ এবং কানাডার পাঁচটি প্রদেশের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। ঢাকা থেকে অনলাইনে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা *(বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)*

ফ্লোরিডায় ২ বাংলাদেশি ছাত্র নৃশংসভাবে খুন

আদালতে অভিযুক্ত হিশামের জামিন নাকচ

বাংলাদেশ ডেস্ক : ফ্লোরিডার একটি আদালতে ২৮ এপ্রিল মঙ্গলবার সকালে হিশাম সালেহ আবুগারবিয়েহর জামিন শুনানি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুনানি শেষে বিচারক স্টেট অ্যাটর্নির কার্যালয়ের যুক্তি গ্রহণ করে তাকে জামিন ছাড়াই আটক রাখার আদেশ বহাল *(বাকি অংশ ৪২ পাতায়)*

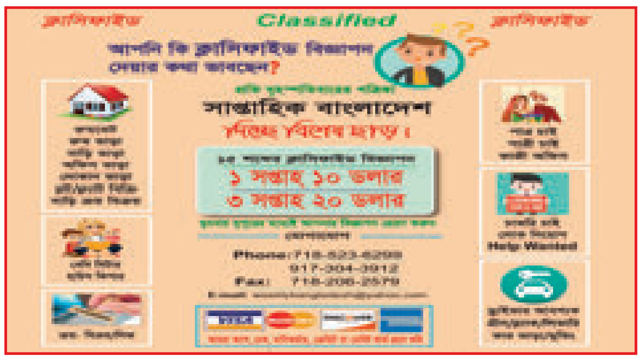

Published by News Bangladesh Inc. 86-47, 164th Street, #BH, Jamaica, NY 11432, Tel: 718-523-6299, 917-304-3912, Fax: 718-206-2579, E-mail: weeklybangladesh@yahoo.com, Web: www.weeklybangladeshusa.com